http://thejobstudy.com

বিসিএস, ব্যাংক, এমবিএ ভর্তিসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য বই, নোটস ও আনুষঙ্গিক তথ্যাদি পাওয়ার এক নির্ভরযোগ্য প্লাটফর্ম। প্রতিদিনই থাকছে অন-লাইনে Random basis এ নিজেকে যাচাই করার জন্য পরীক্ষা ও মেধা-যাচাইয়ের ব্যবস্থা। প্রতিমাসের শেষে থাকছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের উপর টেস্ট। নিজে অংশগ্রহণ করুন এবং শেয়ার করে আপনার বন্ধুকেও অংশগ্রহণের সুযোগ দিন। আপনার facebook চালু থাকা অবস্থায় Connect with social media থেকে facebook আইকনে ক্লিক করে সহজেই Registration করে নিতে পারবেন। "Follow" বাটনে ক্লিক করে এই সাইটের প্রতিদিনের আপডেট জানতে পারবেন। প্রতিদিনই আসবো নতুনরূপে। সাইটটি ওপেন করতে উপরের লিংকে অথবা লোগোতে ক্লিক করুন।

প্লাটফর্মটির উন্নয়ণের জন্য আপনার সুচিন্তিত মতামত একান্তভাবে কাম্য।

সংক্ষিপ্ত সূচিপত্র

কনফিডেন্স লেকচার শীট

শফিক’স এক্সক্লুসিভ

মোজাহিদ ভাইয়ের আপলোডকৃত:
মূল্যবোধ ও সুশাসন:(মোজাম্মেল হক ২য় ও ৩য় অধ্যায়)

নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

বিগত BCS পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর:

১. নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় কী?
(ক) মানুষের আচরণের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান।
(খ) মানুষের জীবনের সফলতার দিকগুলো আলোচনা
(গ) সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণের আলোচনা ও মূল্যায়ন
(ঘ) ■সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণের আলোচনা ও মূল্যায়ন।

২. মানুষের কোন ক্রিয়া নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়?
(ক) ■ ঐচ্ছিক ক্রিয়া (খ) অনৈচ্ছিক ক্রিয়া
(গ) ইচ্ছা নিরপেক্ষ ক্রিয়া (ঘ) ক ও গ নামক ক্রিয়া।

৩. মূল্যবোধ (Values) কী?
(ক)■মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদ-
(খ) শুধুমাত্র মানুষের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাদি নির্ধারণের দিক নির্দেশনা।
(গ) সমাজ জীবনে মানুষের সুখী হওয়ার প্রয়োজনীয় মনোভাব।
(ঘ) মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ

৪. সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি কী?
(ক) ■ আইনের শাসন (খ) নৈতিকতা
(গ) সাম্য (ঘ) উপরের সবগুলো।

৫. সুশাসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে-
(ক) ■ মত প্রকাশের স্বাধীনতা (খ) নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা
(গ) প্রশাসনের নিরপেক্ষতা (ঘ) নিরপেক্ষ আইন ব্যবস্থা।

৬. সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের সুশাসনের কোন দিকটির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে?
(ক) সুশাসনের সামাজিক দিক
(খ) সুশাসনের মূল্যবোধের দিক
(গ) সুশাসনের অর্থনৈতিক দিক
(ঘ) ■ সুশাসনের গণতান্ত্রিক দিক।

৭. 'আইনের চোখে সব নাগরিক সমান'- বাংলাদেশের সংবিধানের কত নম্বর ধারায় এ নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে?
(ক) ধারা-০৭ (খ) ■ ধারা ২৭
(গ) ধারা ৩৭ (ঘ) ধারা ৪৭

৮. Johannesburg Plan of Implementation সুশাসনের সঙ্গে নিচের কোন বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়?
(ক)■টেকসই উন্নয়ন (খ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন
(গ) সাংস্কৃতিক উন্নয়ন (ঘ)উপরের কোনোটিই নয়।

৯. 'সুশাসন' শব্দটি সর্বপ্রথম কোন সংস্থা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে?
(ক) জাতিসংঘ (খ) ইউ.এন.ডি.পি
(গ) ■ বিশ্বব্যাংক (ঘ) আই.এম.এফ

১০. নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী গণমাধ্যমের অনুপস্থিতি কিসের অন্তরায়?
(ক) সামাজিক অবক্ষয়ের (খ) মূল্যবোধ অবক্ষয়ের
(গ)■সুশাসনের (ঘ) শিক্ষার গুণগতমানের

নৈতিকতার সাধারণ ধারণা:

সাধারণ অর্থে নৈতিকতা হলো নীতিমূলক। অর্থাৎ কথাবার্তা, আচার আচরণে নীতির অনুসরণ করাকে নৈতিকতা বলে। নৈতিকতা বিষয়ক সামাজিক চিন্তাচেতনা যেসব অবধারণের মাধ্যমে প্রকাশ পায় তাদেরকে এক কথায় নৈতিক অবধারণ বা নীতিবাক্য বলে। এসব নীতিবাক্যগুলো 'চুরি করা অন্যায়' 'মিথ্যা বলা ভালো নয়' ইত্যাদি আকারে নিয়মিতক ব্যবহার করা হয়।

নৈতিকতা (Ethics)

নৈতিকতা হলো এক ধরনের মানসিক অবস্থা যা কাউকে অপরের মঙ্গল কামনা করতে এবং সমাজের প্রেক্ষিতে ভাল কাজের অনুপ্রেরণা দেয়। সত্য কথা বলা, গুরুজনকে মান্য করা, অসহায়কে সাহায্য করা, চুরি, দুর্নীতি থেকে বিরত থাকা এগুলো মানুষের নৈতিকতারই বহিঃপ্রকাশ। মোটকথা, নৈতিকতা হলো সমাজের বিবেকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কতগুলো ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের সমষ্টি।

Cambridge International Dictionary of English অনুসারে নৈতিকতা হলো একটি গুণ, যা ভাল আচরণ বা মন্দ আচরণ, স্বচ্ছতা, সততা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত। একে প্রত্যেক ব্যক্তিই আইন বা অন্য কোনো বিষয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

জোনাথন হ্যাইট (Jonathan Haidt. বলেন, 'ধর্ম, ঐতিহ্য, মানব আচরণ এ তিনটি থেকেই নৈতিকতার উদ্ভব ঘটতে পারে।'

তথ্য কণিকায় নৈতিকতা

- 'নৈতিকতা' শব্দটি ইংরজি Ethics শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ। এ শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক 'Ethica' শব্দ থেকে। শব্দটির বাংলা অর্থ হলো আচার-ব্যবহার বা চরিত্র বা রীতিনীতি বা অভ্যাস। সুতরাং শাব্দিক অর্থে নৈতিকতাকে মানুষের রীতিনীতি বা আচার-ব্যবহারকেই বোঝায়।
- নৈতিকতা হচ্ছে নীতিঘটিত বা নীতি সংক্রান্ত বিষয় যা মূলনীতি, সৎনীতি বা উৎকর্ষ নীতিকে ধারণ করে।
- নৈতিকতা হলো একটি গুণ যা ভালো আচরণ অথবা মন্দ আচরণ, স্বচ্ছতা, সততা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত।
- নৈতিকতা হলো সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত আচরণবিধি।
- পরনীতিবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ– Metaethics।
- নৈতিকতা বলতে সাধারণভাবে ভালোমন্দ বিচার করার ক্ষমতাকে বোঝানো হয়।
- প্রাচীনকালে আইন ও নৈতিকতার মধ্যে কখনো পার্থক্য করা হতো না বললেই চলে।
- যুগের বিবর্তনের রাষ্ট্র একটি পৃথক সত্তা হিসেবে প্রকাশ পাওয়ার পর থেকে আইন ও নৈতিকতা আলাদা পথে হাঁটতে শুরু করে।
- আইন বাহ্যিক আচারণ নিয়ন্ত্রণ করে, আর নৈতিকতা মানুষের মনোজগৎকে নিয়ন্ত্রণ করে।
- নৈতিকতা মানুষকে অকল্যণের পথ পরিত্যাগ করিয়ে কল্যাণ আনায়নের নিমিত্ত কার্য করে।
- নৈতিকতা হচ্ছে মানুষের বিবেক, চিন্তা, বুদ্ধি ও ন্যায়পরায়ণতার উৎস।
- নৈতিকতা সামাজিক বিবেবক দ্বারা পরিচালিত হয়।
- নৈতিক আইন ভঙ্গ করলে শুধু মানসিক শাস্তি পেতে হয়। লোকনিন্দা এবং বিবেকের দংশনই নৈতিক নিয়ম ভঙ্গকারীর শাস্তি।

সূচিপত্র

- উক্তিটি বাংলা সাহিত্যের প্রতিথযশা কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের।
- স্বাধীনতার ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Liberty
- Liberty শব্দটি ল্যাটিন Liber শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ হলো স্বাধীন বা মুক্ত।
- নীতিবিদ্যার আদর্শিক ভিত্তি– সমাজ।
- নীতিবিদ্যার মূলধারা– ৪টি। যথা: ক. পরনীতিবিদ্যা; খ. ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা; গ. বর্ণনামূলক নীতিবিদ্যা ও ঘ. মানমূলক নীতিবিদ্যা।
- পরনীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়– নৈতিক ভাষার অর্থ ও যুক্তি।
- পরনীতিবিদ্যা হলো– বিভিন্ন নৈতিক উক্তি, পদ বা অবধারণ, নৈতিক পদের সাথে নৈতিক অবধারণের যৌক্তিকতা নিরূপণ, নৈতিকপদ বা অবধারণের অর্থ বিশ্লেষণ প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে যে নৈতিক মতবাদগুলো গড়ে উঠেছে তার সমষ্টি।
- পরনীতিবিদ্যার সূচনাকারী– জি. ই. ম্যুর (G.E. Moore.।
- জি. ই. ম্যুর (G.E. Moore. তাঁর যে গ্রন্থে পরনীতিবিদ্যা আলোচনা করেন– Principia Ethica ।
- Modern Moral Philosophy গ্রন্থটির রচয়িতা– W. D. Hudson ।
- নৈতিক অবধারণের মূলভিত্তি– সমাজ।
- নীতিবিজ্ঞান হলো– মানুষের আচরণ বা ঐচ্ছিক ক্রিয়ার নৈতিক মূল্য বিচার করে যে বিজ্ঞান।
- নীতিবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ– 'Ethica' ।
- 'Ethics' শব্দটি যে শব্দ থেকে এসেছে– 'Ethica' ।
- উৎপত্তিগত অর্থে নীতিবিজ্ঞান হলো– মানুষের রীতিনীতি বা অভ্যাস সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
- সততা হলো– নৈতিক নিয়মানুযায়ী কর্তব্য করার যে মানসিক প্রবণতা বা বাসনা।
- নৈতিক বিচার একটি মানসিক প্রক্রিয়া– যার দ্বারা একটা কাজ ভালো কি মন্দ নির্ধারণ করা হয় এবং ভাষার মাধ্যমে তা প্রকাশ করা হয়।
- নীতিবিদ্যা হল ব্যক্তি ও সামাজিক আচরণের নৈতিক মূল্য নিরুপণ করে। পক্ষান্তরে, সমাজবিজ্ঞান সামাজিক আচরণের উৎপত্তি, স্বরূপ ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করে।

নৈতিকতার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

- নৈতিকতা কী?
  - নৈতিকতা বা নৈতিকব মূল্য নৈতিক দিক থেকে ভালো ও ন্যায়কে বুঝায়।
- ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্য কী এক?
  - আপাত দৃষ্টিতে এক মনে হলেও ভিন্ন।
- জি.ঈ ম্যুর কোন গ্রন্থে ঘটনা ও মূল্য সম্পর্কে আলোচনা করেছে?
  - Principiaa Ethica গ্রন্থে।
- নৈতিক ও সামাজিক মূল্যের পার্থক্য কী?
  -নৈতিক অনুমোদন ব্যক্তি তার নিজের কাছ থেকেই পেয়ে থাকে এবং ফলে সে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, উচিত অনুচিতের পার্থক্য করে তার ভালো বা মঙ্গলের চেষ্টা করে। এটা ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ বা নিজস্ব ব্যাপার বা শক্তি। পক্ষান্তরে, সামাজিক মূল্য বাইরের শক্তি। কেননা সামাজিক অনুমোদন বাইরের থেকে ব্যক্তির উপর চাপানোর হয়ে থাকে।
- নীতিবিদ্যার একটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা দিন।
  - নীতিবিদ্যার একটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন,"আচরণের ন্যায় বা ভালো নিয়ে যে আলোচনা, তাকে নীতিবিদ্যা বলা যায়। এ বিদ্যা আচরণ- সম্পর্কীয় সাধারণ মতবাদ এবং এ বিদ্যা ন্যায় বা অন্যায় ও ভালো বা মন্দ প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের ক্রিয়াবলির আলোচনা করে।"
- নৈতিকতা ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক কী?
  - ধর্ম ও নীতিবিদ্যা উভয়ই আত্মার অমরত্ব বিশ্বাস করে এবং ন্যায় ও নৈতিকতার শিক্ষা দেয়।
- Theory of Good and Evils। গ্রন্থের লেখক কে?
  - রাসড্যাল।
- নীতিবিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্কে কী?
  - নীতিবিদ্যা সে সব নৈতিক মানদন্ড নিয়ে আলোচনা করে যা সামাজিক ঘটনার অন্তর্ভুক্ত । আবার সমাজবিজ্ঞান সে সব নৈতিক মানদন্ড ও আদর্শকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে যা সামাজের মধ্যে অবস্থান করে। সুতরাং নীতিবিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক পরিপূরক।
- নীতিবিদ্যা পাঠের প্রয়োজনীয়তা কী?
  -নীতিবিদ্যা অধ্যায়ন করে আমরা নৈতিক জীবন যাপনের জন্য প্রয়েঅজনীয় অন্তদৃষ্টি লাভ করে থাকি। এছাড়া নীতিবিদ্যার অনুশীলনে আমাদের নীতিবোধ সুষ্ঠু ও সতেজ করে এবং সমাজ জীবনকে সমৃদ্ধশালী করে তুলতে সাহায্য করে।
- নীতিবিদ্যার স্বতঃসিদ্ধ নীতিমালাগুলো কী কী?
  -ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অমরত্ব, ইচ্ছার স্বাধীনতা।
- রস নৈতিক সূত্রাবলির কয়টি স্তরের কথা বলেছেন?
  -৪টি স্তরের কথা বলেছেন।
- কর্তব্যের সংজ্ঞা দাও।
  -কর্তব্য হলো নৈতিক নীতি অনুসারে মন্দ, অন্যায় ও অনুচিত কাজ পরিত্যাগ করে ভালো, ন্যায় ও উচিত কাজ বাস্তবায়ন করা।
- নৈতিক প্রগতি কী?
  - নৈতিক প্রগতি হলো নৈতিক নীতিমালার আলোকে নৈতিক আদর্শের দিকে ব্যক্তি ক্রমাগত নিম্নস্তর বা ধাপ থেকে উচ্চতর ধাপে উন্নীত হবার মধ্য দিয়ে নৈতিক আদর্শকে জীবনে পরিপূর্ণ প্রতিফলিত করার প্রচেষ্টা।
- নৈতিক জগতের উপাদান কী কী?
  - নৈতিক জগৎ হল নৈতিক নীতি, আদর্শ, নৈতিক প্রতিষ্ঠান, নৈতিক অভ্যাস প্রভৃতি উপাদান নিয়ে গঠিত।
- নৈতিক সংকট কী?
  - সামাজিক নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত কারণে মানুষ যখন নৈতিক নিয়ম ও আদর্শ অনুযায়ী তাদের আচার-আচারণকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় তখন যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাকে নৈতিক সংকট বলে।

- নৈতিক সংকটের কারণ কী কী?
১. মূল্যবোধের অবক্ষয়, ২. সুশিক্ষার অভাব, ৩. অপসংস্কৃতি, ৪. দারিদ্রের দুষ্টচক্র ও ৫. সামাজিক পরিবর্তন প্রভৃতি।
- নৈতিক সংকট দুরীকরণ বা রোধের উপায় কী কী?
১. মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করা, ২. সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা, ৩. সুস্বাস্থ্য পারিবারিক জীবন-যাপন করা প্রভৃতি।
- A Manual of Ethics গ্রন্থের লেখক কে?
-ম্যাকেঞ্জি
- নৈতিক ক্রিয়া ও অনৈতিক ক্রিয়ার প্রার্থক্য কী?
নৈতিক ক্রিয়া কর্ম ব্যক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পক্ষান্তরে, অনৈতিক ক্রিয়া ব্যক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেও পারে আবার নাও পারে।
- নৈতিক শব্দ দ্বারা কী বোঝায়?
- ভালো, ন্যায়, সদগুণ ইত্যাদি।
- অনৈতিক শব্দ দ্বারা কী বোঝায়?
- মন্দ, অসৎ অন্যায় ইত্যাদি।
- অনৈতিক ক্রিয়া কী?
- যে ক্রিয়ার নৈতিক গুণ নেই তাকে অনৈতিক ক্রিয়া বলা হয়। যেমন- মন্দ অসৎ অন্যায় ইত্যাদি নৈতিক গুণহীন।
- নৈতিক বিচারের বৈশিষ্ট্য কী কী?
- নৈতিক চিারের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:
১. মূল্য, ২. বাধ্যতাবোধ, ৩. নৈতিক সঙ্গতি এবং ৪. বস্তুগত বৈধতা।
- নৈতিক বিচার কয় প্রকার ও কী কী?
- তিন প্রকার। যথা: ১. মূল্য বিচর, ২. কর্তব্য বিচার এবং ৩. শাস্তিক বিচার।
- নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু কী?
- আচরণ হল নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু।
- নৈতিক বিচার কর্তা কে?
- নৈতিক বিচারের কর্তা হল: মানুষের অন্তরস্থ এমন এক বৌদ্ধিক সত্তা যাকে আদর্শ আমি বলা যায়।
- নৈতিক বিচারের প্রয়োজনীয়তা কী?
- নৈতিক বিচার আমাদের মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে, অন্যায় কাজ পরিত্যাগ করতে সহায়তা করে ও কর্তব্য কাজের দিক নির্দেশনা দেয়।
- নৈতিক নিয়ন্ত্রণ কী?
-নৈতিক নিয়ন্ত্রণ হল এমন একটি উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া যা নৈতিক মানদন্ড ও মূল্যবোধ অনুযায়ী ব্যক্তির আচরণের প্রতি সমর্থন যোগায় এবং নৈতিক মানদন্ড ও মূল্যবোধের পরিপন্থী আচরণকে নিরুৎসাহিত করা হয়।
- নৈতিক নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্য কী কী?
নৈতিক নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ-
১. নৈতিক নিয়ন্ত্রণ সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করে।
২. নৈতিক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য হল সমাজকে সুপথে পরিচালিত করা।
- নৈতিক নিয়ন্ত্রণের শ্রেণিবিন্যাস কর।
- নৈতিক নিয়ন্ত্রণ সাত প্রকার। যথা: ১. প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ, ২. রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, ৩. সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, ৪. শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ, ৫. প্রচার নিয়ন্ত্রণ, ৬. ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ এবং ৭. পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ।
- নৈতিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব কী?
- সামাজিক শৃঙ্খলা আনয়ন, স্থিতিশীল এবং প্রগতিশীল নৈতিক সমাজ গঠন করতে নৈতিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
- নৈতিক অনুমোদন কয় প্রকার ও কী কী?
- দুই প্রকার। যথা: ১. বাহ্যিক অনুমোদন ও ২. আভ্যন্তরীণ অনুমোদন।
- সব নৈতিকতার শেষ অনুমোদন কী?
- বিবেকপ্রসূত অনুভূতি।
- কান্টের নৈতিক নীতিমালা কীসের উপর নির্ভরশীল?
- শুদ্ধ বুদ্ধির উপর।
- কান্ট ব্যবহারিক বুদ্ধি বলতে কী বুঝিয়েছেন?
-শুদ্ধ বুদ্ধির প্রয়োগের দিককে ব্যবহারিক বুদ্ধি বলেছেন।
- কান্টের নীতিবিদ্যার মূলনীতি কয়টি ও কী কী?
-তিনটি ১. সদিচ্ছা, কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য ও শর্তহীন আদেশ।
- কান্টের নীতিবিদ্যা কোন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত?
-Deontagical theory এর উপর।
- Deontagical theory বলতে কী বুঝায়?
- যে মতাবাদ অনুসারে কাজের ভালোত্ব বা মন্দত্ব কাজের ভিতরে রয়ে ছে বলা হয় তাকে Deontagical theory ।
- কান্ট সদিচ্ছা বলতে কী বুঝিয়েছেন?
- শর্ত ছাড়া যে ইচ্ছা পরিচালিত হয় তাকে সদিচ্ছা বলে।
- কান্ট কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য কথাটি ব্যবহার করেছেন কেন?
- সদিচ্ছার ধারণাকে আরো জোরদার করার জন্য।
- কান্টের মতে, যুক্তিভিত্তিক জ্ঞানের কয়টি দিক আছে?
- দুইটি যথা- ১. আকারগত, ২. বস্তুগত।
- কান্ট যুক্তিভিত্তিক জ্ঞানের কোন দিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন?
- আকার গত দিকের উপর।
- নীতি বিদ্যার কয়টি দিক আছে?
- ২টি- ১. আকারগত, ২। বস্তুগত।
- কান্ট যুক্তিভিত্তিক জ্ঞানের কোন দিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন?
- আকারগত দিকের উপর।
- নীতি বিদ্যার কয়টি দিক আছে?
- ২টি ১. ব্যবহারিক ২. তাত্ত্বিক
- মানুষের মহত্ব কোথায় নিহিত?
- মানুষ যে আইন প্রণয়ন করে সেই আইনের প্রতি নিজেকে অনুগত করে। এখানেই মানুষের মহত্ব নিহিত।
- কান্টের মতে, মানুষের বুদ্ধি বৃত্তির সর্বোচ্চ কাজ কী?
- সদিচ্ছার ধারণারকে প্রতিষ্ঠিত করা।
- শর্তহীন আদেশের প্রয়োজন কেন?
- মানুষ বিবেকতাড়িত না হয় আবেগতাড়িত হলে শর্তহীন আদেশের দরকার।
- কান্টের মতে, শর্তহীন আদেশ কী?
- ইন্দ্রিয় বৃত্তির পরিবর্তে মানুষ যখন বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন, বুদ্ধিবৃত্তির আদেশকে শর্তহীন আদেশ বলা হয়। কারণ এই আদেশের পিছনে কোনো শর্ত থাকে না।

* কান্টের মতে, নৈতিক আদেশ কোন ধরনের আদেশ হবে?
  - অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষণাত্মক আদেশ।
  -কর্তব্যের ধারণা সম্পর্কে কান্টের থাকতে হলে সে কাজটি কর্তব্যবোধ দ্বারা সম্পাদিত হতে হবে, বর্তব্য অনুযায়ী নয় ২. কর্তব্য বোধ থেকে উদ্ভূত কোনো কাজের নৈতিক মূল্য সেই কাজের ফলাফলের উপর নয় বরং উদ্দেশের উপর নির্ভর করে। ৩. কোনো কাজ যদি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকে করা হয় তবে সে কাজ হবে নৈতিক কাজ।
* ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে কান্ট কী বলেছেন?
  - কান্টের মতো, নৈতিক ইচ্ছাই স্বাধীন ইচ্ছা। তিনি বলেন নৈতিক ইচ্ছা কোনো বাহ্য শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় বরং নিজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আর এ নিয়ম বা বিধি নিজের দ্বারা প্রণীত।
* কান্ট তার নৈতিকতার মুলনীতিতে ব্যক্তির স্বাধীনতারকথা কেন বলেছেন?
  - কান্টের মতে, ব্যক্তির স্বাধীনতাই হল নৈতিক নিয়ন্ত্রণের মূল উৎস।
* নীতিবিদ্যার আদর্শ কয়টি ও কি কি?
  - ৪টি। যথা-১. সুখবাদ ২. বিচারবাদ, ৩. সম্পূর্ণবাদ, ৪. স্বজ্ঞাবাদ।
  - নীতিবিদ্যা বস্তুনিষ্ট না আদর্শনিষ্ট বিজ্ঞান।
* সহানুভুতি কী?
  - সহানভূতি একটি মানবীয় গুণ।
* নৈতিকতা কী?
  - নৈতিকতা হলো একটি ইতিবাচক মানবীয় গুণ।
* Ethics শব্দের অর্থ কী?
  - Ethics শব্দের অর্থ হলো নীতিবিজ্ঞান বা নীতিশাস্ত্র।

মূল্যবোধ (Value)

মূল্যবোধ, আইন, স্বাধীনতা, সাম্য প্রভৃতি নাগরিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিষয় পৌরনীতিতে পঠিত হয়। মূল্যবোধ হলো ঐ সব চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য লক্ষ্য যা মানুষকে সামগ্রিক আচার-ব্যবহার ও কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। স্বাধীনতা হলো এমন একটি রাজনৈতিক প্রত্যয় যা ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল পরিবেশ অন্যের অনুরূপ অধিকারে বাধার সৃষ্টি না করে নাগরিকের নিজ নিজ অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা দেয়। পৌরবিজ্ঞানে সাম্য বলতে বোঝায় সকল মানুষই পরস্পর সমান ও অভিন্ন। এ অধ্যায়ে আমরা মূল্যবোধ, আইন নৈতিকতা, স্বাধীনতা ও সাম্যের ধারণা, এদের শ্রেণিবিভাগ ও এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব।

সমাজ সংস্কৃতি সদস্যদের কোনো সম্পর্কে দীর্ঘদিনের ভালো অথবা মন্দ ধারণা, বিশ্বাস, আদর্শ, আকাঙ্ক্ষা যা তারা পারস্পরিক ভাবে ধারণ করে, অংশগ্রহণ করে বিশ্বাস করে তাই মূল্যবোধ। এটি মানুষের ব্যক্তিগত ব্যবহার ও আচার আচরণের ওপর ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে এবং সার্বিকভাবে এটি গাইড লাইন হিসেবে ভূমিকা পালন করে। মূল্যবোধ হলো ওই সব চিন্তা ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য যা মানুষের সামগ্রিক আচার-ব্যবহার ও কার্যাবরিকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে।

M.R.William বলেন, "মূল্যবোধ মানুষের ইচ্ছার একটি প্রধান মানদন্ড, যার আদর্শে মানুষের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এই মানদন্ডে সমাজে মানুষের কাজের ভালো-মন্দ বিচার করা হয়"।

এম.ডব্লিউ.পামফ্রে এর ভাষায়, "মূল্যবোধ ব্যক্তি বা সামাজিক দলের অভিপ্রেত ব্যবহারের সুবিন্যস্ত প্রকাশ।"

কাজেই মূল্যবোধ হলো আচার-আচরণের গ্রহণযোগ্য কোনো মাপকাঠি, কার জীবনে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ তা বিচার করার ক্ষমতা। মূল্যবোধের কারণেই কোনটি ভালো আর কোনটি মন্দ বা অনাকাঙ্ক্ষিত তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। এ মূল্যবোধ ব্যক্তি জীবনেও হতে পারে আবার প্রাতিষ্ঠানিকও হতে পারে। মূল্যবোধ মানুষকে ভুল থেকে শুদ্ধতায় আসতে, কাজ করতে অথবা জানতে সাহায্য করে। অপরপক্ষে প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান ঠিকঠাকমতো চলছে কি না, ব্যবসায়িক সাফল্য আসবে কি না প্রভৃতি নির্ধারণে সাহায্য করে। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব উপলব্দি করার ক্ষমতা হলো মূল্যবোধ। মূল্যবোধ হলো একটি মানসিক বিষয়।

মূল্যবোধ হলো মানুষের এমন এক বিশ্বাসবোধ ও মানদন্ড, যার মাধমে কোনো ঘটনা বা অবস্থার ভালো-মন্দ বিচার করা হয়। মূল্যবোধ কোনো সমাজেই লিপিবদ্ধ থাকে না। এটি মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্তণের একটি অলিখিত সামাজিক বিধান।

সমাজবিজ্ঞানী আর.টি. পোপেনো (R.T Popenoe. তার 'Sociology' গ্রন্থে বলেন, 'ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক, কাঙ্খিত-অনাকাঙ্খিত বিষয় সম্পর্কে সমাজের সদস্যদের যে ধারণা তারই নাম মূল্যবোধ।'

নিকোলাস রেসার (Nicholas Rescher. এর মতে, 'মূল্যবোধ হচ্ছে সেসব গুণ যা ব্যক্তি নিজের সহকর্মীদের মধ্যে দেখে আনন্দিত হন এবং নিজস্ব সমাজ, জাতি, সংস্কৃতি ও পরিবেশের পক্ষে মূল্যবান মনে করে খুশি হন।'

মূল্যবোধের সাধারণ ধারণা:

সাধারণত কোনো সমাজের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত কল্যাণকর ও কাঙ্খিত গুরুত্বপূর্ণ ও স্থায়ী বিশ্বাস বা আদর্শকে মূল্যবোধ বলা হয়।

মূল্যবোধকে একটি প্রত্যয় হিসেবেও বিবেচনা করা যায়। এ প্রত্যয়ের উপাদান হচ্ছে নীতি, মান ও বিশ্বাস। এসব উপাদান স্পষ্ট করে দেয় ব্যক্তি, সমাজ বা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান, ভালো-মন্দ, দোষগুণ, ন্যায়পরায়ণতা, নৈতিকতা বিচার করে এবং নৈতিক অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে কাজের দিকনির্দেশনা। মূল্যবোধ শুধু পর্যবেক্ষণ বা সত্যের উক্তি নয়, এটি হচ্ছে অকৃত্রিম ও আপসহীন নীতি যা দৈনন্দিন আচরণে প্রতিফলিত হয়।

সামাজিক আচরণের দিক দিয়ে কাম্য মূল্যবোধ হচ্ছে সুনাগরিক, দলগত বিশ্বস্ততা, সহযোগিতা, স্বার্থত্যাগ, দেশপ্রেম ইত্যাদি। ব্যক্তির নিজস্ব ব্যক্তিগত জীবনের দিক দিয়ে ও ব্যক্তিগত মূল্যবোধ আহরণ করা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত দিক হতে আহরিত মূল্যবোধ হলো সত্যবাদিতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, বন্ধুত্ব, কর্তব্যপরায়ণতা ইত্যাদি। আর নৈতিক দিক হতে মূল্যবোধ হলো সহমর্মিতা, ন্যায়নীতি, শিষ্টাচার, সৌজন্যবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, নির্মল চরিত্র ইত্যাদি। মূল্যবোধ এসব অনুষঙ্গ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহযোগী।

মূল্যবোধের প্রকারভেদ

সাধারণ দৃষ্টিতে মূল্যবোধ ৫ প্রকার: যথা-

ক. ব্যক্তিগত মূল্যবোধ
খ. দলীয় মূল্যবোধ
গ. সমষ্টিগত বা সামাজিক মূল্যবোধ
ঘ. প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ এবং
ঙ. পেশাগত মূল্যবোধ।

প্রভাবগত মাত্রার বিচারে কার্যকারিতার ভিত্তিতে মূল্যবোধ তিন প্রকার। যথা-

ক. চরম মূল্যবোধ
খ. মাধ্যমিক মূল্যবোধ এবং
গ. সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ।

উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে মূল্যবোধ চার প্রকার। এগুলো হলো-

ক. উপায়গত মূল্যবোধ
খ. উদ্দেশ্যগত মূল্যবোধ
গ. সুস্পষ্ট মূল্যবোধ
ঘ. চাপহীন মূল্যবোধ

ব্যবহারিক বা আচরণের ভিত্তিতে মূল্যবোধ দুই প্রকার। যথা:

ক. মূখ্য বা প্রধান মূল্যবোধ খ. বন্ধনাপ্রসূত মূল্যবোধ।

পেশাগত দিক থেকে মূল্যবোধকে আট শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা:

ক. অর্থনৈতিক মূল্যবোধ
খ. সামাজিক মূল্যবোধ
গ. আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ
ঘ. আধুনিক মূল্যবোধ
ঙ. নান্দনিক মূল্যবোধ
চ. ধর্মীয় মূল্যবোধ
ছ. যুক্তিগত মূল্যবোধ

উপরিউক্ত মূল্যবোধ ছাড়াও আরো বেশ কয়েক ধরনের মূল্যবোধ আছে। যেমন:

- আইনগত মূল্যবোধ
- সাংস্কৃতিগত মূল্যবোধ
- নৈতিক মূল্যবোধ
- শিক্ষাগত মূল্যবোধ
- ক্রীড়াসংক্রান্ত মূল্যবোধ
- জীবনের মূল্যবোধ
- চিকিৎসা বিষয়ক মূল্যবোধ
- ভাষার মূল্যবোধ
- কারিগরি মূল্যবোধ
- আবেগিক মূল্যবোধ
- তাত্ত্বিক মূল্যবোধ
- প্রয়োগিক মূল্যবোধ ইত্যাদি।

এক নজরে মূল্যবোধের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভাণ্ডার:

শিরোনাম	বিবরণ
১। মূল্যবোধ সম্পর্কে D.Stain এর সংজ্ঞা	D.Stain বলেন, "জনসাধারণ যার সম্বন্ধে আগ্রহী, যা তারা কামনা করে, যাকে তারা অত্যাবশ্যক বলে মনে করে, যার প্রতি তাদের অগাধ শ্রদ্ধা বর্তমান থাকে এবং যা সম্পাদন কার মাধ্যমে তারা আনন্দ পায় তাকেই মূল্যবোধ বলে।
২। মূল্যবোধের শ্রেণিবিভাগ	মূল্যবোধকে মোটামুটি ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ব্যক্তিগত মূল্যবোধ, সামাজিক মূল্যবোধ, জাতীয় মূল্যবোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, কর্ম ও শিক্ষাগত মূল্যবোধ।
৩। সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে নিকোলাস রেসার	নিকোলাস রেসার বলেন, "সামাজিক মূল্যবোধ হলো সেসব গুণ যা ব্যক্তি নিজের সহকর্মীদের মধ্যে দেখে খুশি হয় এবং নিজের সমাজ, জাতি, সংস্কৃতি ও পরিবেশকে মূল্যবান মনে করে খুশি হয়।"
৪। ধর্মীয় মূল্যবোধ	ধর্মীয় মূল্যবোধ হলো মানুষের সে সকল আচার আচরণের সমষ্টি যা মানুষে ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। মানুষের ভালোবাসা, ন্যায়বিচার, সততা প্রভৃতি ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত।
৫। আইন শব্দের অর্থ ব্যাপক	রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা পৌরবিজ্ঞানের একটি মৌলিক প্রত্যয় হলো আইন। সাধারণভাবে আইন বলতে কতগুলো নিয়ম নীতি, বিধি বিধানকে বুঝানো হয়, যা মানুষের আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।
৬।সর্বজনীনতা আইনের বৈশিষ্ট্য	সর্বজনীনতা আইনের একটি বৈশিষ্ট্য। সমাজে প্রচলিত একটি কথা আছে যে আইন অন্ধ। কেননা আইন কারো মুখ দেখে বিচার করে না। সে সকলের জন্য সমান। তাই আইন জাতি ধর্ম বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে।
৭। জনমত আইনের উৎস	জনগণের মতামত বা চাহিদার প্রভাবে অনেক সময় সরকার আইন প্রণয়ন বা প্রচলিত আইনের পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে থাকে। এ জন্য জনমতকে ও আইনের উৎস বলা হয়।

তথ্য কণিকায় মূল্যবোধ

- মূল্যবোধ স্থান-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে।
- মূল্যবোধ মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার সামাজিক মানদন্ড স্বরূপ।
- মূল্যবোধ সমাজের যোগসূত্র ও সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।
- বুদ্ধিবৃত্তির মূল্যবোধ বলতে কোনো বিষয়কে বাস্তবিকভাবে বোঝার সামর্থ্যকে বোঝায়।
- সামাজিক মূল্যবোধ হলো সামাজিক শিষ্টাচার, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার, শৃঙ্খলাবোধ, আতিথেয়তা ইত্যাদি।
- মূল্যবোধ হলো সেসব রীতি-নীতির সমষ্টি, যা ব্যক্তি সমাজের নিকট হতে পেতে চায় এবং যা সমাজ বক্তির নিকট হতে লাভ করে।
- মূল্যবোধ ক্রমশ পরিবর্তনশীল।

মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদানসমূহ

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যে উপাদানগুলো মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদান বা ভিত্তি বলে স্বীকার করা হয়, নিচে সেগুলো উল্লেখ করা হলো:

১. নীতি ও ঔচিত্যবোধ
২. সামাজিক ন্যায়বিচার
৩. শৃঙ্খলাবোধ
৪. সহনশীলতা
৫. সহমর্মিতা
৬. পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ
৭. শ্রমের মর্যাদা
৮. আইনের শাসন

সূচিপত্র

৯. সন্তানদের সুশিক্ষা ১০. নাগরিক সচেতনতা ও কর্তবোধ

১১. সরকারের জনকল্যাণমুখীতা ১২. সততা

১৩. ন্যায়পরায়ণতা ১৪. একতা ইত্যাদি

মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদানসমূহ সমাজে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে:

মূল্যবোধ শিক্ষা সমাজ থেকে জঞ্জাল বা বিশৃঙ্খলা দূর করতে ঔষধের মত কাজ করে। তাই মূল্যবোধের শিক্ষাকে অবহেলা করে সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঙ্খিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদানসমূহ সমাজে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তা নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. মূল্যবোধের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে

২. ধর্মীয় শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ৩. অনৈতিক মানসিকতা পরিহার

৪. লোভ-লালসা ত্যাগ ৫. অতি উচ্চাকাঙ্খা পরিহার

৬. ভোগ নয়, ত্যাগের শিক্ষা লাভ ৭. যা আছে তাই নিয়ে মানসিক সন্তুষ্টিতে থাকা ৮. দুর্নীতিকে ঘৃণা করা

৯. জনগণের সদিচ্ছা ১০. সরকারি ও বিরোধী দলের সহযোগিতা

১১. শ্রমের বিনিময়ে উপার্জনের চেষ্টা ও শ্রমের উপযুক্ত মর্যাদা দান করা

১২. প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে মূল্যবোধ সম্পর্কে জনমত গঠন

১৩. দেশপ্রেমের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হওয়া ১৪. ভালো মানুষ হওয়ার আগ্রহ

১৫. সমাজকে ভালো কিছু দেওয়ার প্রচেষ্টা ইত্যাদি।

মূল্যবোধের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: মূল্যবোধ কী?

উত্তর: মূল্যবোধ হলো ঐ সমস্ত চিন্তা- ভাবনা, আশা- আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য - উদ্দেশ্য যা মানুষের সামগ্রিক আচার ব্যবহার ও কার্যাবলিকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে।

প্রশ্ন: আইন কী?

উত্তর: আইন হলো একটি মাধ্যম যার সাহায্যে জনগণ ও সরকারের সম্পর্ক নিরূপিত হয়।

প্রশ্ন: ব্যক্তিগত মূল্যবোধ কী?

উত্তর: ব্যক্তিগত মূল্যবোধ হলো ব্যক্তির ঐ সমস্ত বিষয় আশায় আচার ব্যবহার যা ব্যক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

প্রশ্ন: পারিবারিক মূল্যবোধ কী?

উত্তর: পারিবারিক মূল্যবোধ হলো পারিবারিক প্রথা- সংস্কৃতি আচার ব্যবহার যা পরিবারের সদস্যদের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রশ্ন: সামাজিক মূল্যবোধ কী?

উত্তর: সমাজ জীবনকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ এবং সমাজ ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রণয়নের লক্ষ্যে মানুষের আচার আচরণ ও কর্মকান্ডের সমষ্টি হলো সামাজিক মূল্যবোধ কী?

প্রশ্ন: রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় মূল্যবোধ কী?

উত্তর: জাতীয়ভাবে যেসব আচার আচারণের সমষ্টি জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় আশা আকাঙ্ক্ষার বা লক্ষ্য উদ্দেশ্যের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক তাকে জাতীয় মূল্যবোধ বলে।

প্রশ্ন: ধর্মীয় মূল্যবোধ কী?

উত্তর: ধর্মীয় মূল্যবোধ হলো মানুষের সঙ্গে সকল আচার আচরণের সমষ্টি যা মানুষের ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে।

প্রশ্ন: সুশাসন কী?

উত্তর: সুশাসন হলো এমন একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যেখানে সরকার ও জনগণের ধ্যে একটি ভালো সম্পর্ক বিরাজ করে।

প্রশ্ন: Win Win game কী?

উত্তর: Win Win game হলো এমন একটি খেলা যেখানে পক্ষ বিপক্ষ উভয়ই অংশগ্রহণ করে এবং উভয়ের লাভ হয়।

প্রশ্ন : আইন শব্দটি কোন ভাষার শব্দ ?

উত্তর : আইন শব্দটি ফারসি ভাষার শব্দ।

প্রশ্ন : Law শব্দটি কো শব্দ থেকে আগত ?

উত্তর : Law শব্দটি টিউটনিক শব্দ Lag থেকে আগত।

প্রশ্ন : Lag শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : Lag শব্দের অর্থ হলো অপরিবর্তনীয় স্থির ও সমান ভাবে প্রযোজ্য।

প্রশ্ন : John Austin কে?

উত্তর: John Austin একজন ইংরেজ আইনবিদ।

প্রশ্ন: Aristotle কে?

উত্তর: Aristotle একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী।

প্রশ্ন: T.H Green

T.H Green একজন ইংরেজী দার্শনিক।

প্রশ্ন: উড্রো উইলসন কে?

উত্তর : উড্রো উইলসন একজন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি আইনের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। "আইন হলো মানুষের স্থায়ী আচার-ব্যবহার ও চিন্তাধারার সেই অংশ যা রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত বিধিতে পরিণত হয়েছে এবং যার পশ্চাদে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট সমর্থন রয়েছে"

প্রশ্ন: আইনকে কী বলা হয়?

উত্তর : আইনকে মানবসমাজের দর্পণ বলা হয়?

প্রশ্ন : কোন জীবনে আইনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি।

উত্তর : আইনকে মানবসমাজের দর্পণ বলা হয়।

প্রশ্ন : কোন জীবনে আইনরে প্রভাব বেশি।

উত্তর : রাষ্ট্রীয় জীবনে আইনরে প্রভাব সবচেয়ে বেশি।

প্রশ্ন : বৈধতা কী?

উত্তর : বৈধতা হলো রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত কোনো বিষয়।

প্রশ্ন : স্বাধীনতা রক্ষাকবচ কী?

উত্তর : আইন হলো স্বাধীনতার রক্ষাকবচ।

প্রশ্ন : নৈতিক মূল্য কী?

উত্তর: কোনো আইন যখন ন্যায়বোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত তখন ঐ ন্যায়বোধই হলো উক্ত আইনের নৈতিক মূল্য।

প্রশ্ন : অধ্যাপক Holland কে?

উত্তর : অধ্যাপক Holland একজন বিশিষ্ট আইনবিদ।

প্রশ্ন : আইনের সবচেয়ে প্রাচীন উৎস কী?

উত্তর: আইনের সবচেয় প্রাচীন উৎস হলো প্রথা।

প্রশ্ন: যুক্তরাজ্যের সাধারণ আইন কিসের সৃষ্টি।
উত্তর: যুক্তরাজ্যের সাধারণ আইন প্রথার সৃষ্টি।
প্রশ্ন: আইনের অন্যতম উৎস কী?
উত্তর: আইনের অন্যতম উৎস ধর্ম?
প্রশ্ন: মুসলিম আইনের প্রধান উৎস কী?
উত্তর: মুসলিম আইনের প্রধান উৎস হলো কোরআন ও হাদিস।
প্রশ্ন: judge made law কী?
উত্তর : বিচার রায়ে সৃষ্ট আইনকে judge made law বলা হয়।
প্রশ: আধুনিক যুগ কিসের যুগ?
উত্তর: আধুনিক যুগ গণতন্ত্রের যুগ।
প্রশ্ন : আইনের অন্যতম প্রধান উৎস কী?
উত্তর : আইনের অন্যতম প্রধান উৎস হলো আইনসভা বা আইন পরিষদ।
প্রশ্ন: আইনের আনুষ্ঠানিক উৎস কী?
উত্তর : আইনের আনুষ্ঠানিক উৎস হলো সংবিধান।
প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক আইন কি?
উত্তর: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জোরদার করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত ও স্বীকৃত আইনকে আন্তর্জাতিক আইন বলা হয়।
প্রশ্ন: Municipal Law এর বাংলা কী?
উত্তর : Municipal Law এর বাংলা হলো জাতীয় আইন।
প্রশ্ন : সংবিধান এর ইংরেজি কী?
উত্তর : সংবিধান এর ইংরেজী Constiution
প্রশ্ন : ফৌজদারি আইনের ইংরেজি কী?
উত্তর : ফৌজদারি আইনের ইংরেজি Criminal Law
প্রশ্ন : অধ্যাপক স্ট্রালমন্ড আইনকে কত ভাগে ভাগ করেন।
উত্তর : অধ্যাপক স্যালমন্ড আইনকে ৮ ভাগে ভাগ করা হয়।
প্রশ্ন: সরকারি আন্তর্জাতিক আইন কয় ভাগে বিভক্ত?
উত্তর: সরকারি আন্তার্জাতিক আইন তিন ভাগে বিভক্ত যথা-
ক. শান্তি সংক্রান্ত।
খ. যুদ্ধ সংক্রান্ত
গ. নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত।
প্রশ্ন. অভ্যন্তরীণ আইন কোনটি?
উত্তর : জাতীয় আইনকে অভ্যন্তরীণ আইন বলে।
প্রশ্ন : জাতীয় আইন কী?
উত্তর : রাষ্ট্রের ভেতরে সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রয়োগ ও কার্যকর আইনই হলো জাতীয় আইন।
প্রশ্ন : প্রশাসনিক আইন কী?
উত্তর : রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত আইনকে প্রশাসনিক আইন বলে।
প্রশ্ন : ফৌজদারি আইন কী?
উত্তর : সমাজের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার্থে যে আইন তা ফৌজদারি আইন।
প্রশ্ন : দেওয়ানি আইন কাকে বলে।
প্রশ্ন : বেসরকারি আইন কী?
উত্তর : ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ণায়ক আইনই বেসরকারি আইন।
প্রশ্ন : সাংবিধানিক আইন কি?
উত্তর : যে আইনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সরকারের কাঠোমো জনগণের অধিকার এবং শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারিত হয় তা হলো সাংবিধানিক আইন।
প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক আইন কি?
উত্তর : আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণকারী আইন হলো আন্তর্জাতিক আইন।
প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক আইন কয় ভাগে ভাগ করা হয়।
উত্তর : আন্তর্জাতিক আইন দুই ভাগে ভাগ করা হয়।
ক. সরকারি আন্তর্জাতিক আইন ও
খ. ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক আইন।
প্রশ্ন : সুপরিবর্তনীয় আইন কী?
উত্তর : যে আইন সহজে পরিবর্তনযোগ্য তাকে সুপরিবর্তনীয় আইন বলে।
প্রশ্ন : দুষ্পরিবর্তনীয় আইন কী?
উত্তর: যে আইন সহজেই পরিবর্তনযোগ্য নয় তাকে দুষ্পরিবর্তনীয় আইন বলে।
উত্তর : অর্থ সম্পত্তি টাকা পয়সা পদের অধিকার সংক্রান্ত বিবাদ বিসংবাদ মীমাংসা করার জন্য যে আইন তাকে দেওয়ানি আইন বলে।
প্রশ্ন : Law of state কী?
উত্তর: Law of state হলো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব স্বাধীনতা ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়ক আইন।
প্রশ্ন : War basis law কাকে বলে?
উত্তর: যুদ্ধবিগ্রহবিষয়ক আন্তর্জাতিক আইনকে War basis law বলে?

মূল্যবোধ শিক্ষার সাথে সুশাসনের সম্পর্ক

ক. সমাজের পরিকল্পিত ও বঞ্চিত পরিবর্তন আনে।
খ. জাতীয় সত্ত্বার বিকাশ পরিপূর্ণতা পায়।
গ. সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও লালন করে।
ঘ. আচরণ নিয়ন্ত্রণ।
ঙ. নৈতিকতা ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধনে সহায়তা।
চ. সহিংসতা রোধে কার্যকর পদক্ষেপ।
ছ. মানব সম্পদের উন্নয়ন।
জ. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা।
ঞ. রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা।

উপরিউক্ত বিষয়গুলোর নিশ্চয়তা রাষ্ট্রীয় তথা জাতীয় উন্নয়নের সহায়ক শক্তি। আর এক্ষেত্রে মূল্যবোধের শিক্ষা ও সুশাসন একীভূত হয়ে কাজ করে।

তথ্য কণিকা:

- সুশাসনের মূল লক্ষ্য আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন ও জবাবহিহিমূলক শাসনব্যবস্থা কায়েম করা।
- সুশাসনের কথা কল্পনা করা যায় না- গণতন্ত্র ছাড়া।
- সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধন করা যে শাসকের লক্ষ্য- সুশাসন।
- আধুনিক বিশ্বে যে ধরনের রাজনীতি বিদ্যমান- গণতন্ত্রমুখী।
- গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় যে ধারণায় সুশাসন ব্যবস্থা চিত্রায়িত হয়- জনগণ ও সরকারের মধ্যকার সম্পর্কের ধারণা।
- পৃথিবীর যে দেশগুলোতে সুশাসন খুবই জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ- উন্নয়নশীল দেশগুলোতে।
- পরিত্রাণের উপায় হিসেবে যে ধরনের শাসন থেকে মানুষ গণতন্ত্রের দিকে যাচ্ছে-
ঔপনিবেশিক শাসন, স্বৈরাশাসন, সামরিক শাসন প্রভৃতি হতে।

- সুশাসন কথাটি কার্যকর ও সফলতা লাভ করবে- সরকার যদি প্রকৃতপক্ষেই জনকল্যাণের দায়বদ্ধ থাকে।
- বাংলাদেশে উন্নয়নের অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টির জন্য জরুরি- - সুশাসন।
- বর্তমান গণতান্ত্রিক স্বৈরশাসনমূলক দেশগুলোতে যা তেমন লক্ষ্য করা যায় না- আইনের শাসন।
- জনগণের অংশগ্রহণ যে শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য- সুশাসন ব্যবস্থার।
- রাজনৈতিক ঐক্যমত্যের অভাবে যা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না- সুশাসন।
- ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হলো- স্বেচ্ছাচারিতা ও ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ হবে।
- সুশাসনের অন্যতম প্রতিবন্ধক- দূর্নীতি
- স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার শক্তিশালী হলো জনগণের অংশগ্রহণ- বৃদ্ধি পায়।
- সুশাসনের জন্য সরকারি উদ্যোগের সাথে জরুরি- জনগণের অংশগ্রহণ।
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা- সরকারের দায়িত্ব।
- দেশে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে যে শাসন কায়েম হবে- সুশাসন।
- দেশীয় রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক শক্তির হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পায়- দুর্বল রাষ্ট্রগুলো দাতাগোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লে।
- প্রশাসনিক জবাবদিহিতার অভাবে ব্যাহত হয়- সুশাসন।
- দুর্নীতির সাথে সুশাসনের সম্পর্ক- বিপরীতমুখী।
- প্রশাসনযন্ত্রের মূল ধারক-বাহক- সরকার।
- মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে- গণতন্ত্র অচল হয়ে পড়ে।
- সুশাসনের প্রথম পক্ষ সরকার- দ্বিতীয় পক্ষ হলো জনগণ।
- গণতন্ত্রহীন সরকার ব্যবস্থায় লক্ষ করা যায় না- সুশাসনের অস্তিত্ব।
- সুশাসন সমাজকে দূরে রাখে- দুর্নীতি হতে।
- স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে দরকার- সুশাসন।

সুশাসন (Good Governance)

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে 'সুশাসন' শব্দটি ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। গণতন্ত্র ছাড়া সুশাসনের আশা করা যায় না। গণতান্ত্রিক দেশে সরকারের জবাবাদিহিতার ব্যবস্থা থাকে বলে সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। বিশ্বের সব দেশের সরকার নিজেদের রাষ্ট্রকে কল্যাণ রাষ্ট্র আর সরকারকে সুশাসনের সরকার বলে দাবি করে থাকে। মূলত বেশির ভাগ দেশের সুশাসন কাগজে-কলমেই রয়ে গেছে, বাস্তবে এর প্রতিফলন দেখা যায় না। কাজেই গণতন্ত্রকে সফল করার পূর্বশর্ত হিসেবে এখন সুশাসন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বর্তমানে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে 'সুশাসন' শব্দটি ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। সুশাসন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে শাসক ও শাসিতদের সম্পর্ক কী হবে, রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালিত হবে, রাষ্ট্র ও সরকার, সরকার ও জনগণ কিংবা রাষ্ট্র ও জনগণ অথবা এ ত্রয়ের মধ্যকার সম্পর্ক কেমন হবে বা হওয়া উচিত তার একটি রূপরেখা সুশাসনের মাধ্যমে চিত্রায়িত হয়। আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ কল্যাণমুখী রাষ্ট্র। আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিরাজমান সকল জটিলতার সমাধান ঘটিয়ে সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধারণ করাই সুশাসনের লক্ষ্য।

সুশাসন কাকে বলে (What is Good governance. ?

যে শাসনব্যবস্থার রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণ, কাজকর্মে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত হয়, জনগণ আইনের শাসন মেনে চলে, দেশের জরুরি মুহূর্তে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিপদ মোকাবিলা করে সে শাসন ব্যবস্থাই সুশাসন।

The Social Encyclopaedia- তে সুশাসন সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'এটি সরকার পরিচালনা অপেক্ষা একটি বিস্তৃত ধারণা, যা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষায় এবং নির্বাহী ক্ষমতা ব্যবহারের প্রশ্নে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত।' (It is a broader concept than Government, Which is specially connected with the role of political authorities in maintaining social order within a defined territory and the exercise of exercise of executive power.

মার্কিন মিনোগের মতে, 'বৃহৎ অর্থে সুশাসন হচ্ছে কতিপয় উদ্যোগের সমাহার ও একটি সংস্কার কৌশল, যা সরকারকে আরো বেশি গণতান্ত্রিক, মুক্তমনা স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার জন্য সুশীল সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় করে তোলে।'

সুশাসনের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন ম্যাককরনী (Maccorney. । তার মতে, সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের, সরকারের সাথে শাসিত জনগণের, শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ককে বোঝায়। (Good governance is the relationship between civil society and the state between government and governed, the ruler and ruled.)

সুতরাং বলা যায়, প্রশাসনের যদি বৈধতা, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা থাকে এতে যদি অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত থাকে, বাক-স্বাধীনতাসহ সকল রাজনৈতিক স্বাধীনতা সুরক্ষার ব্যবস্থা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের অনুশাসন এবং আইনসভার নিকট শাসনবিভাগের জবাবদিহিতা থাকে সে শাসনকে সুশাসন বলে।

সুশাসনের সাধারণ ধারণা:

সাধারণভাবে বলা যায়, যে শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ, আইনের শাসন, অবাধ তথ্যপ্রবাহ, জনগণকে উন্নত সেবাদান, কর্তৃপক্ষের দায়বদ্ধতা ও সাম্য বিরাজ করে তাই সুশাসন।

শাসন প্রক্রিয়ায় সুশৃঙ্খল ও কাঠামোবদ্ধ একটি রূপ সুশাসন, যা একটি আদর্শরূপে বাস্তবায়িত হয়। এখানে সুস্পষ্টভাবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য, রাষ্ট্র ও জনগণের মাঝে সম্পর্ক, জনগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য, নেতা-জনতা ও রাষ্ট্রের আন্ত:সম্পর্ক, প্রশাসন, সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমের বিভিন্ন দিক বিস্তারিত বিশ্লেষণসহ স্থান পায়।

বিশ্বব্যাংকের মতে, সুশাসন হলো:

১. সরকারি কাজে দক্ষতা
২. স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা
৩. বৈধ চুক্তির প্রয়োগ
৪. জবাবদিহিমূলক প্রশাসন
৫. স্বাধীন সরকারি নিরীক্ষক
৬. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

সূচিপত্র

৭. আইনসভার নিকট জবাবদিহিতা
৮. বহুমুখী সাংগঠনিক কাঠামো
৯. আইন ও মানবাধিকার সংরক্ষণ

দাতা সংস্থা ও পশ্চিমা দেশগুলোর মতে, সুশাসন হলো-

১. অধিকতর রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের শাসন।
২. জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য ও সমর্থিত আইনের মাধ্যমে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা।
৩. রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা এবং
৪. প্রশাসনিক দক্ষতা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা গঠিত শাসন কাঠামো।

সুশাসনের গুরুত্ব (Importance of Good Governance.ঃ

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাথে সুশাসনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। গণতন্ত্র ছাড়া সুশাসনের কথা কল্পনা করা যায় না। আধুনিক বিশ্ব গণতন্ত্রমুখী। পৃথিবীর অনেক দেশে এখনো গণতন্ত্র পৌঁছায় নি, কিন্তু সে গুলোর অনেক ক্ষেত্রেই গণতন্ত্রের সুবাতাস বইতে শুরু করেছে। সুশাসন হলো একটি রূপরেখা, নকশা জাতীয় বিষয়, পরিকল্পনা বা ছক। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণ ও সরকারের মধ্যকার সম্পর্কের একটি ধারণা সুশাসন ব্যবস্থায় চিত্রায়িত হয়। গণতন্ত্র যেহেতু জণগণের শাসনব্যবস্থা, সেহেতু তাদের ব্যবস্থায় কার কতখানি ভূমিকা, কার কতখানি অংশগ্রহণ দায়-দায়িত্ব ও কতটুক অধিকার ভোগ দখল করতে পারবে, তার একটি পূর্ব রেখা বাতলে দেওয়া হয় সুশাসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

সুশাসনের উপাদানসমূহ

সুশাসনের মুলকথা হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল কাজ হবে অপব্যবহার ও দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায়পরায়ণভিত্তিক ও আইনের শাসনের প্রতি শর্তহীনভাবে অনুগত। তাই সকল দেশেই সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপর গুরত্বারোপ করা হয়। একটি দেশে সুশাসন আছে কিনা তা কতকগুলো উপাদানের উপর নির্ভর করে। নিচে সুশাসনের এমন কতকগুলো উপাদানের উলেস্নখ করা হলো-

সুশাসনের উপাদান

১. জনগণের অংশগ্রহণ	১২. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ
২. আইনের শাসন	১৩. কার্যকারিতা ও দক্ষতা
৩. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা	১৪. বৈধতা
৪. স্বচ্ছতা	১৫. লিঙ্গবৈষম্যের অনুপস্থিতি
৫. জবাবদিহিতা	১৬. জনগণের সেবাধর্মী মনোভাব
৬. নিরপেক্ষতা	১৭. শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা
৭. ঐকমত্য	১৮. সুশীল সমাজ
৮. সংবেদনশীলতা	১৯. জনগ্রহণযোগ্যতা
৯. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা	২০. পেশাদারিত্ব
১০. দায়িত্বশীলতা	২১. মর্যাদা ও বিশ্বাস অর্জন
১১. ন্যায়পরায়ণতা	২২. মুক্ত ও বহুত্বভিত্তিক সমাজ, ইত্যাদি।

সুশাসনের সমস্যাবলি

সুশাসনের ধারণাটি সার্বজনীন নয়। স্থান, কাল, শিক্ষা, জনসংখ্যা, আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিন্নতা, জীবন যাত্রার মান প্রভৃতির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশে সুশাসনের ধরনের কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়। বাংলাদেশ ও পশ্চিমা বিশ্বের সুশাসনের প্রকৃতি স্বভাবতই এক রকম নয়, তবে মৌলিক বিষয়ে তেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের করণীয়

সুশাসন প্রত্যয়টি দ্বিমুখী। একদিকে সরকার অন্যদিকে জনগণ। সরকারের কর্তব্য হলো ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ইত্যাদি। জণগণের কর্তব্য হলো নিজেদের সচেতন হওয়া, সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করা ও উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের যেমন ভূমিকা রয়েছে, তেমনি জণগণের অংশগ্রহণও গুরুত্বপূর্ণ।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

সুশাসন ব্যাটারটা দ্বিপাক্ষিক। ১ম পক্ষ সরকার ও ২য় পক্ষ জনগণ। কাজেই শুধু সরকারকে পদক্ষেপ নিলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে না। সরকারের পাশাপাশি জনগণকেও অংশগ্রহণ করতে হবে সুশাসন প্রতিষ্ঠায়। কেননা সুশাসন জনগণেরই জন্য, গণতন্ত্রের জন্য। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, যেগুলো পালনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো হলো- ১. শিক্ষা ও সচেতনতা লাভ করা, ২. চারিত্রিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি করা, ৩. ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করা, ৪. জাতীয়তা ও দেশপ্রেম, ৫. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ৬. রাজনীতিকে ব্যবসায় রূপান্তর না করা, ৭. সকরাকরের কাজে সহযোগিতা করা, ৮. আইন মান্য করা।

জাতীয় উন্নয়নে সুশাসনের প্রভাব:

সুশাসন ও জাতীয় উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটি কল্পনা করা যায় না। প্রশাসনের প্রভাবে:

ক. সব ক্ষেত্রের কাজে স্বচ্ছতা আসে।
খ. কাজের জবাবদিহিতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত হয়।
গ. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পায়।
ঘ. গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সুসংহত হয়।
ঙ. ক্ষমতাসীন, বিরোধী দল এবং প্রশাসনের উর্ধ্বতন ব্যক্তিদের স্বেচ্ছাচারী মনোভাব দূরীভূত হয়।
চ. আন্তর্জাতিকভাবে দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পায়।
ছ. শাসন ক্ষমতায় যোগ্য নেতার আর্বিভাব ঘটে এবং তার নেতৃত্বে বলিষ্ঠভাবে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়।
জ. জনগণের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পায়।
ঝ. শিক্ষা ও মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটে।
ঞ. অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটে।
ট. সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।
ঠ. স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হয়।
ড. নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা পায় ইত্যাদি। ফলে জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত হয়।

তথ্যকণিকা:

- দেশের সুশাসন কাঠামো যত মজবুত, সেখানে সমৃদ্ধি তত বেশি।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সরকারি কার্যক্রমে দক্ষ ব্যবস্থাপনা।
- আমলার দক্ষতার ওপরই নির্ভর করে প্রশাসনের কর্মদক্ষতা।
- আমলাতন্ত্রের অবস্থানের দিক থেকে এশিয়ায় সবচেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে সিঙ্গাপুর।
- সরকার রাষ্ট্রের পরিচালক হিসেবে ভূমিকা পালন করে।
- গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় আইনসভা নাগরিক মতামতের প্রতিনিধিত্বকারীর ভূমিকা পালন করে।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রয়োজন।
- কার্যকর জনপ্রশাসন গড়ে তোলার ছয়টি নীতি- ক. কর্মের স্বাধীনতা, খ. উন্মুক্ততা ও স্বচ্ছতা গ. জবাবদিহিতা, ঘ. সমন্বয় ঙ. উদ্দেশ্যের স্বচ্ছতা, চ. কার্যকারিতা।

এক নজরে সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভান্ডার

১। সুশাসনের লক্ষ্য	সুশাসন একটি চলমান ক্রিয়াশীল ব্যবস্থা। আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিরাজমান সকল জটিলতার সমাধান ঘটিয়ে সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধন করাই সুশাসনের লক্ষ্য।
২। আধুনিক বিশ্ব গণতন্ত্রমুখী	পৃথিবীতে অনেক দেশে এখনো গণতন্ত্র পৌছায় নি কিন্তু সেগুলোর অনেক ক্ষেত্রেই গণতন্ত্রের সুবাতাস বইতে শুরু করেছে। তাই আধুনিক বিশ্ব গণতন্ত্রমুখী।
৩। সুশাসন কার্যকর হয় কীভাবে?	গণতন্ত্রকে সফল করার পূর্বশর্ত হিসেবে এখন সুশাসন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেছে। সরকার যদি প্রকৃতপক্ষেই জনকল্যাণে দায়বদ্ধ থাকে, দায়িত্বশীল হয় এবং দায়িত্ব পালনে স্বচ্ছ ও কর্তব্য পরায়ণ থাকে, তবেই সুশাসন কার্যকর ও সফল হবে।
৪। সুশাসন সার্বজনীন নয়	সুশাসনের ধারণাটি সর্বজনীন নয়। স্থান, কাল, দেশ, জনসংখ্যা, আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিন্নতা, জীবনযাত্রার মান প্রভৃতির প্রেক্ষিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সুশাসনের ধরনের কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়।
৫। আইনের চোখে সবাই সমান	গণতন্ত্র আইনের শাসনে বিশ্বাসী। আইনের শাসন সবাইকে সমানাধিকারে নিশ্চয়তা দেয়। আইনের চোখে সবাই সমান।
৬। কর্তব্যপরায়ণতা অচল শব্দ	সুশাসন প্রতিষ্ঠা কর্তব্যপরায়ণতা একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। কিন্তু দেশের সরকার বারবার ক্ষমতায় থাকতে চায় বলে তাদের স্বার্থের অনুকূলে কাজ করে। অপরপক্ষে জনগণও তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় কর্তব্য বিমুখ হয়ে পড়ে। কর্তব্যপরায়ণতা তাই একটি অচল শব্দে পরিণত হয়েছে।
৭। ঐক্যমত প্রয়োজন	গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দল বিদ্যমান। এদের মধ্যে একটি দল বা জোট সরকারের পক্ষে থাকে বাকিরা থাকে বিরোধী দলে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে সব দলের ঐকমত্য প্রয়োজন।
৮। অশুভ রাজনীতি	পূর্বে সমাজে প্রভাবশালী বিত্তবান লোকেরা রাজনীতি করতেন এবং দেশের সার্বিক মঙ্গলের কথা ভাবতেন। কিন্তু বর্তমান স্বার্থান্বেষী মহল রাজনীতির মাঠে নেমে নিজেরদের স্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত।
৯। ক্ষমতার কেন্দ্রীয়করণ স্বার্থান্ধতা	অধিকাংশ দেশেই ক্ষমতার ব্যাপক কেন্দ্রীয়করণ দেখা যায়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রপতি ব্যাপক লাভবান। তাই কেন্দ্রীকৃত ক্ষমতায় স্বার্থান্ধ হয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।
১০। দুর্নীতি পরিহার করতে হবে	দুর্নীতি সুশাসনের অন্যতম অন্তরায়। আর্থিক, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক সকল প্রকার দুর্নীতি পরিহার এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারে।
১১। দাতাগোষ্ঠীর উপর নির্ভরত কমাতে হবে	তৃতীয় বিশ্বের উন্নয় দাতাগোষ্ঠী সাহায্য নির্ভর। কিন্তু দাতারা কঠিন শর্ত জুড়ে দিয়ে দেশের স্বার্থহানি ঘটায়। এ জন্য দাতাগোষ্ঠীর ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে।
১২। স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা বাড়াতে হবে	যে দেশে স্থানীয় সরকার কাঠামো যত বেশী গতিশীল, সে দেশে গণতন্ত্র তত বেশি বিকশিত। স্থানীয় সরকারই ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারে জনগণের চাওয়া-পাওয়ার ধরণ ও গুরুত্ব। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে হবে।
১৩। গণমাধ্যম আয়নাস্বরূপ	গণমাধ্যম সরকারের আলোচনা ও সমালোচনা করে এবং জনস্বার্থ তুলে ধরার মাধ্যমে সরকারকে করণীয় নির্ধারণে সহযোগিতা করে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়।
১৪। সুশাসন প্রত্যয়টি দ্বিমুখী	একদিকে সরকার, অন্যদিকে জনগণ। সরকারের কর্তব্য হলো ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। জনগণের কর্তব্য হলো সচেতন হওয়া, সরকারের সমালোচনা করা এবং উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ করা।
১৫। দুর্নীতি সুশাসনের বিপরীত	দুর্নীতি পরায়ণ শাসকের দ্বারা সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। দুর্নীতি ওপর থেকে নিচের দিকে ধাবিত হয়। কাজেই প্রশাসনের উপর দিকের দুর্নীতি রোধ করা গেলে মাঠ পর্যায়ের দুর্নীতি স্বয়ক্রিয় ভাবে দমিত হবে।
১৬। মানবাধিকার সংরক্ষণ সরকারের দায়িত্ব	মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে গণতন্ত্র অচল হয়ে পড়ে। কাজেই সরকারকে দেশের মানুষের মৌলিক অধিকারের সাথে সাথে মানবাধিকারও নিশ্চিত করতে হবে।
১৭। শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড	শিক্ষার মাধ্যমে জনগণের মানবীয় গুণাবলি বিকশিত হয়। জাতি অশিক্ষিত হলে প্রান্তিক পর্যায়ে গণতন্ত্র পৌছানো সম্ভব নয়, ফলে সুশাসন ব্যাহত হয়।
১৮। সুশাসনের অন্যতম শর্ত গণতন্ত্র	গণতন্ত্রহীন সরকার ব্যবস্থায় সুশাসনের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। জনগণ গণতন্ত্রের প্রকৃত নায়ক। তাই প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় জনগণকে সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করতে হবে।
১৯। জনগণের সরকারি কাজে অংশগ্রহণ	জনগণ সরকারকে নানাবিধ উন্নয়ন কাজে সহযোগিতা করবে। আবার সরকারি কোনো কাজ জনস্বার্থের পরিপন্থী হলে তার সমালোচনা করতে হবে।
২০। সুশাসন সমাজে সমতা আনে	সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় সুশাসন ভূমিকা রাখে। সুশাসিত সমাজে ধর্ম-বর্ণ, ধনী-গরিব নির্বিশেষ সবাই সমান অধিকার পায়।

তথ্য কণিকায় সুশাসন

- সুশাসন কথাটি কার্যকর ও সফলতা লাভ করবে– সরকার যদি প্রকৃতপক্ষেই জনকল্যাণে দায়বদ্ধ থাকে।
- বাংলাদেশে উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য জরুরি– সুশাসন।
- বর্তমান গণতান্ত্রিক স্বৈরশাসনমূলক দেশগুলোতে যা তেমন লক্ষ করা যায় না– আইনের শাসন।
- জনগণের অংশগ্রহণ যে শাসন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য– সুশাসন ব্যবস্থার।
- রাজনৈতিক ঐকমত্যের অভাবে যা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না– সুশাসন।
- ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হলে– স্বেচ্ছাচারিতা ও ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ হবে।
- সুশাসনের অন্যতম প্রতিবন্ধক– দুর্নীতি।
- স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার শক্তিশালী হলে জনগণের অংশগ্রহণ– বৃদ্ধি পায়।
- সুশাসনের জন্য সরকারি উদ্যোগের সাথে জরুরি– জনগণের অংশগ্রহণ।
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা– সরকারের দায়িত্ব।
- দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে যে শাসন কায়েম হবে– সুশাসন।
- দেশীয় রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক শক্তির হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পায়– দুর্বল রাষ্ট্রগুলো দাতাগোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লে।
- প্রশাসনিক জবাবদিহিতার অভাবে ব্যাহত হয়– সুশাসন।
- দুর্নীতির সাথে সুশাসনের সম্পর্ক– বিপরীতমুখী।
- মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে– গণতন্ত্র অচল হয়ে পড়ে।
- গণতন্ত্রহীন সরকার ব্যবস্থায় লক্ষ করা যায় না– সুশসানের অস্তিত্ব।
- সুশাসন সমাজকে দূরে রাখে– দুর্নীতি হতে।
- স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে দরকার– সুশাসন।
- রাজনৈতিক মূল্যবোধ যদি গণতান্ত্রিক হয় তবে ঐ রাষ্ট্র এবং সমাজ গণতান্ত্রিক সমাজ বা রাষ্ট্রে পরিণত হবে।
- ধর্মীয় ঐতিহ্য, বিশ্বাস, গ্রন্থ চর্চা ইত্যাদি ধর্মীয় মূল্যবোধগুলোকে সম্মান করা এবং মেনে চলা ধর্মের অনুসারীদের অবশ্য কর্তব্য।
- গণতন্ত্রের ধারণার সাথে কতকগুলো নীতি, আদর্শ এবং আচরণবিধি জড়িত থাকে, যেগুলোকে গণতন্তকামী জনগণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয় তাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।
- নাগরিকের জীবন রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ হলো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।
- সুশাসন প্রত্যয়টি সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণাগত বোঝাতে প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- শাসনের প্রধান উপাদান হচ্ছে তিনটি। যথা- ১. প্রক্রিয়া, ২. বিষয়বস্তু, ৩. সম্পদ ও সেবা বিতরণ।
- সম্পদ ও সেবা বিতরণ বলতে বোঝায় শাসনের মাধ্যমে চরম দরিদ্র ও দরিদ্র নাগরিকেরা যেন তাদের মৌলিক চাহিদাসমূহ মেটাতে পারে এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে এমন নিশ্চয়তা বিধান করা।
- নব্বইয়ের দশকে শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিভিন্ন এজেন্সি এবং দাতা সংস্থা সুশাসন ধারণার অবতারণা করেন।
- সুশাসনের লক্ষ্য হলো জনগণের অধিকতর কল্যাণ নিশ্চিত করা।
- সুশাসন একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া।
- সুশাসনের মৌলিক ও প্রথম কথা হলো- নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শাসনের কাজে সকলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশগ্রহণ।
- সুশাসন প্রত্যয়টি সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে ধারাগত পরিবর্তন বোঝাতে প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- সুশাসন শাসন প্রক্রিয়ার সুশৃঙ্খল ও কাঠামোবদ্ধ একটি রূপ।
- জনগণের মৌলিক অধিকার ও বাকস্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য এবং গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ সুফল বয়ে আনতে সুশাসনের প্রয়োজন।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হলো স্বাধীন বিচার বিভাগ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা।
- জনপ্রশাসনে স্বজনপ্রীতি ও রাজনীতিকরণের ফলে ন্যায়ভিত্তিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না।
- সুশাসন সম্পর্কিত সর্বপ্রথম বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়
- সুশাসনের এক পক্ষ সরকার অন্য পক্ষ- জনগন।
- যেখানে দেশপ্রেম নেই সেখানে- সুশাসন নেই।
- যেভাবে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা যায়- ক্ষমতা বিকেন্দ্রীয়করণের মাধ্যমে।
- আইনের চোখে সবাই- সমান।
- সুশাসনের মানদন্ড- হলো- জনগণের সম্মতি ও সন্তুষ্টি।
- ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত হলো- ভালোবাসা, ন্যায়বিচার ও সততা।
- মালয়েশিয়াতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে ড. মাহাথির বিন মুহাম্মদ এর নেতৃত্বের জন্য।
- আইনের শাসন ছাড়া কখনই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।
- মূল্যবোধ সমাজ কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য উপদান
- ভালো-মন্দ, ঠিক- বেঠিক, কাঙ্খিত-অনাকাঙ্খিত বিষয় সম্পর্কে সমাজের সদস্যদের যে ধারণা তার নামই মূল্যবোধ।
- স্টুয়ার্ট সি ডড-র মতে, 'মূল্যবোধ হলো সেই সকল রীতি-নীতির সমষ্টি যা ব্যক্তি সমাজের নিকট হতে পেতে চায় এবং যা সমাজ ব্যক্তির নিকট হতে লাভ করে।
- ন্যায়বিচারের অভাবে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অসংগতি বৃদ্ধি পায়।
- বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্যবোধ বলতে কোনো বিষয়কে বাস্তবিকভাবে বোঝার সামর্থ্যকে বোঝায়।
- যে মূল্যবোধ মানুষের বাহ্যিক দিককে গড়ে তোলে তাই হচ্ছে শারীরিক বা বাহ্যিক মূল্যবোধ।
- সামাজিক মূল্যবোধ মানুষের আচরণকে পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রণ করে ধর্মীয় ঐতিহ্য, বিশ্বাস, গ্রন্থ চর্চা প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত মূল্যবোধ সমূহকে ধর্মীয় মূল্যবোধ বলা হয়।
- সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজে বসবাসকরী ব্যক্তি অথবা সমাস্থিত কোনো গোষ্ঠীর জীবন প্রণালি।
- সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি হচ্ছে মূল্যবোধ।

- সরকার ও রাষ্ট্র জনকল্যাণমূখী না হলে তাকে মূল্যবোধের অবক্ষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
- মূল্যবোধ সমাজে যোগসূত্র ও সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।
- বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সুশাসনের পথে এক বড় বাধা।
- রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারে না।
- একটি দেশের সুশাসন অনেকাংশে নির্ভর করে দেশের জনগণ কতটুকু সুশাসনের জন্য প্রস্তুত।
- জনগণের সচেতনতা, বিচক্ষণতা এবং সদিচ্ছায় ওপর নির্ভর করে দেশের শাসক কেমন হবে।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের প্রয়োজন সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা।
- আইনসভা হলো প্রণীত আইন, বিধিবিধান ও নীতি অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হয়।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।
- নিরক্ষর লোকদের নিকট গণতান্ত্রিক অধিকার কোনো অর্থ বহন করে না।
- সুশাসনের পথে সরাসরি বাধা হিসেবে কাজ করে দুর্নীতি।
- উপযুক্ত শিক্ষা নৈতিকতার মানকে আদর্শ করে।
- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব প্রধানত সরকারের ওপর ন্যস্ত।
- ই- গভর্নেন্সের প্রয়োজন হয় মূলত- সুশাসন প্রতিষ্ঠায়।
- সম্পদের সুষম বন্টন করা যায়- সুশাসনের মাধ্যমে।
- আইন নিষ্প্রয়োজন হয়, যদি শাসক- ন্যায়পরায়ন হয়।
- রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন বলা হয়- সাংবিধানিক আইনকে।
- মূল্যবোধ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Values.
- গণতন্ত্র হলো জনগণের শাসন।
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারণা হলো জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ব্যক্তিগত ও অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতি সম্মান ও তা কার্যকর করতে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র হলো জনগণের।
- গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে গ্রহণ করার ইচ্ছা ও সামর্থ্য জনগণের থাকা প্রয়োজন।
- ব্যক্তিগত অধিকার সংরক্ষণের জন্য জনগণকে সদা সতর্ক থাকতে হয়।
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা দ্বারা দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি।
- সুশাসন হলো জনগণের অংশগ্রহণ , আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জনমত, সমতা, দক্ষতা, দায়িত্বশীলতা, স্বচ্ছ ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ।
- আইনের শাসন হচ্ছে সুশাসন ও মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান।
- দায়িত্বশীলতা ও জবাবাদিহিতা নিশ্চিত হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

গুরত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরে সুশাসন

১। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সাথে সুশাসনের সম্পর্ক কেমন?
উত্তর: অতি ঘনিষ্ঠ।

২। কী ছাড়া সুশাসনের কথা কল্পনা করা যায় না?
উত্তর: গণতন্ত্র ছাড়া।

৩। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে কোন শব্দটি বর্তমানে ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে?
উত্তর: সুশাসন শব্দটি।

৪। আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ কোনমুখী রাষ্ট্র?
উত্তর: কল্যাণমুখী।

৫। সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধন করা হয় কোন শাসনের লক্ষ্য?
উত্তর: সুশাসনের।

৬। আধুনিক বিশ্বে কোন ধরণের রাজনীতি বিদ্যমান?
উত্তর: গণতন্ত্রমুখী।

৭। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় কিসের ধারণা সুশাসন ব্যবস্থায় চিত্রায়িত হয়?
উত্তর: জনগণ ও সরকারের মধ্যকার সম্পর্কের ধারণা।

৮। সুশাসন ব্যাপারটা জনগণ ও সরকারের কোন game এর মতো?
উত্তর: Win Win Game.

৯। পৃথিবীর কোন দেশগুলোতে সুশাসন খুবই জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ?
উত্তর: উয়ন্নয়নশীল দেশগুলোতে।

১০। কী হতে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে মানুষ গণতন্ত্রের দিকে ছুটছে?
উত্তর: ঔপনিবেশিক শাসন, স্বৈরাশাসন, সামরিক শাসন প্রভৃতি হতে।

১১। ইদানীং কিছু দেশে গণতন্ত্রের নামে কিসের আবির্ভাব দেখা যাচ্ছে?
উত্তর: নির্বাচিত স্বৈরশাসনের আবির্ভাব।

১২। অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ কেমন?
উত্তর: উন্নয়শীল দেশ।

১৩। সুশাসন কথাটি কার্যকর ও সফলতা লাভ করবে কবে?
উত্তর: সরকার যদি প্রকৃতপক্ষেই জনকল্যাণ দায়বদ্ধ থাকে।

১৪। বাংলাদেশে উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কোন শাসন জরুরি?
উত্তর: সুশাসন জরুরি।

১৫। একটি গতিশীল বেসামরিক খাত কিসের সৃষ্টি করে?
উত্তর: জীবিকা ও কর্মের সৃষ্টি করে।

১৬। সুশাসনের দেশ ও দশের কী হবে?
উত্তর: দেশের উন্নয়ন সাধিত হবে।

১৭। স্থান, কাল ও দেশভেদে সুশাসনের ধরণের কী লক্ষ করা যায়?
উত্তর: কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।

১৮। বাংলাদেশ ও কোন বিশ্বের সুশাসনের প্রকৃতি এক নয়?
উত্তর: পশ্চিম বিশ্বের

১৯। কোন ধরনের শাসন ব্যবস্থা আইনের শাসনে বিশ্বাসী?
উত্তর: গণতন্ত্র।

২০। আজও কাগজ কলম ও মৌখিক সেবার মধ্যে পড়ে আছে কী?
উত্তর: স্বচ্ছতা

২১। আইনের শাসন সকলের কোন অধিকার নিশ্চিত করে?
উত্তর: সম-অধিকার নিশ্চিত করে।

২২। বর্তমান গণতান্ত্রিক স্বৈরাশাসনমূলক দেশগুলোতে কী তেমন লক্ষ্য করা যায় না?
উত্তর: আইনের শাসন।

২৩। শাসকগোষ্ঠী কী জন্য আইনের প্রবর্তন করেন?
উত্তর: তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য।

২৪। প্রকৃত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠিত না হলে জনগণের কী হয়?
উত্তর: জনগণ সুবিধা বঞ্চিত হয়।

২৫। জনগণের শাসন কোন শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য?
উত্তর: সুশাসন ব্যবস্থার।

২৬। দুদক এর পূর্ণ রূপ কী?
উত্তর: দুর্নীতি দমন কমিশন।

২৭। কোন সময় শাসনব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের প্রশ্নটি আসে?
উত্তর: শুধু নির্বাচনের সময়।

২৮। আইটসোর্সিং এ অন্যতম রাষ্ট্র কোনটি?
উত্তর : আইটসোর্সিং এ অন্যতম রাষ্ট্র হলো ভারত।

২৯। জ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির নেতৃত্বে আছে কোন দেশ।
উত্তর: জ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির নেতৃত্বে আছে যুক্তরাষ্ট্র।

সততার সহিত নিজেকে যাচাই করুন
(নৈতিকতা)

১. নৈতিক কী ?
ক. অসৎ নীতি খ. মূল্যবোধের ব্যবহার
গ. নীতি সংক্রান্ত বিষয় ঘ. সামাজিক ন্যায় বিচার

২. Morality শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে ?
ক. ল্যাটিন শব্দ খ. স্প্যানিশ শব্দ
গ. গ্রিক শব্দ ঘ. আরবি শব্দ

৩. নৈতিকতা মূলত কীরূপ অবস্থা ?
ক. রাজনৈতিক খ. সামাজিক
গ. সামাজিক অবস্থা ঘ. অর্থনৈতিক অবস্থা

৪. নৈতিকতা মূলত কীরূপ ব্যাপার ?
ক. রাজনৈতিক খ. ধর্মীয়
গ. সামাজিক অবস্থা ঘ. অর্থনৈতিক অবস্থা

৫. নৈতিকতার উদ্ভব হয় কোথায় ?
ক. সমাজে খ. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে
গ. মানুষের মনে ঘ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

৬. সুন্দর জীবনের স্বার্থেই আইন বিদ্যমান থাকে উক্তিটি কার?
ক. ম্যাকিয়াভেলী খ. প্লেটো
গ. ম্যাকাইভার ঘ. এরিষ্টটল

৭. নৈতিক গুণাবলি শিশুরা কোথায় প্রথমে শিখে থাকে ?
ক. বিদ্যালয়ে খ. পরিবারে
গ. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ঘ. প্রতিবেশীদের

৮. আইন ও নৈতিকতা মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যামনা থাকলে কী ঘটে?
ক. সমাজ জীবনের উৎকর্ষতা খ. মূল্যবোধের অবক্ষয়
গ. সামাজিক অসমতা ঘ. সামজিক বিশঙ্খলা

৯. আইনের সাফল্য নির্ভর করে কীসের ওপর?
ক. বিচারকের ওপর খ. সরকারের ওপর
গ. জনগণের ওপর ঘ. নীতিবোধের ওপর

১০. কোনো দেশের নৈতিক মূল্যবোধ উন্নত হলে কী উন্নত হয়?
ক. আইনব্যবস্থা খ. ধর্মীয় ব্যবস্থা
গ. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঘ. সামাজিক ব্যবস্থা

১১. মানুষের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ, উচিত অনুচিত ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত বিধি-বিধানকে কী হয়?
ক. মূল্যবোধ খ. আইন গ. নৈতিকতা ঘ. দৃষ্টিকোণ

১২. ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেয়া এটি নিচের কোন আইনের সাথে সম্পৃক্ত?
ক. ধর্মীয় আইন খ. নৈতিক আইন
গ. প্রথাভিত্তিক আইন ঘ. সামাজিক আইন

১৩. সমাজসেবামূলক কাজে নৈতিক বাধ্যবাধকতা আরোপ করে?
ক. প্রতিবেশি খ. সমাজ গ. আইন ঘ. ধর্ম

১৪. গণতন্ত্র এর উৎপত্তি ঘটেছে কোন শব্দ থেকে?
ক. স্প্যানিশ খ. গ্রিক গ. আইন ঘ. ধর্ম

১৫. নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্সতাকে কী বলে?
ক. শুদ্ধাচার খ. মূল্যবোধ গ. সুশিক্ষা ঘ. মিথ্যাচার

১৬. যে নেতৃত্বের অধীন জনগণ অন্ধভাবে শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিবেদন করে এবং যার বক্তব্য দ্বারা জনগণ ভীষণভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়ে থাকে তাকে কোন ধরনের নেতৃত্ব বলা হয়?
ক. রাজনৈতিক নেতৃত্ব খ. সম্মোহনী নেতৃত্ব
গ. তত্ত্বাবধানকারী নেতৃত্ব ঘ. গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব

১৭. সর্বপ্রথম সম্মোহনী ধারণা প্রদান করেন কে?
ক. কাল মার্কস খ. ম্যাক্স ওয়েবার
গ. ম্যাকাইভার ঘ. প্লেটো

১৮. সম্মোহনী নেতৃত্বের উৎকৃষ্ট উদাহরণ নিচের কোনটি?
ক. চে গুয়েভারা খ. রাজীব গান্ধী
গ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ঘ. রুজলেল্ট

১৯. বিশেষ কোনো রাজনৈতিক মতবাদ ও আর্দশ প্রচার করতে গিয়ে জনগণকে সংগঠিত করার জন্যে যে নেতৃত্বের প্রয়োজন হয় তাকে কী বলে?
ক. সম্মোহনী নেতৃত্ব খ. রাজনৈতিক নেতৃত্ব
গ. তত্ত্বাবধানকারী নেতৃত্ব ঘ.একনায়িকতান্ত্রিক নেতৃত্ব

২০. আইন প্রচলিত নীতিজ্ঞান থেকে অগ্রবর্তী বা পশ্চাৎপদ হয়ে পড়লে তা বলবৎ করা কঠিন উক্তিটি কার ?
ক. গেটেলের খ. উইলসনের
গ. প্লেটোর ঘ. এরিষ্টটরের

২১. আইন হলো রাষ্ট্রের নৈতিক অগ্রগতির দর্পণ-উক্তিটি কার ?
ক. গেটেলের খ. উইলসনের
গ. প্লেটোর ঘ. এরিষ্টটলের

২২. কোনো দেশের নৈতিক মূল্যবোধ উন্নত হলে কী উন্নত হয়?
ক. আইনব্যবস্থা খ. ধর্মীয় ব্যবস্থা
গ. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঘ. সামাজিক ব্যবস্থা

২৩. রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি ও অনুমোদনকৃত নিয়মকানুনকে কী বলা হয়?
ক. মূল্যবোধ খ. আইন গ. রীতি-নীতি ঘ. প্রথা

২৪. কার মতে, সাধারণ জ্ঞান, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, ন্যায়পরায়নতা, সৎ, সাহস, আনুগত্য প্রভৃতি একজন যোগ্য নেতার উল্লেকযোগ্য গুণাবলি?
ক. ম্যাক্স ওয়েবার খ. অধ্যাপক মিলার
গ. বার্ট্রান্ড রাসেল ঘ. কার্ল মার্কস

২৫. বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে, একজন নেতাকে কয়টি গুণের অধিকারী হতে হবে?
ক. দুই খ. তিন গ. চার ঘ. পাচ

২৬. প্লেটো-এরিষ্টটলের সময়ে আইনসমূহ কীসের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল?
ক. নীতিশাস্ত্রের ওপর খ. ধর্মীয় বিধানের ওপর
গ. প্রচলিত প্রথার ওপর ঘ. শাসকের ইচ্ছার ওপর

২৭. দুর্নীতি Corruption এর উৎপত্তি ঘটেছে কোন শব্দ থেকে?
ক. স্প্যানিশ খ. গ্রিক গ. লাতিন ঘ. জার্মান

২৮. সামাজিক আইনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-
ক. সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়তা করা
খ. সামাজিক অসঙ্গতি দূর করা
গ. সমাজে জাতিগত দাঙ্গা বন্ধ করা
ঘ. আইনের যথার্থ বাস্তবায়ন করা

২৯. নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষার প্রাথমিক মাধ্যম কোনটি?
ক. স্কুল শিক্ষক খ. বাবা গ. সমাজ ঘ. পরিবার

৩০. রাষ্ট্রের কাছে প্রধান বিবেচ্য বিষয় কোনটি ?
ক. দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন খ. মানুষের আর্থিক উন্নতি
গ. আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ঘ. দেশের নিরাপত্তা

(সুশাসন ও মূল্যবোধ)

১. রাষ্ট্র উন্নত হলে কোনটি প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. স্বৈরশাসন খ. সুশাসন
গ. আইনের অপব্যবহার ঘ. দায়িত্বের অবহেলা

২. সামাজিক মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য কোনটি ?
ক. আপেক্ষিকতা খ. জনকল্যাণমূখিতা
গ. সহমর্মিতা ঘ. সহনশীল

৩. সামাজিক মূল্যেবোধকে কী হিসেবে ব্যবহার করা হয় ?
ক. সামাজিক ন্যায়বিচার খ. সামাজিক মাপকাঠি
গ. সামাজিক বৈচিত্রময়তা ঘ. সামাজিক সেতুবন্ধন

৪. কোনটি সামাজিক ক্ষেত্রে সুশাসন?
ক. সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা খ. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা
গ. রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ঘ. বেকারত্ব হ্রাস

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কোনটি অতীব জরুরি বিষয়?
ক. রাজতন্ত্র খ. গণতন্ত্র গ. স্বৈরতন্ত্র ঘ. অভিজাততন্ত্র

৬. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অধিক প্রয়োজন-
ক. আইন প্রণয়ন খ. আইনের প্রয়োগ
গ. সচেতনতা ঘ. কোনটিই নয়

৭. সুশাসনে নাগরিকদের অংশগ্রহণ কীসের ওপর নির্ভর করে?
ক. নাগরিকদের সামর্থ্যের ওপর খ. নাগরিকদের সচেতনতার ওপর
গ. নাগরিকদের শিক্ষার ওপর ঘ. নাগরিকদের চরিত্রের ওপর

৮. অনেক সময় কোন মূল্যবোধকে বলে আখ্যায়িত করা হয় ?
ক. নৈতিক মূল্যবোধ খ. বাহ্যিক মূল্যবোধ
গ. রাজনৈতিক মূল্যবোধ ঘ. বুদ্ধিপৃত্তিক মূল্যবোধ

৯. সুশাসন বাধাগ্রস্থ হয়-
ক. আইনের শাসন না থাকলে খ. অর্থ সম্পদ না থাকলে
গ. সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর না থাকলে ঘ. বেকারত্ব হ্রাস

১০. কোনটি নৈতিক মূল্যবোধ?
ক. অন্যায় থেকে বিরত থাকা খ. পাগলামি করা
গ. ধর্মীয় বিশ্বাস ঘ. সহমর্মিতা

১১. কোনটি বাস্তবায়ন না হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ব্যর্থ হয়ে যায়?
ক. বৈষম্য খ. গণতন্ত্রের প্রতি উদাসীনতা
গ. সহিষ্ণুতার অভাব ঘ. আইনের শাসন

১২. আতিথেয়তা কোন ধরনের মূল্যবোধ ?
ক. সামাজিক মূল্যবোধ খ. রাজনৈতিক মূল্যবোধ
গ. নৈতিক মূল্যবোধ ঘ. ধর্মীয় মূল্যবোধ

১৩. নেতৃত্বের বৈধতা থাকলে কী প্রতিষ্ঠা সহজ হয়?
ক. সুশাসন খ. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
গ. অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘ. সামাজিক ন্যায়বিচার

১৪. মানুষের আচরণ বিচারের মানদন্ডকে কী বলা হয় ?
ক. সামাজিক মূল্যবোধ খ. রাজনৈতিক মূল্যবোধ
গ. নৈতিক মূল্যবোধ ঘ. ধর্মীয় মূল্যবোধ

১৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্তসমূহ পূরণ হতে পারে নিচের কোনটির মাধ্যমে?
ক. নেতৃত্বের স্বয়ংসম্পূর্ণতা খ. নেতৃত্বের সদিচ্ছা
গ. নেতৃত্বের ঔদাসিন্য ঘ. জনগণের সদিচ্ছা

১৬. মূল্যবোধ মানুষের কোন আচারণকে নিয়ন্ত্রণ করে ?
ক. বাহ্যিক খ. অভ্যন্তরীণ
গ. আত্মিক ঘ. বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ

১৭. দুর্নীতি দমনের জন্য প্রয়োজন-
ক. নিরপেক্ষ নির্বঅচন কমিশন খ. দক্ষ কর্ম কমিশন
গ. মানবাধিকার কমিশন ঘ. স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন

১৮. নির্বাচনে পরাজয়ের পর ফলাফল মেনে নেওয়া কোন ধরনের মূল্যবোধ?
ক. সামাজিক খ. রাজতান্ত্রিক গ. রাজনৈতিক ঘ. নৈতিক

১৯. কোনটি সুশানসনের একটি অন্যতম প্রত্যয়?
ক. স্বজনপ্রীতি খ. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা
গ. দুর্নীতি দমন ঘ. সামাজিক বিশৃঙ্খলা

২০. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সমস্যা কোনটি?
ক. বিচার বিভাগ স্বতন্ত্রীকরণ খ. সিভিল সার্ভিস সংস্করণ
গ. স্বাধীন মত প্রকাশ ঘ. সংঘাতময় রাজনীতি

২১. সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কোন ধরনের মূল্যবোধ?
ক. সামাজিক খ. ধর্মীয়, গ. গণতান্ত্রিক ঘ. নৈতিক

সূচিপত্র

২২. গণতন্ত্র কীসের ওপর জোর দেয়?
ক. শক্তি খ. ক্ষমতা গ. সম্মতি ঘ. সমতা

২৩. সমাজের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের দায়বদ্ধতা কীসের?
ক. সুশাসনের খ. মূল্যবোধের
গ. ন্যায়বিচারের ঘ. সাম্যের

২৪. রাষ্ট্র কী ধরনের প্রতিষ্ঠান?
ক. রাজনৈতিক খ. সামাজিক গ. ন্যায়বিচারের ঘ. সাম্যের

২৫. বিপদগ্রস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো কোন ধরনের মূল্যবোধ?
ক. সামাজিক খ. ধর্মীয় গ. নৈতিক ঘ. আধ্যাতিক

২৬. বাংলাদেশে যে ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা বিদ্যমান-
ক. গণতান্ত্রিক খ. সমাজতান্ত্রিক
গ. যুক্তরাষ্ট্রীয় ঘ. একনায়কতন্ত্রিক

২৭. কোন শাসনব্যবস্থায় শাসকের আদেশই আইন?
ক. গণতান্ত্রিক খ. সমাজতান্ত্রিক
গ. একনায়কতান্ত্রিক ঘ. রাজতান্ত্রিক

২৮. শিল্প ও কলকারখানায় উৎপাদন ও বিপণনের সাথে কোন মূল্যবোধ জড়িত?
ক. সামাজিক খ. অর্থনৈতিক গ. ব্যবসায়িক ঘ. বাণিজ্যিক

২৯. স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থায় আদালত কী বলে অভিহিত করেন?
ক. সমাজের নীতি খ. প্রহসন গ. সম্মতি ঘ. সমতা

৩০. সরকারের কার্যকারিতা নষ্ট হয়-
ক. টাকা পয়সার অভাবে
খ. নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতার অভাবে
গ. বিরোধীদলের সহিংস আচরণের জন্য
ঘ. দাতা দেশগুলোর সাহায্য না দেওয়া কারণে

৩১. সতীদাহ প্রথা বিলোপ, বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ কোন ধরনের মূল্যবোধের উদাহরণ?
ক. সামাজিক খ. ধর্মীয় গ. হিন্দুরীতি ঘ. আধুনিক

৩২. একনায়কতন্ত্রে জনগণের মধ্যে দায়িত্ববোধ না জন্মানোর কারণ কী?
ক. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করা
খ. সীমাহীন দুর্নীতির উপস্থিতি
গ. নেতা ও দলের মধ্যে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া
ঘ. স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা

৩৩. গণতন্ত্রের ভিত্তি কোনটি?
ক. জনমত ও সাধারণ নির্বাচন খ. জনমত ও সরকার
গ. জনগণ ও জনমত ঘ. সাধারণ নির্বাচনও রাজনৈতিক জ্ঞান

৩৪. কোনটি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি?
ক. প্রকাশ্য ভোটদান খ. গোপনে ভোটদান
গ. কাগজে লিখে ভোট দান ঘ. গণভোট

৩৫. কে সরকারকে আধুনিক শ্রেণিবিভাগ করেছেন?
ক. এরিস্টটল খ. লিকক গ. গার্নার ঘ. ম্যাকাইভার

৩৬. কোন ধরনের মূল্যবোধের অভাব হলে পহেলা বৈশাখের মতো সামাজিক অনুষ্ঠানে বোমা মারা হয়?
ক. ধর্মীয় খ. নৈতিক গ. সামাজিক ঘ. সাংস্কৃতিক

৩৭. কোনটি রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ?
ক. দেশ রক্ষা খ. পররাষ্ট্র সংক্রান্ত
গ. নিরক্ষরতা দূরীকরণ ঘ. প্রশাসন

৩৮. সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল থাকে-
ক. ৬টি খ. ৩টি গ. ২টি ঘ. ১টি

৩৯. Values are the standard used to judge behavior and to chase among various possible goals- সংজ্ঞাটি কার?
ক. F.E Meril খ. G Catanse
গ. M Spenser ঘ. M W Pumfrey

৪০. মূল্যবোধ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে কে?
ক. যুবক খ. বৃদ্ধ গ. শিশু ঘ. সকলেই

৪১. একজন ব্যক্তির মধ্যে কোন ধরনের মূল্যবোধের অভাব হলে ন্যায় পরায়নতা, সহনশীলতা, শৃঙ্খলাবোধ, ইত্যাদি গুনাবলীর দেখা পাওয়া যায় না?
ক. নৈতিক খ. আধ্যাতিক গ. সামাজিক ঘ. আত্মিক

৪২. কিসের মাধ্যমে মূল্যবোধ শুরু হয়?
ক. শিক্ষার মাধ্যমে খ. প্রযুক্তির মাধ্যমে
গ . অর্থের মাধ্যমে ঘ . নৈতিকতার মাধ্যমে

৪৩. কে মূল্যবোধকে মানুষের ইচ্ছার একটি প্রধান মানদ- বলেছেন?
ক. D Stain খ. M R William
গ. N Rescher ঘ. F E Meril

৪৪. কোনটি মূল্যবোধের উপাদান নয়?
ক. আইনের শাসন খ. কর্তব্যবোধ
গ. সরকার ঘ. জবাবদিহিতা

৪৫. মূল্যবোধ কোন ধরনের বিষয়?
ক. সামাজিক খ. মানসিক
গ. সাংস্কৃতিক ঘ. রাজনৈতিক

উত্তরপত্র

(নৈতিকতা)

১	গ	৭	খ	১৩	ঘ	১৯	খ	২৫	খ
২	ক	৮	ক	১৪	খ	২০	ক	২৬	ঘ
৩	খ	৯	ঘ	১৫	ক	২১	খ	২৭	গ
৪	ক	১০	ক	১৬	খ	২২	ক	২৮	ক
৫	গ	১১	গ	১৭	খ	২৩	খ	২৯	ঘ
৬	ঘ	১২	খ	১৮	গ	২৪	খ	৩০	ঘ

(সুশাসন ও মূল্যবোধ)

১	খ	১০	ক	১৯	গ	২৮	খ	৩৭	গ
২	ক	১১	ঘ	২০	ঘ	২৯	খ	৩৮	ঘ
৩	খ	১২	ক	২১	খ	৩০	খ	৩৯	খ
৪	ক	১৩	ক	২২	গ	৩১	ঘ	৪০	ক
৫	খ	১৪	ক	২৩	ক	৩২	ঘ	৪১	গ
৬	ক	১৫	খ	২৪	ক	৩৩	ক	৪২	ক
৭	খ	১৬	গ	২৫	গ	৩৪	খ	৪৩	খ
৮	ক	১৭	ঘ	২৬	ক	৩৫	খ	৪৪	গ
৯	ক	১৮	গ	২৭	গ	৩৬	ঘ	৪৫	খ

S@ifur's-এর Consultant ও BCS লেখক & BCS Cadre ভিত্তিক Viva গাইডের জনক ও BCS গুরু Sh@fiq Sir-এর....

Sh@fiq's
Exclusive

৩৬ তম বিসিএস প্রিলিমিনারি

শর্ট সাজেশন্স

(নৈতিকতা, মুল্যবোধ ও সুশাসন)

রচনা ও সম্পাদনায় ঃ মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম (শফিক স্যার)

M.Sc.+B.Ed (1st Class) & M.Ed (1st Class) + L.L.B (Advocate) & (27th &29th)BCS Qualified & HR Consultant (Academic)- S@ifur's &Writer & Editor- (BCS, Academic & Creative)&Ex. Lecturer-Pvt.University&College& Director- Sh@fiq's Exclusive BCS Coaching(Private Program)

Cell: 01718-161386, E-mail: bcsgurushafiqsir13@yahoo.com

PRICE
TK 120/-

মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলাম (তৌফিক স্যার)

B. Sc. (Hon's) & M. S. (DU)

Writer & Editor - (BCS & Academic)

Sh@fiq's Exclusive Publications

সূচিপত্র

বিষয়ের নামঃ নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

(Ethics, Values, and Good Governance)

পূর্ণমানঃ ১০

সিলেবাস

- Definition of Values Education and Good Governance;
  (মূল্যবোধের শিক্ষা ও সুশাসনের সজ্ঞা)
- Relation between Values Education and Good Governance;
  (মূল্যবোধের শিক্ষা ও সুশাসনের সম্পর্ক)
- General Perception of Values Education and Good Governace;
  (মূল্যবোধের শিক্ষা এবং সুশাসন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা)
- Importance of Values Education and Good Governance in the life of an individual as a citizen as well as in the making of the society and national ideals.
  (সামাজিক ও জাতীয় আদর্শ গঠন এবং ব্যক্তিগত ও নাগরিক জীবনে মূল্যবোধের শিক্ষা ও সুশাসনের গুরুত্ব)
- Impact of values Education and Good Governance in national Development;
  (বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় কিভাবে মূল্যবোধের শিক্ষা ও সুশাসনের উপাদানগুলোকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব)
- How the element of Good Governance and Values Education can be estabilished in a society in a given social context;
  (বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় কিভাবে মূল্যবোধের শিক্ষা ও সুশাসনের উপাদানগুলোকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব)
- The benefites of Values Education and Good Governance and the cost society pays adversely in their absence.
  (মূল্যবোধের শিক্ষা ও সুশাসনের সুবিধাগুলো এবং এগুলোর অভাবজনিত ফলাফল)

নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

- মূল্যবোধের ভিত্তি-১০টি।
- নৈতিকতার উৎস-বিবেক, চিন্তা, বুদ্ধি ও ন্যায়পরায়ণতা।
- আইনের ভিত্তি-মূল্যবোধ।
- রাষ্ট্রের ভিত্তি হল- মূল্যবোধ।
- স্বাধীনতার ভিত্তি আইন।
- স্বাধীনতার শর্ত আইন।
- সভ্য সমাজের মানদন্ড আইনের শাসন।
- স্বাধীনতার রক্ষাকবচ গণতন্ত্র।
- আইন স্বাধীনতার অভিভাবক।
- আইন স্বাধীনতার রক্ষক।
- নৈতিকতার বড় রক্ষকবচ বিবেক দংশন।
- সমাজকর্ম মূল্যবোধের ভিত্তি-৩টি।
- সুশাসনের পূবশর্ত নিরপেক্ষতা।
- আইনের উৎস-প্রথা, ধর্ম, বিচারকের আয়, ন্যায় বিচার, বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা আইন সভা।
- মূল্যবোধের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-আইনের শাসন।
- আইনের সুপ্রাচীন উৎস-প্রথা।
- পারিবারিক ও সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনের উৎস-ধর্ম গ্রন্থ
- সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি-আইনের শাসন।
- ১৯৮৯ সালে বিশ্বব্যাংক সর্বপ্রথম সুশাসন প্রত্যয়টি আধুনিক শাসন ব্যবস্থায় নতুবা সংযোজন।
- সুশাসন শব্দটি ইংরেজি শব্দ Good Governance উদ্ভব হয়েছে।
  যার অর্থ নির্ভূল , দক্ষ ও কাযকরি শাসন ।

- ম্যাককরণীর মতে "সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সাথে সুশীলসমাজের সরকারের সাথে শাসিত জনগনের শাসনের সাথে শাসিত সম্পর্ক।"
- সুশাসন এর পূর্ব শর্ত জবাবদিহিতা।
- সুশাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রশাসনের জবাবদিহিতা , বৈধতা ব্যবস্থা।
- সুশাসনের শর্ত আইনের অনুশাসন বাক্য স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকারের সুরক্ষা, স্বাধীন বিচার বিভাগ, জনগনের অংশগ্রহনের উন্মুক্ত সুযোগ এবং আইনসভার নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা।
- সুশাসনের মূল লক্ষআইন, বিচার ও শাসন বিভাগরে মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং শাসক ও শাসকের সম্পর্ককে ভারসাম্যপূর্ণ ও কল্যাণ করা।
- দেশের গণতন্ত্রকে সর্বাধিক জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য করার পূর্ব শর্ত হল সুশাসন
- TAF এর মতে দেশের উন্নয়নের প্রতিটি স্তরের জন্য সুশাসন আবশ্যক।
- UNDP সুশাসন সকলের অংশগ্রহণের মাধমে অর্থপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করে।
- ADBএর মতে, অংশগ্রহণ মুলক পদ্ধতিকে সুশাসনের মূল রাজনৈতিক বৈশিষ্ট হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

১৯৮০ ও ১৯৯০ এর দশকে বিশ্বব্যাংক, আই.এম.এফ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের ঋণগ্রহনের পূর্ব শর্ত হিসেবে সুশাসনের উপর অত্যাধিক জোর দিচ্ছেন।

- দুর্নীতি হ্রাস ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সুশাসন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।
- রাষ্ট্রের জনকল্যাণই রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত।
- ১৯৭১ সালে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।
- নৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা শাসনকাজ পরিচালনা করলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আবশ্যকীয় উপাদান সরকারের বৈধতা, সরকারের গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্তে বৈধতা এবং প্রণীত আইনের বৈধতা।
- অর্নিবাচিত, অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারিক সামরিক শাসনকে সুশাসন বলে না।
- আইনের শাসনের জন্য প্রয়োজন সরকারের ন্যায়পরায়নত আচরণ, রাষ্ট্রের নিপীড়নমুক্ত স্বাধীন পরিবেশ এব নিরপেক্ষও স্বাধীন বিচার বিভাগ।
- সরকার এর তৃতীয় স্তম্ভ হলো বিচার বিভাগ।
- বিচার বিভাগই আইনের শাসনের প্রকৃত অভিভাবক ও রক্ষক।
- বিকেন্দ্রীকরণ হচ্ছে ক্ষমতার বন্টন ও বিভজীকরণের নীতি।
- সুশীল সমাজের অর্ন্তভূক্ত ব্যাক্তিরা বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে মত প্রকাশ করে জনমত তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- আধুনিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য হলো জনকল্যাণ।
- রাষ্ট্র ও সরকারে সাফল্য নির্ভর করে অর্থনৈতিক সাফল্যের ওপর।
- হরতাল, পিকেটিং, জালাও পোড়াও করে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হয় সরকার পতনের জন্য।
- সরকারের শাসন বিভাগ আইন বিভাগের কাছে জবাবদিহিতা না করলে সুশাসন বিঘ্নিত হয়।
- আইনের শাসনের তিনটি মৌলিক শর্ত আছে।
- দর্নীতির কারণে সম্পদে অপচয় হয়, বন্টনের অসমতা সৃষ্টি হয় এবং আইন শৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।
- স্বজন প্রীতির কারণে সরকারি চাকুরীতে নিয়োগ, বদলি, পদায়ণ ও সুযোগ সুবিধা প্রদানের অনিয়ম সৃষ্টি হয়।
- আইন সভায় প্রণীত আইনের মাধ্যমে একটি দেশের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালিত হয়।
- বাংলাদেশের আইনসভার নাম 'জাতীয় সংসদ'।
- সংসদীয় গণতন্ত্রে সকল সমস্যার সমাধান খুজতে হবে সংসদে বসে ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে।
- প্রত্যেক নাগরিককে তার চিন্তা, মত ও বক্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে।
- রাষ্ট্রের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন নাগরিকের রাজনৈতিক কর্তব্য।
- আইন মানুষের অধিকার ভোগের সুযোগ করে দেয়।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি একদিনে সম্ভব নয়।
- কোন দেশের জনগনের কর্মকান্ডের ভালোমন্দ বিচার করার ভিত্তি হল মূল্যবোধ।
- মূল্যবোধ আইন নয়, এর বিরোধীতা বেআইনি নয়।
- পশ্চিমা বিশ্বের আগের আচরণ আমাদের দেশের জনগণের আচার আচরনের ভিন্নতা আছে। এটি মূল্যবোধের ভিন্নতার কারণে হয়। মূল্যবোধ পরিবর্তনশীল যেমন বালবিবাহ ও সতীদাহ প্রথা।
- মূল্যবোধ নৈব্যক্তিক।

সূচিপত্র

- 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেক আমরা পরের তরে' এই উক্তিটি মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত।
- আইনের শাসন গণতন্ত্রের পূর্বশত।
- দেশের জন্য কোন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা, রাজনীতি, শ্রমনীতি, বৈদেশিক নীতি গ্রহণকরা উচিৎ তা একজন সচেতন নাগরিক বুঝতে পারে।
- ইংরেজী Law শব্দটির আভিধানিক উৎপত্তি টিউনিক মূল শব্দ Lag থেকে।
- যুক্তিসিদ্ধ ইচ্ছার অভিব্যক্তিই হচ্ছে আইন এরিস্টটল।
- জনগনের ভবিষ্যত কার্যাবলী নির্দিষ্ট করে রাষ্ট্র সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষকে আদেশ প্রদান করে তাই আইন- টমাস হবসন
- আইনের সুপ্রাচীন উৎস হলো প্রথা।
- পারিবারিক ও সম্পত্তি আইন গুলো ধর্ম থেকে এসেছে।
- আধুনিক কালে আইনের প্রধান তম উৎস হচ্ছে আইন পরিষদ।
- সংবিধানের নির্দেশিত পথ ধরে আইন সভা আইন তৈরি করে।
- নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ মানসিক বিষয়।
- ন্যায় অন্যায়, ভালো মন্দ উচিত অনুচিত বোধ বা অনুভূতি নৈতিকতা বা নীতি বোধের বিকাশ ঘটে। "Law does not and can not cover all ground of morality".

- নৈতিক বিধি রাষ্ট্র প্রয়োগ করে না।
- বিবেকের দংশনই নৈতিকতার বড় রক্ষাকবচ।
- নৈতিকতা মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যাপার।
- মিথ্যাকথা বলা অকারণে কারো মনে কষ্ট দেওয়া, গালমন্দ করা নৈতিকতা বিরোধী কাজ।
- আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। নৈতিকতা মানুষের মনোজগতকে নিয়ন্ত্রণ করে।
- নৈতিকতা মানুষেরর মনোজগতকে নিয়ন্ত্রণ করে।
- যখন কোন আইন নৈতিকতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তখন তার জনগন কর্তৃক সমাদৃত হয়।
- স্বাধীনতা শব্দটি ইংরেজী শব্দ Liberty. Liberty শব্দটি ল্যাটিন liber থেকে এসেছে। যার অর্থ free বা স্বাধীন।
- "অতি শাসনের বিপরীত ব্যাবস্থা হল স্বাধীনতা" (শেলী)।
- "যা উপভোগ করার এবং সম্পন্নকরার যোগ্য তা উপভোগ ও সম্পাদনকরার ক্ষমতাকে স্বাধীনতা বলে" (টি এইচ গ্রীন)
- "Man is born free, but everywhere he is in chain" (রুশো)।
- আইন গত স্বাধীনতা হল রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত, সংরক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা।
- "রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে ভূমিকা পালনের ক্ষমতাকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলে"
- (হ্যারল্ড জে. লাস্কি)
- "অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ অভাব থেকে মুক্তি" (রুজভেল্ট)
- জাতীয় স্বাধীনতা ব্যতীত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা গুরুত্বহীন।
- "সাম্য" শব্দের অর্থ সমান।
- পৌরনীতিতে সাম্যের অর্থ হচ্ছে-সুযোগ সুবিধাদি সমতা।
- "সাম্য" কথাটির অর্থ সুযোগ সুবিধা বা অধিকার বন্টনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার পার্থক্য সৃষ্টি না করা" (বার্কার)।
- স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক সাম্য হল জন্মগতভাবে প্রত্যেক মানুষ স্বাধীন ও সমান।
- রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগের বেলায় সমান সুযোগ থাকাকেই রাজনৈতিক সাম্য বলে।
- আইনত সাম্যের মূল কথা আইনের চোখে সকলে সমান।
- ভারতে আইন করে, অস্থিতিশীলতা দূর করা হয়েছে।
- দক্ষিণ আফ্রিকায় আইন করে বর্ণবাদ প্রথা দূর করা হয়েছে।
- সাম্য নিশ্চিত করার জন্য স্বাধীনতা প্রয়োজন।
- স্বাধীনতা শর্ত পুরণ না হলে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় না।
- গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ভোগকরার জন্য সাম্য ও স্বাধীনতা থাক্য আবশ্যক।
- SMS এর পূর্ণরুপShort message service।
- ইন্টারনেট হল বিশ্বব্যাপী ততোধিক কম্পিউটার মধ্যে গঠিত নেটওয়ার্ক। যার দ্বারা সহজে মুহুতের মধ্যে এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে আদান প্রদান করা যায়।
- ই-গভনের্ন্স এর অর্থ - ইলেকট্রনিক গভনের্ন্স।
- FAX এর পূর্ণ রুপ Telecopying or Telefax।
- CCTV এর পূর্ণ রুপ- Close Circuit Television.
- OMR এর পূর্ণ Optical Mark Reader.

বিভিন্ন প্রত্যয়ের ব্যুৎপত্তিগত শব্দ ও অর্থঃ

মূল শব্দ	ব্যুৎপত্তিগত শব্দ	শব্দগত অর্থ
Civics	Civis (Latin)	নাগরিক
Civics	Civitas (Latin)	নগররাষ্ট্র
Politics	Polities (Greek)	নাগরিক
Politics	Polis (Greek)	নগররাষ্ট্র
Law	Lag (Tutonic)	স্থির বা পরিবর্তনীয়
আইন	ফার্সি শব্দ	স্থির নীতি বা নিয়ম
Liberty	Liber (Latin)	স্বাধীন
Leadership	Lead	চালনা করা বা পথ দেখানো
Democracy	Demos or Kartos or Kartia (Greek)	Demos আর্থ জনগন Kartos বা Kartia আর্থ শাসন ক্ষমতা
Federation	Foedus (Latin)	সন্ধি বা মিলন
Bureaucracy	Bureau	লেখার টেবিল (Desk)
Nation	Natio/Natus (Latin)	Born (জন্ম)
আমলা	আরবি শব্দ	আদেশ পালন ও বাস্তবায়ন
Morality	Moralitas (Latin)	আচরণ

সুশাসনঃ

- আইনের শাসনের মৌলিক শর্ত---- তিনটি।
- দেশে অরাজকতা দেখা যায়----- সরকারের অদক্ষতা, অব্যবস্থাপনা ও ভুল সিদ্ধান্তের কারণে।

- আইনের শাসনের জন্য প্রয়োজন----- ন্যায়পরায়ণ আচরণ, নিপীড়নমুক্ত স্বাধীন পরিবেশ ও নিরপেক্ষ ও স্বাধতীন বিচার বিভাগ।
- যথার্থ নীতি প্রণয়নে সরকারের দক্ষতা, সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা শক্ত হাতে কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন, সমান সেবা বিতরণ, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।
- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় তৎপর হওয়া, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করা হল---- দক্ষ সরকারের বৈশিষ্ট্য।
- সুশাসনের বড় অন্তরায়---- দুর্নীতি।
- রাষ্ট্রের প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ করছে---- দুর্নীতির রাহুগ্রাস।
- সম্পদের অপচয় হয়, বণ্টনে অসমতা সৃষ্টি এবং আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে--- দুর্নীতির কারণে।
- রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে----- দুর্নীতি।
- উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য---- ব্যক্তিপূজা।
- নৈতারা হন----- স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের।
- রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ দেখা দেয়----- এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায়।
- গণতন্ত্র, আইনের শাসন, মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে ফেলা হয়---- সামরিক শাসনে।
- নিয়োগ, বদলি, পদায়ন, সুযোগ-সুবিধা বণ্টন, স্থান, পদবি, খেতাব প্রদানে দেখা যায়--- স্বজনপ্রীতি।
- স্বজনপ্রীতির আশ্রয় গ্রহণ করে---- সরকার বা গোষ্ঠী।
- দক্ষ, যোগ্য ও মেধাবী ব্যক্তিদের সেবা থেকে রাষ্ট্র বঞ্চিত হয়---- স্বজনপ্রীতির কারণে।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক---- স্বাধীন বিচার বিভাগ।
- বিচার বিভাগে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পায়---- স্বাধীন বিচার বিভাগ না থাকলে।
- আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার সুযোগ বিনষ্ট হয়---- বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অভাবে।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার শেষ সুযোগও হাতছাড়া হয়---- বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অভাবে।
- প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণ বা মতামত প্রদানের সুযোগের অভাব, জনগণের সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের সম্পর্কের অভাব গণমুখী প্রশাসন গড়ে তোলার অভাব, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী ও কার্যকর না করার কারণে সংকীর্ণ হয়--- সুশাসন প্রতিষ্ঠারি পথ।
- সংসদীয় গণতন্ত্রে অপরিসীম গুরুত্ব----- আইনসভার।
- দেশের প্রশাসনিক কাজ কর্ম পরিচালিত হয়---- আইনসভা প্রণীত আইনের আলোকে।
- জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি----- আইনসভার সদস্যগণ।
- জাতীয় সংসদ অকার্যকর হওয়ার কারণ----- সংসদ সদস্যদের সংসদ বর্জন।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে বড় বাধা------ দারিদ্র্য।
- দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে দেখা যায়---- সচেতনতার অভাব।
- দরিদ্র ও অসচেতন জনগণ সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপায় সম্পর্কে---- অজ্ঞ ও উদাসীন।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত---- শক্তিশালী, দক্ষ ও কার্যকর স্থানীয় সরকার।
- রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয় ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে----- কার্যকর স্থানীয় সরকার দ্বারা।
- সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোতে স্থানীয় সরকার কাঠামো---- খুবই দুর্বল ও অকার্যকর।
- গণতন্ত্রের সফলতার মূল শক্তি----- জনগণের সচেতনতা।
- নাগরিক অধিকারের সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ--- জনগণের সজাগ দৃষ্টি।
- সুশাসনের চাবিকাঠি---- সচেতনতাত।
- সরকার প্রশাসন যন্ত্র স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে---- জনগণ সচেতন না হলে।
- এ সুশাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ---- Good Govermance।
- সুশাসনের ধারণার উদ্ভাবক------ বিশ্বব্যাংক।
- সুশাসনের ধারণা উদ্ভাবিত হয়----- ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে।
- সুশাসনের অর্থ---- নির্ভুল, দক্ষ ও কার্যকরী শাসন।
- সুশাসনের ধারণা হল---- বহুমাত্রিক।
- বর্তমান সময়ের প্রায় সব রাষ্ট্রই------ কল্যাণকর রাষ্ট্র।
- সুশাসন কখনো গটে না----- আকস্মিকভাবে।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার সমস্যা---- ২২টি।
- আমলাদের নিজেদের সম্পর্কে মনোভাব---- প্রভু ও অভিজাত শ্রেণি।
- ক বিভাগ কর্তৃক অন্য বিভাগের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে রক্ষা করা যায়---- ক্ষমতার ভারসাম্য।
- ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি প্রকৃত কার্যকর----- আমেরিকা যুক্তারাষ্ট্রে।
- সুশাসনের জন্য প্রয়োজন----- স্বাধীন ও শক্তিশালী সংবাদ মাধ্যম।
- মানবাধিকার রক্ষা করা, মৌলিক অধিকার উপভোগের অনুকুল পরিবেশ রক্ষা, জবাবদিহিতা।
- জাতীয় চেতনা ও দেশপ্রেম ক্ষগ্রিস্ত হয় এবং মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত হয়----- অসাম্প্রদায়িক চেতনার অভাবে।
- মানুষ সরকার ও রাষ্ট্র প্রণীত আইন মেনে চলে----- শুধু শাস্তি র ভয়ে।
- মানুষ রাষ্ট্র ও সরকারকে মেনে চলে----- বিবেকবোধ, প্রজ্ঞা, উচিত-অনুচিত, ভাল-মন্দ বিচার করে।
- সরকার ও সরকারের প্রশাসন যন্ত্রের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সুকুমার বৃত্তি পরিশীলিত করে---- নৈতিক মূল্যবোধ।
- আইনের শাসনের প্রাণ ভোমরা নির্ভর করে----- তিনটি প্রবৃত্তির উপর।
- আইনের শাসনের প্রাণভোমরা প্রবৃত্তিগুলো হল----- শাসকের ন্যায়পরায়ণ আচরণ, নিপীড়নমুক্ত স্বাধীন পরিবেশ ও আইনের শাসনের উপযুক্ত পরিবেশ।
- আইন কার্যকর করবে----- আদালত।
- আইনসভায় বসে যুক্তি-তর্ক পেশ ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খুঁজতে হবে---- রাষ্ট্রের সকল সমস্যার।
- মানবাধিকার লঙ্ঘন যেন না হয় কারো উপর যেন জুলুম নির্যাতন না করা হয় সরকার যেন অন্যায়-নির্যাতন না করতে পারে এসব দেখা---- মানবাধিকার কমিশনের কাজ।
- লক্ষ্য নির্ধারণ এবং অগ্রাধিকার বিবেচনায় পারঙ্গম ও দুরদর্শী হতে হবে--- সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য।
- নাগরিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলো অর্থহীন হয়ে পড়ে----- অর্থনৈতিক অধিকারের নিশ্চয়তা না থাকলে।
- কোন ব্যক্তি সভ্য ও সুন্দর জীবন যাপন করতে পারে না----- চিন্তা, মত ও বক্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকলে।
- প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের আচরণ হবে---- দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক।

- সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না---- সরকার পক্ষ ও কার্যকর প্রশাসন গড়তে ব্যর্থ হলে।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠা ব্যাহত করে----- উচ্চাভিলাষী ও ভুল সিদ্ধান্ত।
- সরকারের কাজ এবং গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হলে বৃদ্ধি পাবে জন অংশগ্রহণ।
- আইন হবে----- সময়োপযোগী।
- সকল নাগরিকের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য------ রাষ্ট্রের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য।
- রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য বিসর্জন দিতে হয়----- ক্ষুদ্রস্বার্থ।
- নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য----- রাষ্ট্রের আইন মেনে চলা।
- রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নততর সমাজজীবন প্রতিষ্ঠার জন্য তৈরি হয়---- আইন।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে----- সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে।
- রাষ্ট্রীয় কাজ সুসম্পন্ন হয়----- কর দিয়ে।
- নাগরিক ও মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটে না----- শিক্ষা ব্যতীত।
- নাগরিককে দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে সচেতন করে----- শিক্ষা।
- রাষ্ট্র----- জনগণের জন্য।
- রাষ্ট্রের সকল সম্পদই যার সম্পদ---- জনগণের।
- রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়----- আইন-শৃঙ্খলা দুর্বল/ ভেঙ্গে পড়লে।
- রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন----- সংবিধান।
- সততা ও সতর্কতার সাথে ভোট প্রদান ও প্রার্থী বাছাই, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাজে অংশগ্রহণ সম্ভব হয় না---- সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে।
- সুশাসনের একটি সমস্যা----- জবাবদিহিতার অভাব।
- নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতার অভাবে হয়------ সরকারের অকার্যকারিতা।
- সুশাসনের অন্যতম অন্তরায়------- রাজনৈতিক ব্যবস্থার অভাব।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে অন্যতম বাধা----- স্বজনপ্রীতি।
- নিয়োগ, বদলি, পদায়ন বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে স্বজনদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হল------ স্বজনপ্রীতি।
- রাষ্ট্রের মৌলিক উপাদান------৪টি।
- সরকারের কাজ----- দেশ পরিচালনা বা শাসন করা।
- সুশাসন প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়----- সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণাগত পরিবর্তন বোঝাতে।
- শাসনের প্রধান উপাদান------৩টি।
- প্রক্রিয়া, বিষয়বস্তু, সম্পদ ও সেবা বিতরণ হচ্ছে----- শাসনের প্রধান তিন উপাদান।
- সুশাসন নিশ্চিত করার বড় উপায়---- গণতন্ত্র।
- সুশাসনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি------ আইনের শাসন।
- রাষ্ট্রীয় জীবনে নিরপেক্ষভাবে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে মানবাধিকার সংরক্ষণ হল----- আইনের শাসন।
- জনগণের অধিকার রক্ষার রক্ষাকবচ----- আইনের শাসন।
- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় জরুরি নিরপেক্ষ, স্বাধীন বিচার বিভাগ এবং দুর্নীতিমুক্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা।
- জাতির কান্ডারী হলেন----- একজন দক্ষ নেতা।
- উন্নয়নশীল দেশের জন্য মডেল----- মালয়েশিয়ার নেতা মাহাথির বিন মুহম্মদ।
- অভিশাপ হিসেবে দেখা হয়----- দুর্নীতিকে।
- ন্যায়পরায়ণতা, আইনের শাসন সুদূরপরাহত বিষয়ে পরিণত হয় যদি------ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দুর্নীতি প্রবেশ করে।
- সুশাসনের পথে সরাসরি বাধা হিসেবে কাজ করে------ দুর্নীতি।
- সামাজিক বৈষম্য এবং ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করে ------ দুর্নীতি।
- দেশকে অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়------ সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম।
- স্বাধীন বিচার বিভাগ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হল------ সুশাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত।
- জনপ্রশাসনের স্বজনপ্রীতি ও রাজনীতিকরণের ফলে সম্ভব হয় না----- সুশাসন প্রতিষ্ঠা।
- রাষ্ট্রের পঞ্চম স্তম্ভ বলা হয়----- গণমাধ্যমকে।
- অংশগ্রহণমূলক শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়----- সুশাসন।
- যেটি ছাড়া কখনোই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না------ আইনের শাসন।
- রুয়ান্ডা, কোস্টারিকা এবং কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের গৃহযুদ্ধের সূচনার কারণ---- রাজনৈতিকক অস্থিতিশীলতা।
- বাংলাদেশের মত দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে বাঁধা----- আমলাতান্ত্রিক জটিলতা।
- যোগদ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারে না------ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে।
- দেশকে অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিয়ে যায়----- নেতৃত্বের সংকট।
- একটি দেশের সুশাসন অনেকাংশে নির্ভর করে----- দেশের জনগণ সুশাসনের জন্য কতটুকু প্রস্তুত এর উপর।
- জনগণের সচেতনতা, বিচক্ষণতা, এবং সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে----- শাসক কেমন হবেন।
- দেশ পরিচালিত হয় আইনসভা প্রণীত আইন, বিধিবিধান ও নীতি অনুযায়ী।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য করতে হবে----- ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ।
- গণতান্ত্রিক অধিকার কোন অর্থ বহন করে না------ নিরক্ষর লোকদের কাছে।
- নৈতিকতার মানকে আদর্শ করে----- উপযুক্ত শিক্ষা।
- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ন্যস্ত---- সরকারের উপর।
- সুশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত----- কার্যকরী গণতন্ত্র।
- অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হল----- গণতন্ত্রের প্রাণ।
- একটি দেশের চালিকাশক্তি হল----- শাসন ব্যবস্থা।
- দেশের উন্নয়নে প্রতিটি স্তরের জন্য সুশাসন আবশ্যক----- IMF এর অভিমত।
- সুশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন করা---- জাতিসংঘের মত।
- সুশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল---- মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন সাধন।
- সুশাসনের অন্তঃসার হল---- গণতন্ত্র।
- সুশাসন সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্থপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করে---- এটা যার মত----UNDP।
- সুশাসনের মূল রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য----- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি।
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিকে সুশাসনের মূল রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে---- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক।

- স্বচ্ছতা ও জবাবাদিহিতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় অর্থ সর্বোচ্চ জনকল্যাণে ব্যয় হবে এটি হল--- সুশাসনের আর্থিক নীতি।
- সুশাসন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়ন করে সম্পদের ভারসাম্যপূর্ণ বন্টনের দ্বারা।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের করণীয়---- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা।
- জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রশাসনের মাধ্যমে----- সুশাসন দ্বারা সমস্যা সমাধান সম্ভব।
- যে সমস্ত দেশে সুশাসন আছে কেবল সে সমস্ত দেশেই ঋণ মকুফ করা হবে জাতিসংঘের উপদেষ্টা ইব্রাহিম গানবারি।
- পৃথিবীর অন্যতম দারিদ্র্যতম অঞ্চল---- সাব সাহারা।
- দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ----- দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল নির্ধারণ।
- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হল---- সামাজিক ক্ষেত্রে সুশাসন।
- স্থিতিশীল, ন্যায়ভিত্তিক ও দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে---- সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে।
- দুর্নীতি রোধ ও দারিদ্র্য বিমোচন হল---- অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।
- রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সুশাসন আবশ্যক---- মিশেল ক্যামডোসাস।
- সুশাসন কার্যকর হলে বিকাশ ঘটে----- প্রতিষ্ঠানের।
- সুশাসন কার্যকর হলে বিকাশ ঘটে প্রতিষ্ঠানের যার অভিব্যক্তি--- নব্যপ্রতিষ্ঠানবাদী তাত্ত্বিকদের।
- নাগরিকদের সাধারণ ইচ্ছার প্রতিফল ঘটে---- গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায়।
- নামমাত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর থাকলে জন্ম হবে--- স্বেচ্ছাচারিতার।
- নাগরিকগণ আশা-আকাঙ্খা প্রকাশ ও অধিকার ভোগ করতে পারবে---- সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে।
- দুর্বল অবকাঠামো ও দুর্বল জবাবদিহিতা হল--- গতানুগতিক আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য।
- রাজনৈতিক অস্থিরতা---- সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়।
- দুর্নীতি রোধ করতে সুশাসনের জন্য স্বচ্ছতা প্রয়োজন।
- দুর্নীতি বৃদ্ধি, উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত ও সমাজে অগ্রজদের দাপট বেড়ে যায়--- দুর্নীতির বিচার না হলে।
- রাষ্ট্র এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্কের নির্দেশক---- সুশাসন।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক--- সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য।
- দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশথীলতা ও অদক্ষ নেতৃত্ব হল---- সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রতিবন্ধকতা।
- যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, রাজনৈতিক জবাবদিহিতা ও আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা হল--- সুশাসন প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।
- বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রধান প্রতিবন্ধকতা----- দুর্নীতি।
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়---- দুর্নীতির কারণে।
- গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়----- সুশাসন।
- সুশাসনের একটি সমস্যা----- নেতার অভাব।
- আইনের শাসন হল---- সুশাসনের বৈশিষ্ট্য।
- স্বেরাচারের উৎপত্তি ঘটায়----- সুশাসনের অনুপস্থিতি।
- অংশগ্রহণমূলক শাসন ব্যবস্থা হল----- সুশাসন।
- জনগণ, রাষ্ট্র ও শাসনের সাথে ঘনিষ্ঠ প্রত্যয়---- সুশাসন।
- সুশাসনের সমস্যা হল---- কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা চর্চা।
- কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য শর্ত----- সুশাসন প্রতিষ্ঠা।
- রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য প্রয়োজন---- সহনশীলতা, পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ ও পরমত সহিষ্ণুতা।
- বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য শাসন ব্যবস্থা----- গণতন্ত্র।
- গণতন্ত্রকে সর্বাধিক জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য করে----- সুশাসন।
- জনপ্রশাসনের একটি নব্য সংস্কৃতি------ সুশাসন।
- সমাজের ব্যাপক সম্মতির উপর নির্ভরশীল--- সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি।
- জনগণের মৌলিক অধিকার ও বাক-স্বাধীনতা রক্ষা পায় না---- সুশাসন ছাড়া।
- জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়---- সুশাসনের বিকাশ ঘটলে।
- সুশাসনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি----- আইনের অনুশাসন।
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিরপেক্ষতা নির্ভর করে----- সুশাসন ছাড়া।
- জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়----- সুশাসনের বিকাশ ঘটলে।
- সুশাসনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি---- আইনের অনুশাসন।
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিরপেক্ষতা নির্ভর করে---- সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপর।
- অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে সুশাসনের অন্তরায়----- রাজনৈতিক অস্থিরতা।
- উন্নয়নশীল দেশে আমলারা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বাইরে থাকেন----- রাজনৈতিক দুর্বলতার কারণে।
- সুশাসনের পথে সরাসরি বাধা------ দুর্নীতি।
- দুর্নীতি, নোংরা রাজনীতি এবং সংকীর্ণ স্বার্থ ও সামাজিক সমস্যা জন্ম দেয়---- সন্ত্রাসবাদ।
- জনমতের ভিত্তিতে পরিচালিত শাসন---- গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মূলকথা।
- সুশাসন নিশ্চিত করতে পারে না----- আহত গণতন্ত্র।
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কিত নয়---- বিচারকদের দুর্নীতি।
- বিচার বিভাগের উপর অনাকাঙ্খিত হস্তক্ষেপ হল----- সুশাসনের বড় সমস্যা।
- উন্নয়নশীল ও অনুন্নত রাষ্ট্রে বিদ্যমান----- অদক্ষ আমলাতন্ত্র।
- ক্ষমতা মানুষকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে, চরম ক্ষমতা চরমভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত করে---- বার্ট্রান্ড রাসেল।
- গণতান্ত্রিক বোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন---- মানসম্মত শিক্ষা।
- নিশ্চিত গণতান্ত্রিক অধিকারে জনগণ কাজ করে---- পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অপরিসীম----- আইনের শাসন।
- সুশাসন অলীক বস্তুতে পরিণত হয়----- মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে।
- রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণ------ অর্থনৈতিক অসমতা।
- গণতান্ত্রিক চর্চা, মূল্যবোধের বিকাশ, উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা বলিষ্ঠ নেতৃত্ব অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রয়োজন---- সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য।
- সুশাসনের ভিত্তি দৃঢ় করতে পারে সৎ, যোগ্য ও দক্ষ নেতা।
- কৌটিল্যের মতে সুশাসন------ আইনের শাসন।

- সুশাসন সহজ হবে----- নৈতিক শিক্ষা নিশ্চিত করা গেলে।
- বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রধান প্রতিবন্ধকতা------- দুর্নীতি।
- সুশাসন কার্যকর রয়েছে----- আফ্রিকার উগান্ডায়।
- কোন প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভর করে আমলার দক্ষতার উপর।
- বর্তমান সময়ের গণতন্ত্র------ প্রতিনিধিত্বমূলক।
- দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে সম্মুখীন হতে হয় যে সমস্যার---- দুর্ভিক্ষ অনাহার ও পুষ্টি।
- ন্যায়পাল পদ্ধতি, নির্বাচন কমিশন ও মানবাধিকার কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে--- সুশাসন প্রতিষ্ঠায়।
- দুর্নীতির অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে---- কারো সম্পত্তি দখল ও জন অধিকার ভোগে বিঘ্ন সৃষ্টি।
- নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত ও আচারণগত উৎকর্ষতা---- শুদ্ধাচার।
- শুদ্ধাচার অর্থ----- চরিত্রনিষ্ঠা।
- কৌটিল্যের মতে সুশাসনের উপাদান-----৪টি।
- বিশ্ব ব্যাংক চিহ্নিত সুশাসনের সূচক-----৬টি।
- গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ মানে-------জনগণের হিসাব নিকাশ বুঝিয়ে দেয়া।
- গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য হল---- জনগণের চোখ দিয়ে রাষ্ট্রকে দেখা।
- গণতন্ত্র অধিক কার্যকর হয়----- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ধারণ করলে।
- জবাবদিহিতা গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়----- ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের।
- স্বচ্ছ শব্দের আভিধানিক অর্থ----- নির্ভুলতা।
- স্বচ্ছতা থাকা আবশ্যক----- ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ পর্যায়ে।
- আইনের শাসনের অর্থ আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান।
- তথ্য পাওয়ার অধিকার----- মৌলিক অধিকার।
- বিরোধী দল ও ক্ষমতাসীনদের সুসম্পর্কের ফলে বিকশিত হয়---- গণতান্ত্রিক ধারা।
- রাষ্ট্রের সম্পদ সচেতন জনগণ।
- জবাবদিহিমূলক জন প্রশাসন জনগণের জন্য----- পক্ষস্বরূপ।
- গণতন্ত্রের প্রাণ----- নির্বাচন।
- স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব গড়ে ওঠে----- তিন ধরনের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে।
- সুশাসনে অংশগ্রহণ করতে চাইলে নাগরিকদের সচেতন হতে হবে----- কর্তব্য, অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে।
- নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়----- শিক্ষার হার ও মানের মাধ্যমে।
- সমাজ ও রাষ্ট্রে নারী নির্যাতন, যৌন হয়রানি ও ছিনতাই কমে যাবে----- শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠিত হলে।
- মানবেতর জীবন যাপন ও সামাজিক অপরাধ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে---- দারিদ্র।
- গণতন্ত্র একাধারে--- রাজনৈতিক আদর্শ ও প্রতিষ্ঠান।
- সুশিক্ষা, সচেতনতা ও উন্নয়ন বৈষম্যের কারণে বিস্তার ঘটে---- উগ্রবাদের।
- অবকাঠামোগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে প্রযুক্তি উন্নয়নের উপর।
- সরকারের স্বার্থকে এক সুতায় বাধার নাম------ সুশাসন।
- সরকারের অতি পবিত্র দায়িত্ব----- সংবিধান সমুন্নত রাখা।
- সুশাসনের অবস্থান জানা যায়---- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মাধ্যমে।
- সমাজের দর্পণ---- সংবাদ মাধ্যম।
- প্রশাসনের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে---- জনগণের।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অধিক কার্যকর করা প্রয়োজন---- স্থানীয় সরকার।
- সমাজের দর্পণ---- সংবাদ মাধ্যম।
- প্রশাসনের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে----- জনগণের।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অধিক কার্যকর করা প্রয়োজন---- স্থানীয় সরকার।
- রাষ্ট্রের সরকার তার নীতি বাস্তবায়ন করে------ আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে।
- কার্যকর জনপ্রশাসন গড়ে তোলার জন্য ছয়টি নীতির কথা বলেছে----BIOA।
- সরকার ও নাগরিকের যোগাযোগ সহজ করে----ই-গভর্নেন্স।
- সকলের সকল নিরাপত্তা গণমাধ্যমের স্বাধীনতার মধ্যে নিহিত---- থমাস জেফারসন।
- কলকজা, যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা হল----- ভৌত পুঁজি।
- সমাজবোধ থেকে এসেছে------ অধিকার ও কর্তব্য।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নাগরিককে হতে হবে----- সৎ।
- নাগরিকের বড় গুণ----- সচেতনতা।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে------ নাগরিকে কর্তব্যবোধে।
- গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র----- সাম্য।
- সংবিধান বলে------ মৌলিক অধিকারের কথা।
- নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত করা যায়----- দু'প্রকার নেতা।
- নাগরিকদের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক----- সংবিধান।
- সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা হল----- সমাজিক অধিকার।
- ব্যক্তিস্বার্থ অর্জন বা ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহারই----- দুর্নীতি।
- জাতীয় সমস্যাসমূহের উত্থাপন ও সমাধানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে--- আইনসভা।
- রাজনৈতিক পক্রিয়ায় নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ হল---- সুশাসনের ভিত্তি।
- আইনের শাসনে বিশ্বাসী তন্ত্র----- গণতন্ত্র।
- মানুষ গণতন্ত্রের দিকে ছুটছে----- উপনিবেশিক শাসন, সামরিক শাসন ও স্বৈরশাসন থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে।
- স্বচ্ছতা নিজেই------- স্বচ্ছ নয়।
- স্বৈরশাসন বলতে কিছু নেই----- সুশাসনে।
- আজকাল নগ্নভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে----- ব্যবসায়ীরা।
- দাতাদের সাহায্য-সহযোগিতা হয়--- শর্তাধীন।
- দাতাগোষ্ঠীর উপর নির্ভরতা হ্রাস পেলে রক্ষিত হবে----- জাতীয় স্বার্থ।
- পার্লামেন্টারি শাসন ব্যবস থায় সবকিছুর ধারক-বাহক----- প্রধানমন্ত্রী।
- গণমাধ্যম হতে পারে----- দু'ধরনের।
- গণমাধ্যমের----- একটি সংবাদমাধ্যম অপরটি জনতার মাধ্যম।
- সুশাসন এনজিও---- সরকারের সহযোগী।
- আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন ও জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা হল- সুশাসনের লক্ষ্য।
- একটি চলমান ক্রিয়াশীল অবস্থা----- সুশাসন।
- অচল শব্দ হল---- কর্তব্যপরায়ণ।
- আইন সংশোধনের দায়িত্ব----- সরকারের।
- মানবাধিকারের মুখপাত্র------ জাতিসংঘ।

- সৎ গুণই জ্ঞান/ Knowledge is Virtue—বলেছেন এরিস্টটল।
- Morality শব্দটি এসেছে----ল্যাটিন Moralitas থেকে।
- Truth is beauty and beauty is truth----বলেছেন জন কিটস।
- Moralitas এর অর্থ---- সঠিক আচরণ/ চরিত্র।
- শুভ'র প্রতি অনুরাগ, অশুভ'র প্রতি বিরাগ----- নৈতিকতা (ম্যুর)।
- নৈতিকতার রক্ষাকবচ----- বিবেকের দংশন।
- নৈতিকতা প্রয়োগ করে না----- রাষ্ট্র।
- ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যাপার --------- নৈতিকতা।
- আইনের প্রয়োগ হয় না---- নৈতিকতা লঙ্ঘনে।
- আইন ও নৈতিকতার মধ্যে প্রথম পার্থক্য করেন---- ম্যাকিয়াভেলি।
- নৈকিতাহীনতা------ দন্ডনীয় অপরাধ নয়।
- পৌরনীতির প্রাক্তন অংশ---- নীতি বিজ্ঞান।
- নৈতিকতার পরিধি----- আইনের চেয়ে বড়।
- নৈতিকতা হল---- অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট।
- রাষ্ট্র সাধারণত অনুসরণ করে----- নৈতিকতাকে।
- সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি----- সামাজিক স্বার্থ ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে।
- Morals of Morality এর মূল উৎস---- ল্যাটিন mas শব্দটি।
- নৈতিকতা ও নীতিবোধের বিকাশ ঘটায়---- ভাল-মন্দ, ন্যায়, উচিত-অনুচিত বোধ।
- নৈতিকতা একটি মানসিক বিষয়।
- ধনতান্ত্রিক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের ভিত্তি---- স্বার্থপরতা ও লোভ।
- নৈতিকতা ভিন্ন হতে পারে---- দেশ-কাল-পাত্র ভেদে।
- সুনাগরিকের বড় গুণ---- আত্মসংযম।
- সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অগ্রগতির প্রধান ধাপ-শৃঙ্খলাবোধ।
- অধিকার ও কর্তব্য সচেতন নাগরিকই----- সুনাগরিক।
- নীতিভ্রষ্ট বা নীতিহীন শাসক হল অন্যতম পাপী বলেছেন---- করমচাঁদ গান্ধী।
- মূল্যবোধের ইংরেজি শব্দ হচ্ছে----- Values।
- মূল্যবোধের শাব্দিক অর্থ--- তুলনামূলক আর্যমূল্য, বা দান বা অন্তর্নিহিত গুণাবলী।
- 'মূল্যবোধ হল আবেগিক ও আদর্শগত ঐক্যের বোধ--- ফ্রাঙ্কেল।
- মূল্যবোধকে দুটি বিষয়ের নিরিখে বিভক্ত করেছেন------ Deniel M Parker।
- Danie H. Parker এর বিষয় দুটি হল---- বাস্তব জীবন ভিত্তিক মূল্যবোধ, ও কল্পনাপ্রসূত মূল্যবোধ।
- রাষ্ট্র, সরকার ও গোষ্ঠী কর্তৃক স্বীকৃত মূল্যবোধ---- ইতিবাচক মূল্যবোধ।
- রাষ্ট্র, সরকার ও গোষ্ঠী কর্তৃক অস্বীকৃত মূল্যবোধ------ নেতিবাচক মূল্যবোধ।
- পেশাগত দিক থেকে মূল্যবোধ----- ৮ প্রকার।
- মানব মনের সুকোমল বৃত্তি প্রকাশের মূল্যবোধ----- নেতিবাচক মূল্যবোধ।
- মানুষের আচার-আচারণকে পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রণ করে----- নান্দনিক মূল্যবোধ।
- মানুষের আচার-আচারণকে পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রণ করে----- মূল্যবোধ।
- অন্যের বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়ানো এবং সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হওয়া হল----- সহমর্মিতা।
- মানুষের কাজের মানদন্ড------- মূল্যবোধ।
- সমাজের ভিত্তি হল---- সামাজিক মূল্যবোধ।
- ভাল-মন্দ বিচার করার ক্ষমতাকে বলে------ নৈতিকতা।
- আইন ও নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য করা হত না------ প্রাচীনকালে।
- আইন ও নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় ------ পৃথক সত্তা হিসেবে রাষ্ট্রের প্রকাশের পর।
- মানুষের মনোজগতকে নিয়ন্ত্রণ করে------ নৈতিকতা।
- বিবেক, চিন্তা, বুদ্ধি ও ন্যায়পরায়ণতা হচ্ছে------ নৈতিকতার উৎস।
- নৈতিকতা পরিচালিত হয়----- সামাজিক বিবেকের দ্বারা।
- গণতন্ত্র থেকে উৎসাহিত মূল্যবোধ ----- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।
- আইন ও নৈতিকতার লক্ষ্য ও আলোচ্য বিষয় ------ একই।
- মূল্যবোধ হল ---------- সামাজিক আচার-আচারণের সমষ্টি।
- সামাজিক মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য ------- আপেক্ষিকতা।
- মূল্যবোধ দৃঢ় হয়------ শিক্ষার মাধ্যমে।
- সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত ও ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীলতা হল ------ মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য।
- সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়----- পৌরনীতি ও ইতিহাসের শিক্ষা দ্বারা।
- মূল্যবোধ----- সমাজের বৃহৎ অংশের দ্বারা অনুমোদিত।
- মূল্যবোধের একটি প্রকার হল----- সুশাসন।
- মূল্যবোধের প্রতিফলন ছিল না ------ আদিম মানুষের কাজে-কর্মে।
- সততার সাথে দায়িত্ব পালনে ব্রত------ মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ।
- আইনের ভিত্তি বলা হয় --------- মূল্যবোধকে।
- মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্যকারী ধারণা------ ঔচিত্যবোধ।
- বুদ্ধিমান ও ভদ্র মানুষ তৈরিতে সহায়তা করে----- নীতি ও ঔচিত্যবোধ।
- বিচার প্রহসনে রূপান্তরিত হয়------ ন্যায় বিচারের অভাবে।
- অন্যকে সহযোগিতা করার মনোভাবকে বলে------ সহমর্মিতা।
- জাতীয় সত্তার দর্পণ----- সামাজিক মূল্যবোধ।
- জাতীয় উন্নয়নের মূলধন----- সামাজিক মূল্যবোধ।
- ব্যক্তিকে উদাসীনতা স্পর্শ করতে পারে না----- সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত হলে।
- গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দিতে প্রয়োজন----- সহনশীলতা।
- কথাবার্তা, আচার-আচারণে নীতি অনুসরণ করাকে বলে----- নৈতিকতা।
- নৈতিকতার আরেক নাম----- মূল্যবোধ।
- ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেয়া--- নৈতিক মূল্যবোধ।
- সভ্য সমাজের মানদন্ড---- আইনের শাসন।
- কর্মকান্ডের ভাল-মন্দের বিচারের ভিত্তি--- মূল্যবোধ।
- মূল্যবোধ বিভিন্ন সমাজের---- বিভিন্ন রকম।
- মূল্যবোধ হল---- পরিবর্তনশীল ও নৈর্ব্যক্তিক।

- মূল্যবোধের ভিত্তি----১০টি।
- মূল্যবোধ সাধারণত----৯ প্রকার।
- আর্থিক লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য হল----- অর্থনৈতিক মূল্যবোধ।

- নৈতিকতা বিকাশের লালনক্ষেত্র ------- সমাজ।
- নৈতিকতার উৎস নয়----- অপরাধ।
- নৈতিকতার বিধান------ ঐচ্ছিক।
- কাঠামোবদ্ধ রূপ অনুপস্থিত------ নৈতিকতায়।
- নৈতিকতা------ অভ্যাস ও চর্চার ব্যাপার।
- ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্ত ও পছন্দ থেকে উদ্ভূত------ নৈতিকতা।
- মূল্যবোধকে মানুষের ইচ্ছার একটি প্রধান মানদন্ড বলেছেন---M.R. Willam.
- মূল্যবাধকে ভাগ করা যায়------ ৬টি ভাগে।
- আধুনিক সভ্যতা খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে------ ব্যক্তিগত মূল্যবোধকে।
- প্রতিটি শিশুই জন্মায়------- ব্যক্তিক মূল্যবোধ নিয়ে।
- ব্যক্তিগত মূল্যবোধ লালন করে------ স্বাধীনতাকে।
- যে দেশের মূল্যবোধ অনেক পুরাতন------ চীন ও ভারত।
- প্রাচীনকালে ছিল না------ রাষ্ট্র ব্যবস্থা।
- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রকৃত নায়ক----- জনগণ।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য------ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।
- মূল্যবোধ মানুষের জীবনে ভূমিকা পালন করে----- গাইডলাইন হিসেবে।
- স্বাধীনতার দরুন প্রতিটি দেশই সৃষ্টি করে----- মূল্যবোধ।
- প্রতিটি মানুষই কর্মজীবী এবং তাকে শিক্ষা লাভ করতে হয় এটি----- প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ।
- বয়সের সাথে পরিবর্তন ঘটে----- মূল্যবোধের।
- মানবীয় গুণাবলীর সমষ্টি বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়----- ন্যায়পরায়ণতা।
- ভারত ও চীনের মূল্যবোধে পরিলক্ষিত হয়----- অনেক পুরাতন মূল্যবোধ।
- সঞ্চয় করার প্রবণতা যে ধরনের মূল্যবোধ------- ব্যক্তিগত মূল্যবোধ।
- সমাজে সামাজিক সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে----- মূল্যবোধ।
- সামাজিক মূল্যবোধের অন্যতম শক্তিশালী ভিত্তি------ সহনশীলতা।
- মানুষের আচরণের সামাজিক মাপকাঠি------ মূল্যবোধ।
- সমাজে যোগসূত্র ও সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে ------- মূল্যবোধ।
- মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়----- সহনশীলতা, আইনের শাসন ও সুশৃঙ্খল পরিবেশের অভাবে।
- বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্যবোধ হল----- কোন বিষয়কে বাস্তবিকভাবে বোঝার সামর্থ্য।
- সামাজিক মূল্যবোধের ব্যবহার করা যায়------ সামাজিক পরিবর্তনশীলতা।
- মানুষ আজন্ম পরিচিত যে মূল্যবোধের সাথে------ সামাজিক মূল্যবোধ।
- মূল্যবোধ নির্ধারিত হয়------ নৈতিকতার দ্বারা।
- বাইরের ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলে যে মূল্যবোধ----- বাহ্যিক মূল্যবোধ।
- মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে------- মূল্যবোধ।
- অনেক সময় যে মূল্যবোধকে মূল্যবোধ বলে আখ্যায়িত করা হয়---- নৈতিক মূল্যবোধকে।
- নীতি ও ঔচিত্যবোধ থেকে বিবেচনা করা হয় যে মূল্যবোধ------ নৈতিক মূল্যবোধ।
- অন্যায় থেকে বিরত থাকা----- নৈতিক মূল্যবোধ।
- মানুষের আচরণ বিচারের মানদন্ড----- সামাজিক মূল্যবোধ।
- আতিথেয়তা যে ধরনের মূল্যবোধ----- সামাজিক মূল্যবোধ।
- আনুগত্য হল----- রাজনৈতিক মূল্যবোধ।
- ধর্মীয় ঐতিহ্য, বিশ্বাস, গ্রন্থচর্চা প্রভৃতি থেকে যে মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়---- ধর্মীয় মূল্যবোধ।
- মানুষ তার লালনকৃত ও ধারণকৃত সংস্কৃতি থেকে যে মূল্যবোধ গ্রহণ করে----- সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ।
- সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বেশি পরিমাণে উদ্ভূত হয়---- সামাজিক প্রথা থেকে।
- সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি----- শিষ্টাচার, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা।
- সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত এবং ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীলতাহলো মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য।
- সামাজিক মূল্যবোধের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল---- বিভিন্নতা আপেক্ষিকতা ও আদর্শভিত্তিক ধারণা।
- শৃঙ্খলা আয়ন, ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধ নির্ণয় করে--- সামাজিক মূল্যবোধ।
- সামাজিক মূল্যবোধের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়---- স্থান, সমাজ ও জাতিভেদে।
- সামাজিক মূল্যবোধ----- নৈর্ব্যক্তিক, বৈচিত্র্যময় ও আপেক্ষিক।
- সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিকাশে অবদান রাখে----- সামাজিক মূল্যবোধ।
- সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে মানুষের----- দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ।
- সুশাসনের উপাদান হল--- জনগণের অংশগ্রহণ ও দায়িত্বশীলতা।
- মূল্যবোধের উপাদানসমূহ হল---- নীতি ও ঐচিত্র্যবোধ সামাজিক ন্যায়বিচার ও সহনশীলতা।
- মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়--- সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ ছাড়া।
- রাষ্ট্র দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য উল্লেখ করেছেন-- তিনটি শর্ত।
- দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়---- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দ্বারা।
- গণতন্ত্রকে সফলতা দান করে, নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় ও নাগরিকদের সহানুভূতিশীল হতে শেখায়---- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।
- রাষ্ট্রে শান্তি ও সুখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়---- সহনশীলতার দ্বারা।
- মূল্যবোধগুলো সংরক্ষিত হয়----- নাগরিকের অংশগ্রহণের দ্বারা।
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা ছাড়া আশা করা যায় না---- সুশাসন।
- নাগরিক অধিকারকে সংরক্ষণ করে---- আইনের শাসন।
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে প্রাধন্য দেয়া হয়---- নাগরিককে।
- জনগণের সরকার হল---- গণতান্ত্রিক সরকার।

Job Study
To make you prepared & confident

- নাগরিকের জন্য কল্যাণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে---- গণতান্ত্রিক সরকার।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রধান শর্ত--- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা।
- সমাজ কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য উপাদান---- মূল্যবোধ।
- মূল্যবোধ হল এক প্রকার সামাজিক -------- নৈতিকতা।
- সমাজের প্রথা, আদর্শ, ধর্ম ও ন্যায়বোধ হতে জন্ম----- নৈতিকতার।
- নৈতিকতার ধারণা---- সর্বজনীন।

- মানুষের আচরণ বিচারের মানদন্ড ও সুকুমার বৃত্তির সমষ্টি হল---- সামাজিক মূল্যবোধ।
- বাহ্যিক মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন--- গ্রিক দার্শনিক প্লেটো ও এরিস্টটল।
- বাহ্যিক মূল্যবোধর স্তর্গত---- পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সরলতা ও পোশাক পরিচ্ছদ।
- নৈতিক মূল্যবোধের অন্তর্গত---- সত্যকে সত্য, অন্যায়কে অন্যায় বলা ও সত্য মিথ্যার ভেদাভেদ।
- সামাজিক মূল্যবোধ--- শ্রমের মর্যাদা, দানশীলতা ও ন্যায়বিচার।
- রাজনৈতিক মূল্যবোধ---- আনুগত্য, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলাবোধ।
- জাতীয় মূল্যবোধ, জাতীয় শৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা গড়ে ওঠে ব্যক্তির রাজনৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে।
- সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি হল---- মূল্যবোধ।
- সুশাসন ও মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান----- আইনের শাসন।
- রাষ্ট্র উন্নত হলে প্রতিষ্ঠিত হয়---- সুশাসন।
- সমাজ ও রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়--- জবাবদিহিতার অভাবে।
- সমাজের মানুষ ভাল ও গ্রহণযোগ্য হিসেবে গ্রহণ করে---- মূল্যবোধকে।
- সরকার ও রাষ্ট্র জনকল্যাণমুখী না হলে তাকে চিহ্নিত করা হয়--- মূল্যবোধের অবক্ষয় হিসেবে।
- মূল্যবোধ উন্নত হলে উন্নত হবে---- পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র।
- কতকগুলো নিয়মনীতির সমষ্টি হচ্ছে--- মূল্যবোধ ও সুশাসন।

বিগত সালের প্রশ্নত্তোর (BCS)

১। প্রকৃত শিক্ষাই মানুষকে.....অর্জনে সহায়তা করে? (22th)

ক. জ্ঞান খ. মানসিকতা

গ. মনুষ্যত্ব ঘ. মানবিকতা উত্তরঃ গ

২। জীবনে নিরাপত্তা প্রদান করে।

ক. পুলিশ খ. দলীয় নেতা

গ. শৃঙ্খলা ঘ. সামাজিক পরিবেশ উত্তরঃ ক

৩। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, সংসারে কেউ একা নয়। সমস্যা সংকুল জীবনে পদে পদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। (32th)

ক. অপ্রীতিকর খ. প্রতিযোগিতাপূর্ন

গ. কষ্টসাধ্য ঘ. জটিল উত্তরঃ খ

৪। বাংলাদেশে পিতামাতা অল্প বয়সে তাদের কণ্যা সন্তানকে পাত্রস্থ করার উদ্যোগ নেয়। মেয়ের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তারা বিরাট অঙ্কক যৌতুক দিতে কার্পণ্য করে না। কিন্তু বাস্তবে প্রায়ইতা ঘটে না । স্বামী গৃহে তারা নিগৃহীত ও অপমানিত হয়।(22th)

ক. শিক্ষা খ. বয়স

গ. স্বাস্থ্য ঘ. সৌন্দর্য উত্তরঃ ক

৫। সমাজে শান্তিতে বাস করার অর্থ হল সকলের উপকারার্থে কিছু ত্যাগ করতে পারা।আমাদের অবশ্য কর্তব্য হল খেয়াল খুশিমত চলার ইচ্ছা ত্যাগ করা ও কোন কনো ক্ষেত্রে আমাদের অন্যের কথামত বলা।(22th)

এই অনুচ্ছেদ আমাদেরকে ..... হতে উৎসাহিত করে।

ক. পরিশ্রমী খ. সৎ

গ. সামাজিক ঘ. উদাসীন উত্তরঃ গ

৬।জীবন পরিবর্তনশীল। কালাই বলেছেন, আজ গতকাল নয়, আমরা পরিবর্তিত হই আমাদের চিন্তা ও কাজ সময়োপযোগী হতে হলে কিভাবে তা এক থাকে। পরিবর্তন বেদনা দায়ক কিন্তু প্রয়োজন। (22th)

ক. নতুনত্ব খ. নিশ্চয়তা

গ. বিভিন্নতা ঘ. স্থিতিশীলতা উত্তরঃ খ

৭।Nobody believes a man who looks confidence in his ability. Non should sit idle shirk his duty on the plea that it is beyond his power to do without the help of others Such a man always falls behind. He meats taitures and suffers in the long run. So dependence on others is a greate curse. The above message suggest that everyone should possess the virtue (22th)

a) Of- punctuality b) self reliance

c) dignity d) truthfuness

ans: b

8. Apparently our huge population may seem to be a liability. but if we can give them education, proper skill and training they can be invaluable human resources. Thus our huge population may be.... (23th)

a) burden b) a product

c) an asset d) literate

ans: c

9. A country remains poor because of her low income which results in to low investment. Low investment causes low production which altimately cause low income. Thus poverty enchains the poor in the vicious.... (24^{th})

a) From b) mode

c) level d) Cirele

ans: d

10. Administratiors and excultive are members of the most stable occupation. The stability mentioned in the above statement could be dependent on the following tactores except.... (23th)

a) train and skill b) nature of the occuption

c) status d) rate of turnorer

ans: d

১১। জাতি, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতি দিক থেকে যতই বৈষম্য করা হোক না কেন বিশ্বমানব মিলে একটি অভিন্ন পরিবার এবং সকল মানুষ এই পরিবারের সদস্য। বিশ্বমানব পরিবারের সদস্য হিসাবে সকল মানুষই অভিন্ন অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।(24th)

এই অনুচ্ছেদে যে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হল।

ক. মানব সভ্যতা খ. মানবাধিকার

গ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘ. অপসংস্কৃতি

উত্তরঃ গ

১২। সুজলা, সুফলা আমাদের এই পৃথিবীকে আমরাই ধীরে ধীরে আমাদের বসবাসের অযোগ্য করে ফেলেছি। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শহরায়ন এবং যান্ত্রিকতার প্রভাবে আমাদের এই ধরণী তার নির্মলতা হারাচ্ছে। আমাদের বাসযোগ্য পৃথিবী ধীরে ধীরে আমাদের বিষয় হয়ে উঠে।(23th)

এই অনুচ্ছেদে যে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হল-

ক. কর্মবিমুখতা খ. নৈতিক অবক্ষয়

গ. পরিবেশ সচেতনতা ঘ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ

উত্তরঃ গ

১৩। দুঃখ কষ্ট মানবের মনকে সবল ও দৃঢ় করে। জীবনে যে যত উন্নতি করতে চায় তাকে তত বাধাবিঘ্ন সহ্য করতে হয। সহিষ্ণুতা যার নেই সে বড় বড় বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে পারে না। ব্যক্তিগত জীবনেই হোক আর জাতীয় জীবনেই হোক, সহিষ্ণুতা ব্যতীত কোন কাজ করা যায়না।(24th)

এই অনুচ্ছেদে যে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হল-

ক. কষ্টসাধ্য খ. জীবন পরিসর

গ. ধৈর্য্য ঘ. স্থিতিশীলতা

উত্তরঃগ

১৪। আর্থিক সাহায্য অপেক্ষা আশা, বল ও সাহস দান অধিকতর উপকারী। অন্যের দুঃখের বোঝা বয়ে অন্যের দুঃখ দুর না করে তাদেরকে তাদের নিজের ভার বহন করার এব নিঃশঙ্খচিত্তে জীবনের দুঃখ বিপদের সম্মুখীন হবার সাহস ও উৎসাহ দান করারই সর্ব উত্তম সাহায্য। একজনকে অন্ন দান না করে, অন্য উপার্জনের পথ প্রদর্শন করা এব সে যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে সে বিষয়ে সাহায্যে করাই অধিক প্রয়োজনীয়।(24th)

এই অনুচ্ছেদে যে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হল-

ক. মানুষের দুঃখ বিপদের সময় সাহস ও উৎসাহ দেওয়া দেওয়া উচিত।

খ. মানুষকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করা।

গ. মানুষকে উপার্জনের পথ দেখানো।

ঘ. আর্থিক সাহায্য উপার্জনের পথ দেখানো।

১৫। Of the best way to boost mental energy is to recognize the fact that we have the power to choose how feels. Adually we don't have to be at the mercy of our emotions . we can control them into constructive channels., The ability to choose how we feel is called emotional discipline.

a) Human beings can take charge of their lives by choosing how to feel.

b) Emotion can be destructive if not dealt with properly

c) Emotion can be overpored.

d) Emotion discipline is the secret of mental health.

ans: d

16. In any group large or small, Some individuals have more power and influence than others. Such persons possess the ability to guide the effort of many persons in achieving some objectives. The person with the most influence after assumes a position prominence in the group and comes to be regarded as the ..(24th)

a) moderator b) speaker

c) Popular d) leader

ans: d

17. If a tree a falls in the forest, sound is heard. If the above statement is true, then which of the following statement is logically impossible? (24th)

a) No tree falls in the forest but a sound is heard.

b) A sound is heard as a tree falls in the forest.

c) A sound is heard as a tree falls in the forest.

d) Not tree falls in the forest and so sound is make

ans: c

18. Monopoly is characterized by an absence of or decline in competition. The ABC company realixes that its operation are in competitive industries.

a) The ABC company is in a service industry.

b) The ABC Company is public owned competitors

c) The ABC company has no domestic competitors.

d) ABC's Market is not monoplistc.

19. মনে করুণ আপনি লটারিতে ১০ লক্ষ টা জিতলেন! আপনি কি করবেন?

ক. ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য রেস্ খেলা শুরু করবেন।

৫

খ. একটি গাড়ী কিনবেন।

গ. আপন মনিবকে ভবিষ্যতের পরিকল্পনার কথা বলে কাজে ইস্তফা দিবেন।

ঘ. সঞ্চয় পত্রে টাকা লাগাবেন।

20. All the sparrows are birds some animals are not birds which on of the folowing choice right? (29th)

a) Some animal are not sparrow

b) All animals are birds

c) All birds are sparrows.

d) None of the above is necessarily.

Ans:a

21. What would be most useful things to do first of all if you see your neigh bour's house on fire? (28th)

a) Run away for personal safety

b) shout help, help.

c) Telephone for the fire bring and meanwhile help the inmates out.

d) Don't involve your self unnecessarily for fire is not likely spread to your house.

ans: c

22. What would be the most useful thing to do first of all if you see your younger brother trying to cut his fingur with blade?.... (28th)

a) Run to tell mother about it.

b) Telephone forthe doctor.

c) stop him doing so,

d) Run to get the first aid box.

ans: c

23. Suppose you are a good foodballer but you are not selected as the captain of your team, What will you do? (29th)

a) Start a compaing against the boy who selected.

b) Refuse to play.

c) Decide to take part and cooperate with the team.

d) Approach the game secretly to pursuade him to relonsider your case.ans: c

২৪। সততা ও সাহস থাকলে যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতি...মানুষের পক্ষে অসম্ভব নয়। (20th)

ক. লঙ্ঘন করা খ. ছিন্ন করা

সূচিপত্র

গ. মোকাবিলা করা ঘ. মূল্যোৎপাটন করা

উত্তরঃ গ

২৫। সমাজে আজও চরম অভাব, দরিদ্র, অবিচার....করেছে,

ক. বিচরণ খ. টলমল

গ. বিরাজ ঘ. ঘোরাফেরা

উত্তরঃ গ

২৬। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ..... প্রয়োজন। (20th)

ক. সাবান খ. পানি

গ. পরিকল্পনা গ. সচেতনতা

উত্তরঃ ঘ

২৭। টাকার ভূমিকা....রূপে (20th)

ক. অসীম ইচ্ছা খ. বিনীময়ের মাধ্যম

গ. মূখ্য প্রেষণা ঘ. গৌণ উদ্দেশ্য

উত্তরঃ খ

২৮। মানুষের জন্মাগত ইচ্ছা হল অজানাকে ....করা।(29th)

ক. আবিষ্কার খ. উদঘাটন

গ. উদ্ধার ঘ. সমাধান

উত্তরঃ খ

২৯। অর্থ এবং শিক্ষায় যারা পশ্চাদবর্তী তারাই....। (20th)

ক. অনগ্রসর খ. নিঃস্ব

গ. কর্মবিমুখ ঘ. প্রতিষ্ঠিত

উত্তরঃক

৩০। মানুষ ভালোবাসার জন্য সৃষ্টি, হে বিনিময় ছাড়া যে..... হতে পারে না। (23th)

ক. সুখী খ. ভালো

গ. উন্নত ঘ. পরিপূর্ণ

উত্তরঃ ক

৩১। The program was so sentertaining that nobody wanted to ...it (24th)

a) avoid b) enjoy

c) miss d) delay

ans: c

৩২. The intellectual can no longer be said to live-

a) agains b) beyond

c) inside d) before

ans: b

৩৩. চরিত্র এমনই একটা জিনিস যা ব্যক্তির আপন ব্যবহারের মহিমায় নিজ ভাবমূর্তিকে করে তোলে উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত। মানবিক চরিত্র হল সেই অর্নিদেশিত আচারণ বিধি যার ভেতর দিয়ে প্রতিফলিত হয় মানুষের ব্যক্তিত্ব যে ব্যক্তিত্বে রয়েছে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষকে স্বজ্ঞানে আত্মত্যাগী মনোভাব প্রদর্শনে সদিচ্ছা। (24th)

ওপরের আলোচনা অনুসারে একবাক্যে মানা চরিত্র বলতে কি বোঝায়?

ক. মানব চরিত্র হচ্ছে একটি আচরণ প্রবণতা।

খ. ব্যবহারের সমন্বয়ে চরিত্রের সুন্দর রূপ প্রস্ফুটিত হয়।

গ. সমগ্র বিশ্বের সর্বত্রই নির্মল চরিত্রের মানুষের ছড়াছড়ি।

ঘ. চরিত্রের মহিমায় প্রকাশ নির্ভর করে।

উত্তরঃ ঘ

Model Test

(নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন)

Model Test-01

১. "Civitas" কোন ভাষায় শব্দ?

ক. গ্রীক খ. ল্যাটিন

গ. স্প্যানিশ ঘ. ফরাসি

২। "শাসক যদি ন্যায়বান হয় তাহলে আইন অনাবশ্যক নিরর্থক-উক্তিটি কার?

ক. সক্রেটিস খ. প্লেটো

গ. এরিস্টটল ঘ. ম্যাকাইভার

৩। 'হরতাল জ্বালাও পোড়াও নয় বরং আইন সভায় আলোচনার মাধ্যমে সমস্য সমাধান কোন ধরনের মূল্যবোধ?

ক. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ খ. সামাজিক মূল্যবোধ

গ. রাজনৈতিক মূল্যবোধগ. সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ

৪। ই-গর্ভনেন্স এর পূর্ন রুপ কি?

ক. Elected Governance খ. Elective Governance

গ. Easy Governance ঘ. Electronic Governance

৫। মানবাধিকার ঘোষিত হচ্ছে জাতিসংঘের কোন পরিষদ?

ক. নিরাপত্তা পরিষদে খ. সাধারণ পরিষদে

গ. অছি পরিষদ ঘ. আন্তর্জাতিক

৬। দরিদ্রদের সাহায্যে পাবার অধিকার কোন ধরনের অধিকার?

ক. নৈতিক অধিকার খ. সামাজিক অধিকার

গ. আইনগত অধিখার ঘ. রাজনৈতিক অধিকার

৭। Liberty অর্থ কি?

ক. নৈতিকতা খ. সাম্য

গ. স্বাধীনতা ঘ. সহমর্মিতা

৮। Education শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?

ক. ল্যাটিন খ. গ্রীক

গ. ফরাসী ঘ. স্পেনিশ

৯। 'আইনের উৎস একটি এবং তা হচ্ছে সার্বভৌমের আদেশ' উক্তিটি কার?

ক. জন অস্টিন খ. টমাস হবস

গ. মেইটল্যান্ড ঘ. হল্যান্ড

১০। "চিরন্তন সর্তকতার মধ্যেই স্বাধীনতার মূল্য নিহিত।" কে বলেছেন?

ক. জন লক খ. লাজিক

গ. মেইটল্যান্ড ঘ.হল্যান্ড

১১। বাংলাদেশে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যায় কখন?

ক. শীত ও বর্ষাকালে খ. গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে

গ. শীত ও গ্রীষ্মকালে ঘ. শীত ও হেমন্তকালে

১২। আইন মান্য করা কোন ধরনের কর্তব্য?

ক. নৈতিক খ. সামাজিক কর্তব্য

গ. পারিবারিক ঘ. রাজনৈতিক

১৩। বাবা-মার প্রতি দায়িত্ব পালন না করলে কী হবে?

ক. জেল খ. জরিমানা

গ. প্রাণদন্ড ঘ. সমাজে সমালোচনা

১৪। প্রতিটি নাগরিক বিশ্ব সমাজের সদস্য এর দ্বারা নাগরিকত্বের কোন রূপটি প্রকাশ পেয়েছে?

ক. স্থানীয় রূপ খ. জাতীয় রূপ

গ. মানবিক রূপ ঘ. আন্তজার্তিক রূপ

১৫। জাতীয় পর্যায়ে নাগরিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করে কোন প্রতিষ্ঠান?

ক. রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ খ. বিচার বিভাব

গ. ন্যায়পাল ঘ. আইন বিভাগ

১৬। আইনের ইংরেজী প্রতিশব্দ Law এসেছে কোন শব্দ থেকে?

ক. ল্যাটিন খ. গ্রীক

গ. জার্মান ঘ. টিউটোনিক

১৭। "আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান" কার উক্তি?

ক. অধ্যাপক ডাইসি খ. অধ্যাপক গার্নার

গ. অধ্যাপক ঘ. অধ্যাপক স্পেন্সার

১৮। গ্রেট ব্রিটেনের আইন কিসের উপর নির্ভর?

ক. জনমত খ. পার্লামেন্ট

গ. প্রথা ঘ. সংবিধান

১৯। অধিকারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রক্ষকবচ?

ক. জনগনের সচেতনতা খ. আইন

গ. গনতন্ত্র ঘ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

২০। বাংলাদেশের কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত?

ক. সংসদীয় খ.রাষ্ট্রপতি শাসিত

গ. যুক্তরাষ্ট্রীয় ঘ. কোনটিই নয়।

Model Test-1

১. খ	২. খ	৩. ঘ	৪. ঘ	৫. খ	৬. ক	৭. গ	৮. ক	৯. ক	১০. খ
১১. ক	১২. ঘ	১৩. ঘ	১৪. ঘ	১৫. ক	১৬. ঘ	১৭. ক	১৮. গ	১৯. ক	২০. ক

Model Test- 02

সূচিপত্র

১। 'Corruption'- শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?ঃ

ক. ল্যাটিন খ. গ্রীক

গ. স্পেনিশ ঘ. জার্মান

২। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শেখার প্রাথমিক উৎস?

ক. বিদ্যালয় খ. বাবা

গ. সমাজ ঘ. পরিবার

৩। গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য নয় কোনটি?

ক. সাম্য খ. স্বাধীনতা

গ. উভয়ই ঘ. কোনটিই নয়

৪। শ্রমের মর্যাদা দান কোন ধরনের মূল্যবোধ?

ক. সামাজিক মূল্যবোধ খ. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ

গ. ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ঘ. নৈতিক মূল্যবোধ

৫। যৌতুক প্রথা এরক ধরনের-

ক. সামাজিক অপরাধ খ. অর্থনৈতিক অপরাধ

গ. ধর্মীয় অপরাধ ঘ. রাজনৈতিক অপরাধ

৬। ধর্মীয় স্বাধীনতা সংবিধানের কত নং ধারায়?

ক. ৩৬ খ. ৩৯

গ. ৪০ ঘ. ৪১

৭। ন্যায় নীতির পরিপন্থী কী?

ক. দুর্নীতি খ. সন্ত্রাস মূলক কর্মকান্ড

গ. মাদকাসক্ত ঘ. সবগুলো

৮। পেশাগত মূল্যবোধ কোনটি?

ক. ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদা স্বীকৃতি খ. বড়দের সম্মান করা

গ. একতা ঘ. গণতান্ত্রিক অধিকার

৯। কোনটি মানুষের জীবনে গাইড লাইন হিসাবে কাজ করে?

ক. মূল্যবোধ খ. আইন

গ. শাসন ঘ. কোনটিই নয়

১০। মূল্যবোধ কে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

ক. ২ খ. ৩

গ. ৬ ঘ. ৮

১১। আইনের উৎস নয় কোনটি?

ক. জন্মতম খ. প্রথা

গ. আমলাতন্ত্র ঘ. কোনটিই নয়

১২। যে ধর্ম সুদ ও ঘুষের বিষয়ে কড়াকড়ি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে?

ক. হিন্দু ধর্মে খ. ইসলাম ধর্মে

গ. খ্রিষ্টান ধর্মে ঘ. বৌদ্ধ ধর্মে

১৩। বাল্য বিবাহ সমাজে ঘটে কোনটির কারণে?

ক. মূল্যবোধে অবক্ষয়ে খ. সচেতনতার অভাব

গ. অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে ঘ. সব গুলো

১৪। কিশোর অপরাধের বয়সকাল কত?

ক. ৮-১৮ খ. ৮-১৬

গ. ৭-১৬ ঘ. ৯-১৮

১৫। সন্ত্রাস দমন আইন পাস হয় কবে?

ক. ২০০৯ খ. ২০১০

গ. ২০১১ ঘ. ২০১২

১৬। কোনটি আইনের উৎস নয়?

ক. ধর্ম খ. আইন বিভাগ

গ. প্রথা ঘ. আমলাতন্ত্র

১৭। সন্ত্রাস মূলক কর্মকান্ডের জন্য অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার ভূমিকা পালন করে?

ক. আইন বিভাগ খ. শাসন বিভাগ

গ. বিচার বিভাগ ঘ. প্রশাসনিক বিভাগ

১৮। যুদ্ধাপরাধ এর জন্য শাস্তি দেওয়ার ভূমিকা পালন করে?

ক. আইন বিভাগ খ. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল

গ. আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল ঘ. শাসন বিভাগ

Exclusive Preliminary

১৯। মানুষের বাহ্যিক আচারণ নিয়ন্ত্রণ করে?

ক. আইন খ. শাসন

গ. মূল্যবোধ ঘ. কোনটিই নয়।

২০। স্বাধীনতার রক্ষাকবচ কোনটি?

ক. ধর্মতন্ত্র খ. আমলাতন্ত্র

খ. গণতন্ত্র ঘ. সমাজতন্ত্র

Model Test-2

১. ক	২. ঘ	৩. ঘ	৪. খ	৫. ক	৬. ঘ	৭. ঘ	৮. ঘ	৯. ক	১০. গ
১১. ঘ	১২. খ	১৩. ঘ	১৪. গ	১৫. ক	১৬. ঘ	১৭. গ	১৮. গ	১৯. ক	২০. গ

Model Test-03

১। একনায়কতন্ত্র বিশ্বাসী নয়-

ক. উগ্র বর্ণবাদ খ. উগ্র জাতীয়তাবাদ

গ. সবাত্মকবাদ ঘ. সাম্য ও স্বাধীনতা

২। আইনকে বাস্তবে প্রয়োগ করে কোন বিভাগ?

ক. আইন বিভাগ খ. শাসন বিভাগ

গ. বিচার বিভাগ ঘ. স্বরাষ্ট্র বিভাগ

৩। নীতিশাস্ত্রকে ইংরেজীতে কী বলা হয়?

ক. Equity খ. Ethies

গ. Leberty ঘ. Morality

৪। সতীদাহ প্রথা ছিল কোথায়?

ক. ভারতীয় উপমহাদেশে খ. আফ্রিকা

গ. ওশেনিয়া মহাদেশে ঘ. উত্তর আমেরিকা

৫। "মানুষ যখন আইন ও নৈতিকতা থেকে দুরে থাকে তখন সে নিকৃষ্টমত জীবন পরিণত হয়" উক্তিটি কার?

ক. এরিস্টটল খ. লাদিক

গ. ম্যাকাইভার ঘ. হবস

৬। "নৈতিকতাবিরোধী আইনের বিরোধীতা করার অধিকার নাগরিকদের রয়েছে"

উক্তিটি কার?

ক. লাদিক খ. এরিস্টটল

গ. গার্নার ঘ. হবস

৭। মুসলিম আইনের উৎস কোনটি?

ক. আল-কুরআন খ. সংবিধান

গ. জনমত ঘ. প্রথা

৮। আইনের আনুষ্ঠানিক উৎস কোনটি?

ক. প্রথা খ. জনমত

গ. সংবিধান ঘ. আইন বিভাগ

৯। চলাফেরার স্বাধীনতা সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে?

ক. ৩৬ খ. ৩৭

গ. ৩৮ গ. ৩৯

১০. Ordinanc বা অধ্যাদেশ কি?

ক. আইন খ. জরুরি আইন

গ. আদেশ ঘ. কোনটিই নয়

১১। সরকারের চরিত্র ভালো হওয়ার জন্য যাদের চরিত্র ভালো হওয়া প্রয়োজন?

ক. জনগন খ. সরকারি কর্মচারী

গ. মন্ত্রীসদস্য ঘ. কোনটিই নয়

১২। যে কোন প্রকারের মাদকদ্রব্য পান করার ব্যাপারে আপনি ভীষণ বিরোধী। কিন্তু আপনার দুজন বন্ধু বিশেষ উৎসব উদযাপনের জন্য তাদের সাথে পান করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে। এ ক্ষেত্রে আপনার নৈতিক দায়িত্ব কি?

ক. ঐ জায়গা ছেড়ে বাড়ি চলে যাবেন।

খ. ঐ বন্ধুদের কথা কোন রকম কান দেবেন না।

গ. পান করা সবন্ধে আপনার বিশ্বাস ব্যাখ্যা করবেন এবং পান করা থেকে বিরত

সূচিপত্র

থাকবেন।

ঘ. বন্ধুদের প্রতি রাগ করবেন এবং আপনার ব্যক্তিগত অধিকারের উপর জোর দিবেন।

১৩। সুশাসন কার্যকর রয়েছে কোন দেশে?

ক. উগান্ডায় খ. বাংলাদেশ

গ. ভারত ঘ. কেনিয়া

১৪। সুশাসন মানে আইনের শাসন' কে বলেছেন?

ক. কৌটিল্য খ. লাস্কি

গ. গার্নার ঘ. ওপেনহাইম

১৫। বিশ্ব ব্যাংক চিহ্নিত সুশাসনের সূচক কয়টি?

ক. ৪ খ. ৫

গ. ৬ ঘ. ৭

১৬। সমাজের দর্পণ কোনটি?

ক. জনগণ খ. আমলা

গ. সরকার ঘ. সংবাদ মাধ্যম

১৭। সংবাদ থেকে স্বাধীনতা হল-

ক. গণতান্ত্রিক অধিকার খ. সামাজিক অধিকার

গ. রাজনৈতিক অধিকার ঘ. কোনটিই নয়

১৮। প্রশাসনে দুর্নীতি হ্রাস হতে পারে কোনটি কার্যকর হলে?

ক. রাষ্ট্রপতি ক্ষমতা বাড়ালে খ. ন্যায়পাল ব্যবস্থার মাধ্যমে

গ. আইনের কার্যক্ষমতা বাড়ালে ঘ. বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত হলে

১৯। অধ্যাদেশ জারি করতে পারে কোন বিভাগ?

ক. আইন বিভাগ খ. শাসন বিভাগ

গ. বিচার বিভাগ ঘ. সব বিভাগ

২০। নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি কার্যকর রয়েছে কোন রাষ্ট্রে?

ক. যুক্তরাজ্যে খ. আমেরিকা/যুক্তরাষ্ট্র

গ. ফ্রান্স ঘ. জার্মানী

Model Test-3

১. ঘ	২. খ	৩. খ	৪. ক	৫. ক	৬. ক	৭. ক	৮. ক	৯. ক	১০. খ
১১. ক	১২. গ	১৩. ক	১৪. ক	১৫. গ	১৬. ঘ	১৭. খ	১৮. খ	১৯. খ	২০. খ

Model Test-04

১. আইন নিষ্প্রয়োজন হয়।

ক. শাসক চরিত্রহীন হলে খ. শাসক স্বৈরাচারী হলে

গ. শাসক দুর্নীতি পরায়ন হলে ঘ. শাসক ন্যায়বান হলে।

২. মানবত্মার অনুভূতিকে কী বলা হয়?

ক. দেশত্ববোধ খ. মমত্ববোধ

গ. মূল্যবোধ ঘ. মানবতাবোধ

৩। সুশাসন এর জন্য প্রয়োজন-

ক. বড় বড় অট্টালিকা খ. জবাবদিহিতা

গ. সম্মোহনী নেতা ঘ. দাতা দেশ গুলোর সমর্থন

৪। "জনমত আইনের অন্যতম উৎস"। কার উক্তি-

ক. লক খ. অধ্যাপক লাস্কি

গ. ওনেপ হাইম ঘ. অধ্যাপক হল্যান্ড

৫। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়া কোন আইন?

ক. সামাজিক আইন খ. ধর্মীয় আইন

গ. প্রথাভিত্তিক আইন ঘ. নৈতিক আইন

৬। আপনি দেখতে পেলেন যে, " একটি পঙ্গু ছেলে একটি সমবয়সীয় ছেলের হাতে ভীষণভাবে মার খাচ্ছে"। আপনার নৈতিক দায়িত্ব কী?

ক. কিছু করবেন না কিন্তু উপস্থিত থাকবেন।

খ. পুলিশ ডেকে মারামারি সম্পর্কে বিবৃতি দিবেন।

Shanto's Exclusive BCS Preliminary

গ. কিছু না বলে চলে যাবেন।

ঘ. ভালো ছেলেটিকে মারামাটি থামাতে বলবেন।

৭। কোনটি আপেক্ষিত প্রত্যয়?

ক. মূল্যবোধ খ. আইন প্রয়োগ

গ. সুশাসন প্রতিষ্ঠা

৮। সুশাসনের বড় অন্তরায় কি?

ক. দুর্নীতি খ. অর্থনীতি

গ. রাজনীতি ঘ. দারিদ্র্য

৯। ই-গর্ভনেন্স এর অপর নাম কোনটি?

ক. ডিজিটাল গর্ভনন্সে খ. অনলাইন গর্ভনেন্স

খ. ইলেকট্রনিক গর্ভনেন্স ঘ. ইলেকটেড গর্ভনেন্স

১০। তথ্য অধিকার আইন পাস হয় কবে?

ক. ২০০৮ সালের ৬ এপ্রিল খ. ২০০৯ সালের ৬ এপ্রিল

গ. ২০১০ সালের ৬ এপ্রিল ঘ. ২০১৪ সালের ৬ এপ্রিল

১১। "প্রত্যেক রাষ্ট্রই পরিচিত হয় তার পদত্ত অধিকার দ্বারা" উক্তিটি কার?

ক. হ্যারাল্ড লাস্কি খ. গার্নাব

খ. গ্যাটেল ঘ. উইলোবি

১২। সম্পত্তি ভোগের অধিকার- কোন ধরনের অধিকার?

ক. অর্থনৈতিক খ. সামাজিক

গ. রাজনৈতিক ঘ. ধর্মীয় অধিকার

১৩। মৌলিক অধিকারের রক্ষক কে?

ক. সংবিধান খ. বিচার বিভাগ

গ. রাষ্ট্রপতি ঘ. প্রধানমন্ত্রী

১৪। সরকারের বিভাগ কোনটি?

ক. আইন বিভাগ খ. শাসন বিভাগ

গ. বিচার বিভাগ ঘ. সব গুলো

১৫। সংসদীয় সরকারের প্রধান কে?

ক. রাষ্ট্রপতি খ. প্রধানমন্ত্রী

গ. স্পীকার ঘ. চীপ হুইফ

১৬। সভ্য সমাজে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে কোনটি?

ক. সংস্কৃতি খ. সঙ্গীত

গ. ব্যবসা ঘ. কবিতা

১৭। জনমত গঠনের মাধ্যমে কোনটি?

ক. রাজনৈতিক দল খ. আমলা প্রশাসক

গ. একনায়ক ঘ. কোনটিই নয়

১৮। নৈতিকতা মানুষের কোন ধরনের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে?

ক. আভ্যন্তরীণ খ. বাহ্যিক

গ. আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক ঘ. কোনটিই নয়

১৯। সভ্য সমাজের মানদন্ড কানটি?

ক. আইনের শাসন খ. গণতন্ত্র

গ. বিচার ব্যবস্থা ঘ. সংবিধান

২০। নৈতিকতার ইংরেজী শব্দ কী?

ক. Nature খ. Values

গ. Biberty ঘ. Morality

Model Test-4

১. ঘ	২. ঘ	৩. খ	৪. গ	৫. ঘ	৬. ঘ	৭. ক	৮. ক	৯. ঘ	১০. খ
১১. ক	১২. খ	১৩. ক	১৪. ঘ	১৫. খ	১৬. গ	১৭. ক	১৮. গ	১৯. ক	২০. ঘ

Model Test-05

১। সুশাসন প্রত্যয়টি-

ক. একমুখী খ. দ্বিমুখী

Shafiq's Exclusive BCS Preliminary

গ. ত্রিমুখী ঘ. কোনটিই নয় ৭

২। আইন সংশোধনের দায়িত্ব কার-

ক. জনগণের খ. দুর্নীতি

গ. ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা ঘ. কোনটিই নয়

৩। সুশাসনের বাধা কোনটি?

ক. স্বজনপ্রীতি খ. দুর্নীতি

গ. ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা ঘ. সবগুলো

৪। স্বৈরাচারের উৎপত্তি ঘটে?

ক. সুশাসনের উপস্থিতিতে খ. সুশাসনের অনুপস্থিতে

গ. নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হলে ঘ. কোনটিই নয়।

৫। যৌতুক নিরোধ আইন কবে হয়?

ক. ১৯৭৯ খ. ১৯৮০

গ. ১৯৮২ ঘ. ১৯৮৯

৬। সুশাসন কার্যকর হলে বিকাশ ঘটে?

ক. গণতন্ত্রের খ. আমরাতন্ত্রের

গ. প্রতিষ্ঠানের ঘ. সবগুলো

৭। ধর্মচর্চা কোন ধরনের অধিকার?

ক. সামাজিক অধিকার খ. রাজনৈতিক অধিকার

গ. ব্যক্তিগত অধিকার ঘ. অর্থনৈতিক অধিকার

৮। "আইন হলো আবেগ বিবর্জিত যুক্তি" উক্তিটি কার?

ক. দেওয়ানি আইন খ. ফৌজদারি

গ. জন লক ঘ. অধ্যাপক ল্যাড

১০। অভাব থেকে মুক্তি কোন ধরনের স্বাধীনতা?

ক. সামাজিক স্বাধীনতা খ. অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

গ. নৈতিক স্বাধীনতা ঘ. ব্যক্তিগত স্বাধীনতা

১১। ভোট দানের অধিকার কোন ধরনের স্বাধীনতা?

ক. ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খ. রাজনৈতিক স্বাধীনতা

গ. সামাজিক স্বাধীনতা ঘ. আইনগত স্বাধীনতা

১২। ইয়াবা কি?

ক. ঔষুধ খ. ড্রাগ

গ. রোগ ঘ. প্রোগ্রামের নাম

১৩। যে সমাজে সতীদাহ প্রথা ছিলো?

ক. হিন্দু খ. মুসলিম

গ. ইহুদী ঘ. খ্রিষ্টান

১৪। কিসের অভাবে দুর্নীতি সমাজে ব্যাপক বৃদ্ধি পাচ্ছে?

ক. নৈতিক মূল্যবোধ খ. ধর্ম শিক্ষার অভাবে

গ. রাজনীতির অভাবে ঘ. সভ্য সৃষ্টির অভাবে

১৫। ভারতের মূল্যবোধ কান ধরনের?

ক. নতুন খ. আধুনিক

গ. পুরাতন ঘ. কোনটিই নয়

১৬। দুর্নীতি দমন কমিশনের পূর্ব নাম?

ক. দুর্নীতি দমন ব্যুরো খ. দুর্নীতি দমন কমিটি

গ. দুর্নীতি দমন বোর্ড ঘ. কোনটিই নয়

১৭। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কোনটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে?

ক. ধর্ম খ. সংস্কৃতি

গ. মূল্যবোধ ঘ. জনগণ

১৮। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মধ্যে কোনটি পড়ে?

ক. ধর্মচর্চা করা খ. ভোটদানের অধিকার

গ. চলাফেরার স্বাধীনতা ঘ. বেকার ভাতা

১৯। নাগরিকের প্রধান কতর্ব্য কোনটি?

ক. রাষ্ট্রের সেবা করা খ. নিয়মিত কর প্রদান করা

গ. রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ঘ. রাষ্ট্রের আইন মেনে চলা।

২০। বিশ্ব মানবাধিকার দিবস কবে?

ক. ১০ ডিসেম্বর খ. ১২ ডিসেম্বর

গ. ১০ আগষ্ট ঘ. ১২ আগষ্ট

Job Study
To make you prepared & confident

Model Test-5

১. খ	২. খ	৩. খ	৪. খ	৫. খ	৬. গ	৭. ক	৮. খ	৯. ক	১০. খ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১. খ	২. খ	৩. ক	৪. ক	৫. গ	৬. খ	৭. গ	৮. ক	৯. গ	১০. ক

[বিঃদ্রঃ যে কোনো সাম্প্রতিক তথ্য যে কোনো সময় পরিবর্তন হতে পারে। সেক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীদেরকে পরিবর্তনের সাথে সাথে তথ্যগুলো সংশোধন করে নিতে হবে।]

Notice:

Admission Going On!!

For 34th BCS Viva

Special Coaching------

Contact:

Shafiq Sir : 01718161386

Director: Sh@fiq's Exclusive BCS Coaching (Private Program)

e-mail: bcsgurushafiqsir13@yahoo.com

যে কোনো confusion থাকলে ফোন করুন **Shafiq Sir :** 01718 161386

S@ifur's-এর Consultant ও BCS লেখক &BCS Cadre ভিত্তিক Viva গাইডের জনক ও BCS গুরু Sh@fiq Sir-এর--

শীঘ্রই বের হচ্ছে(সর্বাধিক কমনের নিশ্চয়তায়)

৩৫তম নতুন সিলেবাস অনুযায়ী Sh@fiqs Exclusive BCS Preliminary বিষয়ভিত্তিক (শেষ প্রস্তুতি)/ Written ডাইজেস্ট/ গাইড সিরিজ

পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের জন্য শফিক'স এক্সক্লুসিভ পাবলিকেশন্স এর বইসমূহ পড়ুন

আর

পরামর্শের জন্য ফোন করুন (শফিক স্যার) ০১৭১৮১৬১৩৮৬

Sh@fiq's Exclusive BCS Preliminary

সূচিপত্র

পরিবেশক & প্রাপ্তিস্থান

ঢাকা:- নীলক্ষেতঃ উদয়ন লাইব্রেরী রাজধানী বুক সেন্টার ডলফিন বুক হাউস অনন্ত বুকস বর্ণালী বই ঘর জ্ঞানদীপ তাজ লাইব্রেরী সৈনিক বুক সেন্টার মনির বুকস কস্তুরী বুকস রিয়া বুক সেন্টার বন্ধু লাইব্রেরী আলভী বুক বইয়ের দেশ সুমন বুকস কর্পোরেশন সরকার বই বিতান নলেজ হার্বাল লিজেন্ড বুক সপ বাবুল বুক কর্ণার মামুন বুক হাউজ নাহার বুক সেন্টার গ্রন্থনীড়

নীলক্ষেত মোড় (ফুটপাত): * তোফাজ্জল ভাই (নীলখেত মোরগ পোলাও হোটেলের সামনে)

* আলম ভাই * রাশেদ/হামিদ ভাই (চাঁদপুর বুক হাউস) * ইব্রাহিম ভাই * বাবুল ভাই

ফার্মগেইটঃ তোফাজ্জল বুক হাউস ছাওয়াল বুক হাউস রেজা বুকস্ আদর্শ কলেজ লাইব্রেরী গ্রিন লাইব্রেরী UCC লাইব্রেরী

ময়মনসিংহঃ সোহেল এন্টারপ্রাইজ মতি লাইব্রেরী কলেজ লাইব্রেরী আকন্দ লাইব্রেরী।

চট্টগ্রামঃ আন্দরকিল্লা - প্রতিভা লাইব্রেরী প্রাইম বুকস বুক সেন্টার পেঙ্গুইন লাইব্রেরী জেনুইন লাইব্রেরী

সিলেটঃ পপি লাইব্রেরী মালঞ্চ লাইব্রেরী সামি লাইব্রেরী বইমেলা সেন্টাল লাইব্রেরী

বগুড়াঃ কাজল ব্রাদার্স নলেজ সেন্টার কলেজ লাইব্রেরী ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী তরফদার বুক ডিপো সাহিত্য সোপান আলম বুক ডিপো ইসলামিয়া লাইব্রেরী বুক সেন্টার আকন্দ বুক ডিপো

রংপুরঃ বিপণী বিচিত্রা টাউন ষ্টোরস ঈষ্টঙ্গেল লাইব্রেরী সাহিত্য ভান্ডার রিয়াদ লাইব্রেরী

বাণী মঞ্জিল লালবাগ বুক সেন্টার মিন্টু লাইব্রেরী হাসান লাইব্রেরী

রাজশাহীঃ আকবর আলী (রাঃ বিঃ) সবুজ লাইব্রেরী প্রাইম বুক তিতাস বুক বই ঘর বই বিচিত্রা

অন্যান্য:PSC চত্বর -- সালাম ভাই & ফারুক ভাই, এবং ঢাকা ও ঢাকার বাহিরের অভিজাত লাইব্রেরী সমূহে এবং **Sh@fiq's** Exclusive**BCS** কোচিং-এরসকল ব্রাঞ্চসমূহে।

☞ যে কোন ধরণের গঠনমূলক পরামর্শের/ সমালোচনার জন্য---

Shafiq Sir: 01718161386

পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের জন্য

শফিক'স এক্সক্লুসিভ পাবলিকেশন্স এর বইসমূহ পড়ুন আর

পরামর্শের জন্য ফোন করুন

(শফিক স্যার) ০১৭১৮১৬১৩৮৬

☞ Sh@fiq's Exclusive Publications -এর বই সমূহঃ

➢ BCS/PSC/Govt. Jobs/Bank/JSC/University/Medical/Buet Admission গাইড সিরিজ

- ➢ Sh@fiq's Exclusive - সাধারন জ্ঞান (বাংলাদেশ হাইলাইটস্) HOTCOLLECTION
- ➢ Sh@fiq's Exclusive - সাধারন জ্ঞান (আন্তর্জাতিক হাইলাইটস্) HOT COLLECTION
- ➢ Sh@fiq's Exclusive- (বাংলা হাইলাইটস) HOTCOLLECTION
- ➢ Sh@fiq's Exclusive- (ENGLISH HIGHLIGHTS) HOT COLLECTION
- ➢ Sh@fiq's Exclusive - (গণিত হাইলাইটস্) HOT COLLECTION
- ➢ Sh@fiq's Exclusive - (বিজ্ঞান হাইলাইটস্) HOT COLLECTION
- ➢ Sh@fiq's Exclusive -সাধারন জ্ঞান (সাম্প্রতিক হাইলাইটস্) UPDATE
- ➢ Sh@fiq's Exclusive -সাধারন জ্ঞান (মডেল টেস্ট) TARGET
- ➢ Sh@fiq's Exclusive - সাধারণ জ্ঞান (আ তর্জাতিক ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ)- মডেল টেস্ট
- ➢ Sh@fiq's Exclusive -সাধারণ জ্ঞান (আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ)- (খ) + (ঘ) ইউনিট
- ➢ Sh@fiq's Exclusive -সাধারণ বিজ্ঞান - (ক) ইউনিট

➢ *Sh@fiq's Exclusive BCS Viva গাইড সিরিজ*

•BCS (Foreign Affairs) •BCS (Customs & Excise) •BCS(Administration) •BCS (Police) •BCS (Taxation) • BCS (Economics) •BCS (Agriculture) •BCS (Health) •BCS (General Education) etc. •Sh@fiq's Exclusive BCS Viva UPDATE(English Version)S•h@fiq's Exclusive BCS Viva UPDATE(for General Cadres) •Sh@fiq's Exclusive BCS Viva UPDATE(for Technical Cadres),•Sh@fiq's Exclusive BCS Viva টচউঅঞঊ(ভড়ৎ অষষ ঈধফৎবং) • ঝয@ভরয়'ং উীপষঁংরাব ইঈঝ গড়ফবষ ঠরাধ (বাংলা / ইংরেজী মাধ্যম) ইত্যাদি ।

➢ *Sh@fiq's Exclusive (প্রিলিঃ / লিখিত) গাইড সিরিজ*

বিষয়ভিত্তিক শেষ প্রস্তুতি

•বাংলা • ইংরেজী •সাধারণ গণিত •সাধারণ বিজ্ঞান •বাংলাদেশ বিষয়াবলী •আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী•ভূগোল(বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা •কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি•মানসিক দক্ষতা•নৈতিকতা,মুল্যবোধ ও সুশাসন•Sh@fiq's Exclusive বিসিএস প্রিলিমিনারী ডাইজেস্ট • Sh@fiq's Exclusive BCS সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক তথ্য) •Sh@fiq's Exclusive BCS Model Test (GUIDELINE)ইত্যাদি ।

➢ আমার শিক্ষাগত ও কর্মজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে এবং সকল পাঠকদের উৎসাহ ও অনুরোধের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে যেহেতু নানান ব্যস্ততার মাঝে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে বইগুলি রচনা ও সম্পাদনা করেছি সেহেতু বইগুলিতে কিছু ভুল ত্রুটি থাকলে সবাই আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে - আমার বিশ্বাস । এবং ফোনে ভুল-ত্রুটি সংশোধনে সাহায্যে করলে চির কৃতজ্ঞ থাকব ।

Sh@fiq Sir

০১৭১৮ ১৬১ ৩৮৬

"বই কিনে কেউ কখনো দেওলিয়া হয় না ।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুশাসন

গভর্নেন্স (Governance) একটি বহুমাত্রিক ধারণা যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ, ক্ষেত্র এবং প্রেক্ষাপট থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গভর্নেন্সকে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় 'শাসনের ব্যবস্থা' হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। 'গভর্নেন্স' প্রপ্রঞ্চটির সাথে 'সু' প্রত্যয় যোগ করে 'সুশাসন' (Good Governance) শব্দটির প্রকাশ ঘটানো হয়েছে। এর ফলে সুশাসনের অর্থ দাঁড়িয়েছে নির্ভুল, দক্ষ ও কার্যকরী শাসন। তবে সুশাসনকে একক কোনো ধারণার মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত বা ব্যাখ্যা করা যায় না। কেননা 'সুশাসনের' ধারণাটি হলো বহুমাত্রিক। বিভিন্ন তাত্ত্বিক, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতা সংস্থা 'সুশাসন' ধারণাটির (Concept) সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। 'সুশাসন' ধারণাটি বিশ্ব ব্যাংকের উদ্ভাবিত একটি ধারণা। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব ব্যাংকের এক সমীক্ষায় সর্বপ্রথম 'সুশাসন' (Good Governance) প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়। এতে উন্নয়নশীল দেশের অনুন্নয়ন চিহ্নিত করা হয় এবং বলা হয় যে, সুশাসনের অভাবেই এরূপ অনুন্নয়ন ঘটেছে।

ম্যাককরনী (Mac Corney) বলেছেন যে, 'সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের, সরকারের সাথে শাসিত জনগণের, শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ককে বোঝায়।' মোটকথা, প্রশাসনের যদি জবাবদিহিতা (Accountability), বৈধতা (Legilimacy), স্বচ্ছতা (Transparency) থাকে, এতে যদি অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত থাকে, বাকস্বাধীনতাসহ সকল রাজনৈতিক স্বাধীনতা সুরক্ষার ব্যবস্থা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের অনুশাসন (rule of law), আইনসভার নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা বা দায়িত্বশীলতার নীতি কার্যকর থাকে তাহলে সে শাসনকে 'সুশাসন' (Good Governance) বলে।

একটি আধুনিক ধারণা হিসেবে 'সুশাসন' প্রতিষ্ঠার পথে রয়েছে বেশ কিছু সমস্যা বা বাধা। তবে সরকার ও জনগণের যৌথ প্রচেষ্টায় এসব সমস্যার সমাধান করে বা বাধা পেরিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

শিখন ফল ঃ এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

১। সুশাসন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২। সুশাসনের সমস্যাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩। সুশাসন প্রতিষ্ঠার সমস্যা উত্তরণের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৪। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য মূল্যায়ন করতে পারবে।
৬। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসনের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবে।

এ অধ্যায়ের প্রধান শব্দ (Key Words) ঃ
বাকস্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, রাজনৈতিক সহিংসতা, হরতাল, পিকেটিং, জ্বালাও-পোড়াও, আইনের শাসন (Rule of Law), দুর্নীতি (Corruption), রাজনৈতিক অঙ্গীকার, স্বজনপ্রীতি, সামরিক হস্তক্ষেপ (military intervention), জন অংশগ্রহণ, মিডিয়ার স্বাধীনতা, স্বাধীন কর্মকমিশন, স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন, স্বাধীন নির্বাচন কমিশন।

২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার সমস্যা
Problems of Good Governance

বর্তমান সময়ে প্রায় সব রাষ্ট্রই 'কল্যাণকর রাষ্ট্রের' (Welfare State) রূপ পরিগ্রহ করছে। এরূপ কল্যাণকর রাষ্ট্রে জনগণের কল্যাণ ও ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ ঘটানোর চেষ্টা হচ্ছে। দমন ও নিপীড়নের মাধ্যমে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্র শাসন পরিচালনা করার দিন বদলে গেছে। শাসনের সাথে সেবা প্রদানের বিষয়টি এ[...] লাভ

সূচিপত্র

করেছে। একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা অতীব গুরুত্বপূর্ণ যা কখনো আকস্মিকভাবে ঘটানো যায় না। একে অর্জন করতে হয় ধাপে ধাপে এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে। সুশীল সমাজ, আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলো এখন সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য চাপ দিচ্ছে। তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে গেলেও রয়েছে বহু সমস্যা। এগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. **বাক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ঃ** অধিকাংশ রাষ্ট্রেই, বিশেষ করে অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোতে তত্ত্বগতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও দেখা যায় যে, জনগণের বাক স্বাধীনতায় ক্ষমতাসীন সরকার হস্তক্ষেপ করে থাকে। জনগণ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারে না। সংবাদপত্র তথা মিডিয়ার ওপর সরকার সেন্সরশীপ আরোপ করে। এর ফলে জনগণ রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বুঝতে পারে না। সরকার সব সময় মুক্ত আলোচনাকে ভয় পায় এবং বাকস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। এর ফলে সুশাসন বাধাগ্রস্ত হয়।

২. **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব এবং সহিংসতা (Lack of Political Stability and Violence) ঃ** সদ্য স্বাধীন, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব লক্ষ করা যায়। নির্বাচিত সরকার নির্ধারিত মেয়াদ শেষের আগেই বিরোধী দলগুলো সরকার পতনের আন্দোলন শুরু করে। এসব আন্দোলন হয়ে ওঠে সহিংস। অকারণে 'হরতাল' বা 'বন্ধ' ঘোষণা এবং পিকেটিং, জ্বালাও-পোড়াও করে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হয়। ফলে সময়ের আগেই সরকারের পতন ঘটে কিংবা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। এর ফলে উন্নয়ন ব্যাহত হয়। প্রশাসন ভেঙে পড়ে বা স্থবির হয়ে পড়ে। ফলে সুশাসন ব্যাহত হয়।

৩. **সরকারের জবাবদিহিতার অভাব (Lack of Accountability of the Govt.) ঃ** অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে এমনকি কোনো কোনো উন্নত রাষ্ট্রে জবাবদিহিতার অভাব লক্ষ করা যায়। লক্ষ করা যায় যে, সরকারের শাসনবিভাগ তাদের কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট জবাবদিহি করে না। মন্ত্রী ও আইন সভার সদস্যগণ একই দলের হওয়ায় এবং দলীয় শৃঙ্খলার কারণে জবাবদিহিতার বিষয়টি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। এর ফলে সুশাসন বিঘ্নিত হয়।

৪. **আমলাদের জবাবদিহিতার অভাব ঃ** আমলারা নিজেদেরকে জনগণের সেবক না ভেবে প্রভু ভাবেন। তারা নিজেদেরকে অভিজাত শ্রেণি বলে মনে করেন। তাদের মধ্যে জবাবদিহিতার মানসিকতা গড়ে না ওঠায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা সুদূর পরাহত হয়ে ওঠেছে।

৫. **আমলাতন্ত্রের অদক্ষতা ঃ** আমলাতন্ত্রে পূর্বের মতো দক্ষ, নিরপেক্ষ ও মেধাবী মুখ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনার প্রাধান্য, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব, আমলাদের কাজে অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, রাজনীতিকরণ ইত্যাদি কারণে আমলারা ক্রমশ অযোগ্য ও অদক্ষ হয়ে পড়ছে। ফলে সুশাসন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

৬. **আইনের শাসনের অভাব (Absence of Rule of Law) ঃ** আইনের শাসনের মৌলিক তিনটি শর্ত রয়েছে। এগুলো হলো ক. আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান, খ. আইনের আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ বিদ্যমান থাকা, গ. শুনানী গ্রহণ ব্যতীত কারও বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা। এই শর্ত তিনটি মেনে চললেই তবে বলা যাবে যে, আইনের শাসন কার্যকর রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ রাষ্ট্রেই আইনের শাসন কার্যকর থাকে না। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে ন্যায়পরায়ণ আচরণ, নিপীড়ন মুক্ত স্বাধীন পরিবেশ ও নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার বিভাগ থাকতে হয়। কিন্তু অনেক রাষ্ট্রেই এরূপ অবস্থা বিদ্যমান নেই।

৭. **সরকারের অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনা (Mismanagement of Govt.) ঃ** অনেক রাষ্ট্রেই দক্ষ ও যোগ্য সরকার সব সময় দেখতে পাওয়া যায় না। সরকারের অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনা কিংবা ভুল সিদ্ধান্তের কারণে দেশে অরাজকতা চলতে দেখা যায়। এর ফলে সুশাসন ব্যাহত হয়। যথার্থ নীতি প্রণয়নে সরকারের দক্ষতা, সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা' শক্ত হাতে কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন, সমান সেবা বিতরণ, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন,

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় তৎপর হওয়া, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করা ইত্যাদি হলো কার্যকর সরকার বা দক্ষ সরকারের বৈশিষ্ট্য। এগুলোর অভাব ঘটলেই ধরে নিতে হবে সে দেশের সরকার অকার্যকর।

৮. দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা (Failure to Control Corruption) ঃ বাংলাদেশসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশে সুশাসনের বড় অন্তরায় হলো দুর্নীতি। দুর্নীতির রাহুগ্রাস এসব রাষ্ট্রের প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ করে ফেলছে। দুর্নীতির কারণে সম্পদের অপচয় হয়, বণ্টনে অসমতা সৃষ্টি হয় এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। UNCAC-এর ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, "দুর্নীতি সমাজ ও রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে। কারণ এর মাধ্যমে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নৈতিকতা বিনষ্ট হয়, ন্যায়বিচার ও সবার সমান অধিকার, গণতন্ত্র এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হুমকির মুখে পড়ে।" অধিকাংশ রাষ্ট্রেই দুর্নীতি দমন কমিশন বা ব্যুরো নামক প্রতিষ্ঠান থাকলেও সেগুলো স্বাধীন ও কর্মতৎপর নয়।

৯. রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাব (Lack of Political Commitment) ঃ সদ্য স্বাধীন, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় যে, অধিকাংশ রাজনৈতিক দলেরই সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নেই। রাজনৈতিক নেতাদের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার থাকে না, দলীয় ইশতেহারে যা লেখা থাকে তা বাস্তবায়িত করা হয় না, যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসা হয় তা' পূরণ করার সদিচ্ছা থাকে না, রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠনে চরম উদাসীনতা দেখানো হয়। যুক্তি প্রদর্শনের পরিবর্তে পেশি শক্তি প্রদর্শনের প্রবণতা, শাসক ও বিরোধী দলসমূহের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ এবং এর পরে দেশজুড়ে সৃষ্ট সহিংসতা সমগ্র রাষ্ট্রে নৈরাজ্যের সৃষ্টি করে। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ নষ্ট হয়।

১০. রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক চর্চার অভাব এবং ব্যক্তিপূজা (Lack of Democratic Culture in the Political Party) ঃ উন্নয়নশীল বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রেই অনেক দলে গণতান্ত্রিক চর্চা নেই। নেতা যা বলেন অধস্তন নেতা-কর্মীরা তা' মেনে নিতে বাধ্য হন। কেননা তা' না হলে তাকে দলের মধ্যেই কোণঠাসা করে রাখা হয়, পদ-পদবি থেকে বঞ্চিত করা হয় এমনকি দল থেকেই যেনতেন কারণ দেখিয়ে বহিষ্কার করা হয়। দলগুলোতে নিয়মিত কাউন্সিল করা হয় না অথবা করা হলেও নির্বাচনের পরিবর্তে দলীয় নেতার ওপরই পদপদবি বণ্টনের একচ্ছত্র ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। এর ফলে ব্যক্তিপূজা অর্থাৎ একক ব্যক্তির একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দলে গণতন্ত্র চর্চার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। নেতা স্বৈরাচারী মনোভাবের অধিকারী হন। এরূপ স্বৈরাচারী নেতা ক্ষমতায় গিয়ে যে আচরণ করেন, যেভাবে দেশ পরিচালনা করেন তার ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ থাকে না।

১১. রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ (Military intervention in Poiitics) ঃ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বে বিশেষ করে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনেক রাষ্ট্রেই রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ-এর প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সামরিক শাসনামলে গণতন্ত্র, আইনের শাসন, মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত হয়, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করে ফেলা হয় বা অকার্যকর করে রাখা হয়। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সুদূরপরাহত হয়ে পড়ে।

১২. স্বজনপ্রীতি (Napotism) ঃ বিশ্বের অনেক দেশেই স্বজনপ্রীতির ব্যাপক বিস্তার লক্ষ করা যায়। নিয়োগ, বদলি, পদায়ন, সুযোগ-সুবিধা। বণ্টন সম্মান-পদবি-খেতাব প্রদান প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন সরকার বা গোষ্ঠী স্বজনপ্রীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে যোগ্য, দক্ষ ও মেধাবী ব্যক্তিদের সেবা ও সহযোগিতা থেকে রাষ্ট্র তথা প্রশাসক বঞ্চিত হয়। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

১৩. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা না থাকা (Absence of Independence of judiciary) ঃ স্বাধীন বিচার বিভাগ সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক। স্বাধীন বিচার বিভাগ না থাকায় বা বিচার বিভাগে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পেলে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সুযোগ বিনষ্ট হয়। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার শেষ সুযোগটুকুও হাতছাড়া হয়।

১৪. জনঅংশগ্রহণের অভাব (Lack of People's Participation) ঃ প্রশাসনে ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণের বা মতামত প্রদানের সুযোগের অভাব, জনগণের সাথে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের সম্পর্কের

অভাব, গণমুখী প্রশাসন গড়ে তোলার অভাব, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী ও কার্যকর না করা প্রভৃতির ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে।

১৫. অকার্যকর জাতীয় সংসদ (Disfunctional Parliament) ঃ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায়, বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভার গুরুত্ব অপরিসীম। আইনসভা প্রণীত আইনের আলোকেই একটি দেশের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালিত হয়। আইনসভার সদস্যগণ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা তারা জাতীয় সংসদে তুলে ধরবেন, সরকারের ভুলত্রুটি চিহ্নিত করবেন এবং সমাধান নির্দেশ করবেন। কিন্তু অনেক দেশে আইনসভা দুর্বল। অনেক দেশে শাসন বিভাগের স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিষ্ঠার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আবার অনেক দেশে বিরোধী দলীয় সদস্যগণ আইনসভা বয়কট করে রাজপথে আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধী দলীয় জাতীয় সংসদ সদস্যগণ সংসদ বর্জন করে চলেছেন। যখনই যে দল বিরোধী দলের আসনে বসেন—সে দল বা জোটই সংসদ বর্জন করে রাজপথে মিছিল-মিটিং-হরতাল এমনকি জ্বালাও-পোড়াওয়ের মতো সহিংস পথে অগ্রসর হচ্ছেন। অথচ সংসদীয় গণতন্ত্রে সকল সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে সংসদে বসে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। ফলে জাতীয় সংসদ অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে চলেছে। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথও প্রশস্ত হচ্ছে না।

১৬. দারিদ্র্য (Poverty) ঃ দারিদ্র্য সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বড় বাধা। আর্থিক কারণে দরিদ্র জনগণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে সচেতনতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। দরিদ্র ও অসচেতন জনগণ সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপায় সম্পর্কে অজ্ঞ ও উদাসীন থাকে। সুতরাং দারিদ্র্য সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে একটি বড় বাধা।

১৭. স্থানীয় সরকার কাঠামোর দুর্বলতা (Weakness of Local Government) ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত হলো শক্তিশালী, দক্ষ ও কার্যকর স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা। কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। কিন্তু অনেক রাষ্ট্রেই, বিশেষ করে সদ্য স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে স্থানীয় সরকার কাঠামো খুবই দুর্বল ও অকার্যকর। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

১৮. জনসচেতনতার অভাব (Absence of Peoples awareness) ঃ জনগণের সচেতনতাই গণতন্ত্রের সফলতার মূল শক্তি। জনগণের সজাগ দৃষ্টি নাগরিক অধিকারের সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ। এজন্যই জনসচেতনতা 'সুশাসনেরও' চাবিকাঠি। জনগণ সচেতন না হলে সরকার, প্রশাসনযন্ত্র স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। এর ফলে 'সুশাসন' প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়।

১৯. ক্ষমতার ভারসাম্যের অভাব (Absence of Balance of Power) ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে সরকারের এক বিভাগ কর্তৃক অন্য বিভাগের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। এর ফলে সরকারের কোনো বিভাগের পক্ষে স্বেচ্ছাচারী এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করার প্রবণতা বাধাগ্রস্ত হবে। কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া পৃথিবীর খুব কম রাষ্ট্রেই এরূপ ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি কার্যকর রয়েছে। এর ফলে অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 'সুশাসন' বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

২০. স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের অভাব (Absence of Free & Neutral Election Commission) ঃ অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই নির্বাচন কমিশন থাকলেও তা স্বাধীন বা প্রভাবমুক্ত এবং নিরপেক্ষ নয়। অনেক সময় নির্বাচন কমিশন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ থাকতে চাইলেও পারেন না। এর ফলে তাদের পক্ষে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় না। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠাও বাধাগ্রস্ত হয়।

২১. সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার অভাব (Absence of Freedom of Press) ঃ সুশাসনের জন্য প্রয়োজন স্বাধীন ও শক্তিশালী সংবাদ মাধ্যম। স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম ছাড়া মানবাধিকার রক্ষা, মৌলিক অধিকার উপভোগের

সরকার এবং সরকারের প্রশাসনযন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সুকুমার বৃত্তিগুলোকে পরিশীলিত করে। নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ ও আমলা-প্রশাসকগণের আচরণ সীমা লংঘন করে না। তারা আইন অনুযায়ী, সংবিধান অনুযায়ী কাজ করেন। তারা সততার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তারা দুর্নীতিতে লিপ্ত হন না।

৭. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ঃ আইনের শাসনের প্রাণভোমড়া তিনটি প্রবৃত্তির ওপর নির্ভর করে। এগুলো হলো শাসকের ন্যায়পরায়ণ আচরণ, নিপীড়নমুক্ত স্বাধীন পরিবেশে ও আইনের শাসন প্রয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ। আইন হতে হবে নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট যেন সহজেই তা বোধগম্য হয় এবং সবাই তা পালন করতে বা মেনে চলতে পারে। আইন কার্যকর করবে আদালত। কোনো ব্যক্তির ইচ্ছা অনুযায়ী বিচার কাজ চলবে না, তা চলবে আইনের আলোকে।

৮. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকরণ ঃ বিচার বিভাগকে আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগে বিচারক নিয়োগ করতে হবে। জেলা ও অধঃস্তন আদালতগুলোর বিচারক নিয়োগ করতে হবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে।

৯. সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি ঃ সরকারকে দক্ষ, দূরদর্শী ও কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হতে হবে। দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তথ্যের সহজলভ্যতা সৃষ্টি করতে হবে, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করতে হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। দক্ষ ও দূরদর্শী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১০. দুর্নীতি প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ ঃ দুর্নীতির বিস্তার নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিরোধ করতে হবে। দুর্নীতি বিরোধী সভা–সমিতি, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দুর্নীতি বিরোধী আলোচনার ব্যবস্থা করতে হবে, প্রয়োজনে সিলেবাসে দুর্নীতি বিরোধী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এছাড়াও নৈতিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা-জনগণের মনে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতিকে ঘৃণা করার মানসিকতা বৃদ্ধি করতে হবে।

১১. সুযোগ্য নেতৃত্ব ঃ দক্ষ, সৎ, দূরদর্শী, অভিজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ, জনদরদি বা জনবান্ধব নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শিক্ষিত, সৎ ও প্রজ্ঞাবান নেতৃত্বের অভাবে একটি রাষ্ট্র কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সাধন করতে পারে না।

১২. সার্বভৌম ও কার্যকর আইনসভা ঃ আইনসভার সার্বভৌমত্ব শুধু তত্ত্বকথায় যেন পর্যবসিত না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। রাষ্ট্রের সকল সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে—আইনসভায় বসে যুক্তিতর্ক পেশ করে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। আইনসভাকে বাদ দিয়ে রাজপথে আন্দোলনের মাধ্যমে দাবিদাওয়া আদায়ের কুঅভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। অকারণে, ঘন ঘন সংসদ বয়কট বা এখান থেকে ওয়াকআউট করা যাবে না। সংসদে অনুপস্থিত থাকার সময়সীমা কমাতে হবে। সকল সদস্যের বিশেষ করে বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের আলোচনার সুযোগ দিতে হবে।

১৩. জন অংশগ্রহণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ঃ রাষ্ট্র ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বনির্ভর ও স্ব-শাসিত করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নীতি প্রণয়নে নাগরিকদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে হবে।

১৪. স্বাধীন কর্মকমিশন প্রতিষ্ঠা ঃ জনপ্রশাসনে নিয়োগ এবং পদোন্নতির জন্য মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থী বাছাই করতে হবে। এজন্য নিরপেক্ষ, সৎ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি সমন্বয়ে কর্মকমিশন গঠন করতে হবে।

১৫. স্বাধীন নির্বাচন কমিশন ঃ রাজনৈতিক দল গঠন ও পরিচালনায় স্বচ্ছতা আনয়ন করতে হবে। দলগুলোর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করতে হবে। দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চা, স্বচ্ছ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে।

১৬. স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠন ঃ মানবাধিকার লংঘন যেন না হয়, কারো ওপর যেন অন্যায় নির্যাতন না করা হয়, সরকার যেন অন্যায়-নির্যাতন না করতে পারে—তা দেখার জন্য মানবাধিকার কমিশন গঠন করতে হবে।

সূচিপত্র

১৭. জনস্বার্থকে প্রাধান্য প্রদান ঃ সমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণ সুশাসনের লক্ষ্য হওয়ায় এ প্রক্রিয়ায় জনগণের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য। এ অংশগ্রহণ সম্ভবপর হয় যখন গভর্ন্যান্স উক্ত জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিণত হয়।

১৮. লক্ষ্য নির্ধারণ এবং অগ্রাধিকার বিবেচনায় পারঙ্গমতা ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে লক্ষ্য নির্ধারণ এবং অগ্রাধিকার বিবেচনায় পারঙ্গম ও দূরদর্শী হতে হবে।

১৯. দারিদ্র্য দূরীকরণ ঃ দারিদ্র্য দূরীকরণে পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২০. স্থানীয় সরকার কাঠামো শক্তিশালীকরণ ঃ স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে হবে। স্থানীয় সরকারকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা প্রদান করার পাশাপাশি এর উপর থেকে সরকারের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করতে হবে।

২১. জনসচেতনতা বৃদ্ধি ঃ সুশাসন কী, কীভাবে সুশাসন নিশ্চিত করা যাবে, এক্ষেত্রে জনগণ ও সরকারের কী করণীয় সে সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

২২. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ঃ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য মৌলবাদী, জঙ্গী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলোর অপতৎপরতা নস্যাৎ করে দিতে হবে।

২৩. ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা ঃ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

২.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের করণীয়

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারকে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ঃ

১. সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশ ঃ সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশ করতে হবে। বিশেষ করে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারগুলো ভোগের উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। অর্থনৈতিক অধিকার ছাড়া ব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপন করতে এবং তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে না। অর্থনৈতিক অধিকারের নিশ্চয়তা না থাকলে নাগরিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলো অর্থহীন হয়ে পড়ে।

২. মত প্রকাশের স্বাধীনতা ঃ প্রত্যেক নাগরিককে তার চিন্তা, মত ও বক্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে। কেননা এসব অধিকার ব্যতীত কোন ব্যক্তি সভ্য ও সুন্দর জীবনযাপন করতে পারে না। এসব অধিকারের অভাবে ব্যক্তিসত্তারও পূর্ণ বিকাশ ঘটে না।

৩. শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধান ঃ সহিংসতার পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ উপায়ে যেন সমস্যার সমাধান বা দাবি-দাওয়া মেটানো যায় তার অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। আলোচনার পরিবেশ তৈরি ও সবসময় তা বজায় রাখতে হবে।

৪. দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা ঃ দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে শাসন বিভাগ সবসময় তাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত ও কাজের জন্য আইনসভার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে। আইনসভার আস্থা হারালে পদত্যাগ করবে। রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার হলে সেক্ষেত্রে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে।

৫. জবাবদিহিমূলক জনপ্রশাসন ঃ দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে। প্রশাসনিক কর্মকর্তারা সবসময় দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক আচরণ করবে।

৬. দক্ষ ও কার্যকর সরকার ঃ দক্ষ ও কার্যকর সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সরকার দক্ষ না হলে এবং কার্যকর প্রশাসন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হলে কোনোদিনই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

৭. জনসম্মতি ঃ সরকারের কাজের বৈধতা অর্থাৎ সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতি জনগণের সম্মতি থাকতে হবে।

৮. সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারকে তৎপর হতে হবে। উচ্চাভিলাষী ও ভুল সিদ্ধান্ত সুশাসন প্রতিষ্ঠা ব্যাহত করে।

৯. স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা ঃ সরকারের কাজ এবং গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত হতে হবে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। জনগণ যেন সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বুঝতে পারেন। এরূপ হলে সরকারি কাজে জন অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।

১০. একাধিক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি ঃ একাধিক রাজনৈতিক দল থাকতে হবে এবং তারা যেন তাদের কার্যকলাপ স্বাধীনভাবে চালাতে পারে, মত প্রকাশ করতে পারে, সংঘটিত হতে পারে, তার অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।

১১. অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ঃ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে। এজন্য নির্বাচন কমিশনকে মুক্ত, নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচন কমিশনের হাতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

১২. ব্যবস্থাপনায় দক্ষ ও বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ ঃ ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, রাজস্ব ও আর্থিক খাত ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা দেখাতে হবে এবং উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের দিয়ে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করতে হবে এবং তা প্রচার করতে হবে।

১৩. দক্ষ জনশক্তি ঃ আকস্মিক উদ্ভূত বিষয় মোকাবিলায় পারঙ্গম হতে হবে। এজন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে।

১৪. বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে সাবধানতা ঃ বিতর্কিত বিষয়ে সাবধানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কোনো অবস্থায় যেন কোনো বিতর্কিত সিদ্ধান্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশকে উত্তপ্ত করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

১৫. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ঃ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আইনের যথার্থ প্রয়োগ যেন ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১৬. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ ঃ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। বিচারকদের চাকরির নিশ্চয়তা প্রদান এবং সামাজিক মর্যাদা প্রদান, বেতন-ভাতা প্রদান ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে।

১৭. আইনসভাকে গতিশীল ও কার্যকর করা ঃ সংসদকে গতিশীল ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে দিতে হবে। সংসদ সদস্যদেরকে সংসদে বসেই সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে। জাতীয় সংসদকে আইন প্রণয়নে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

১৮. সহিংসতা পরিহার ঃ রাজপথে সহিংস আন্দোলন, জ্বালাও-পোড়াও ছেড়ে সংসদে বসে আলোচনার টেবিলে সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে।

১৯. স্পষ্ট ও সহজবোধ্য আইন প্রণয়ন ঃ এমন আইন, বিধি-বিধান প্রণয়ন করতে হবে যেন তা হয় স্পষ্ট ও সহজবোধ্য। আইন হবে সময়োপযোগী।

২০. ব্যাপক জনঅংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ঃ রাজনৈতিক, প্রশাসনিক কাজ ও নীতি প্রণয়নে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত করে দিতে হবে এবং নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকতে হবে।

২১. শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ঃ শক্তিশালী স্বশাসিত স্থানীয় সরকার গড়ে তুলতে হবে। এগুলোর ওপর কোনো ধরনের বাহ্যিক খবরদারি করা চলবে না। প্রশাসনিক কর্মকর্তা কিংবা জাতীয় সংসদ সদস্যদের খবরদারি না থাকাই শ্রেয়।

২২. সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন ঃ সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে। শুধু সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করলেই চলবে না, তা বাস্তবায়নও করতে হবে।

২৩. দারিদ্র্য দূরীকরণ ঃ সরকারকে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বাস্তবসম্মত ও সুসমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

সূচিপত্র

২৪. জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ ঃ সুশাসন সম্পর্কে, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে, সরকারের স্থায়িত্বশীলতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে, জনগণকে অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে, সাম্প্রদায়িক শক্তির অপতৎপরতা সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য সরকারের প্রচারযন্ত্রকে সবল করে তুলতে হবে।

২৫. ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা ঃ সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এজন্য সংবিধানে স্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে।

২৬. কার্যকর মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা ঃ স্বাধীন, ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন ও কার্যকর মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করে আইনের শাসন ও মানবাধিকারকে নিশ্চিত করতে হবে।

২৭. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি ঃ কোনো জঙ্গী, মৌলবাদী, অশুভ সাম্প্রদায়িক শক্তি যেন মাথাচাড়া দিতে না পারে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যেন বিনষ্ট না হয়—সেজন্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

২.৪ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য
Role of Citigens in order to establish good Governance

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অধিকার ভোগের বিনিময়ে নাগরিককে বেশ কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। একজন নাগরিক যখনই কোনো অধিকার ভোগ করতে চায় তখনই এর সাথে কিছু কিছু কর্তব্য পালনের বিষয়ও চলে আসে। অধিকার ও কর্তব্য সমাজবোধ থেকে এসেছে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে শুধু সরকারকেই সচেষ্ট হতে হবে তা নয়। এজন্য নাগরিকেরও অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। কেননা কর্তব্যবিমুখ জাতি কখনো উন্নতি লাভ করতে পারে না, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ ঃ

১. সামাজিক দায়িত্ব পালন ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি গড়ে ওঠে নাগরিকের সামাজিক দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে। এগুলো হলো- সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলা এবং তা বজায় রাখা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠন বা নির্মাণ এবং তা পরিচালনা করা, সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন এবং এতে অংশগ্রহণ করা, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা, সমাজে বসবাসকারী মানুষকে কুসংস্কার মুক্ত, পরমতসহিষ্ণু ও সংস্কৃতিবান করে গড়ে তোলা ইত্যাদি হলো নাগরিকের সামাজিক দায়িত্ব।

২. রাষ্ট্রের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন (Unconditional allegiance to the State) ঃ রাষ্ট্রের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন করা সকল নাগরিকের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। রাষ্ট্রের আদেশ ও নির্দেশ মেনে চলতে হবে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য প্রত্যেক নাগরিককে চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে।

৩. আইন মান্য করা (Obedience to Law) ঃ রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন মেনে চলা প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। আইন তৈরি হয় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নততর সমাজজীবন প্রতিষ্ঠার জন্য। আইন অমান্য করলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্ত হয়। আইন শুধু নিজে মানলেই হবে না, অন্যেরাও যেন আইন মেনে চলে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

৪. সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচন (Selection of honest and qualified leadership) ঃ নির্বাচনে ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে সততা ও বিজ্ঞতার সাথে যোগ্য ও উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচিত করা উচিত। সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচিত হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।

৫. নিয়মিত কর প্রদান (Regular Payment of Taxes) ঃ রাষ্ট্র নাগরিকদের ওপর বিভিন্ন ধরনের কর আরোপ করে। কর থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে রাষ্ট্রীয় কাজ সুসম্পন্ন হয়। নাগরিকগণ যদি স্বেচ্ছায় যথাসময়ে কর প্রদান না করে তাহলে রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা ব্যাহত হবে এবং সুশাসন বাধাগ্রস্ত হবে।

৬. রাষ্ট্রের সেবা করা (Public Service) ঃ রাষ্ট্রের সেবা করা, রাষ্ট্রের প্রয়োজনে এবং রাষ্ট্রকর্তৃক প্রদত্ত অবৈতনিক দায়িত্ব পালন, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে জনগণের সেবা করা, রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যে কোনো রাষ্ট্রীয় কাজে সহায়তা করা, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রকে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করা নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব।

৭. সন্তানদের শিক্ষাদান (To Educate the Children) ঃ শিক্ষা ব্যতীত নাগরিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে না। শিক্ষা নাগরিককে কর্তব্য দায়িত্ব পালনে সচেতন করে। উপযুক্ত শিক্ষা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। পিতামাতার উচিত সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত এবং কুসংস্কার মুক্ত, পরমতসহিষ্ণু ও সংস্কৃতিবান করে গড়ে তোলা, যেন তারা বড় হয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারে।

৮. রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ (Participation in Development Activities) ঃ জনগণের জন্যই রাষ্ট্র। কাজেই রাষ্ট্রের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। যে কোনো দুর্যোগে, আপদে-বিপদে জনগণকে তা মোকাবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

৯. জাতীয় সম্পদ রক্ষা (Protect Public Property) ঃ রাষ্ট্রের সকল সম্পদই জনগণের সম্পদ (Public Property)। কাজেই জন সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে হবে জনগণকেই। হরতালের সময় আবেগবশত কিংবা দুষ্কৃতিকারী ও অসৎ নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কেউ যেন রাষ্ট্রীয় তথা জনসম্পদ ভাংচুর বা বিনষ্ট করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ধ্বংসাত্মক কাজে নিজে বিরত থাকতে হবে এবং অন্যদেরকেও বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

১০. আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য করা (To help law and order and Dicipline) ঃ দেশে যদি আইনশৃঙ্খলা দুর্বল হয় বা ভেঙে পড়ে তাহলে রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। এর ফলে সুশাসন বাধাগ্রস্ত হয়। এজন্যই সকল নাগরিককে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সচেষ্ট হতে হবে। এজন্য প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীকে চোর-ডাকাত-দুষ্কৃতিকারী, উগ্র, হিংস্র, জঙ্গীদের সন্ধান বা অবস্থান জানাতে হবে।

১১. সচেতন ও সজাগ হতে হবে (Become Conscious and Alert) ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নাগরিকগণকে সচেতন ও সজাগ হতে হবে। নাগরিকগণ সজাগ ও সচেতন হলে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা তাদের অধিকার হরণ করতে পারবে না, স্বেচ্ছাচারী হতে পারবে না, সরকার দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক আচরণ করতে বাধ্য হবে।

১২. সংবিধান মেনে চলা (To abide by Constitution) ঃ সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। সুতরাং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে সকল নাগরিককে সংবিধান মেনে চলতে হবে, সবকিছুর ওপর সংবিধানকে স্থান দিতে হবে।

১৩. সুশাসনের আগ্রহ (Eagerness of Good governance) ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নাগরিকদের আগ্রহ থাকতে হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় একজন নাগরিককে প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাশে দাঁড়াতে হবে, দরিদ্র মানুষকে সাহায্য করতে হবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হবে, দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে।

১৪. উদার ও প্রগতিশীল দলের প্রতি সমর্থন (Selection of Liberal & Progressive Political Party) ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নাগরিককে উদার ও প্রগতিশীল দলের প্রতি সমর্থন জানাতে হবে, সন্ত্রাসী ও সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ডকে প্রশ্রয়দানকারী দল ও ব্যক্তিকে এড়িয়ে চলতে হবে এবং ঘৃণা জানাতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলো যেন হরতাল, ধর্মঘট, জ্বালাও-পোড়াও নীতি পরিহার করে এজন্য চাপ প্রয়োগ করতে হবে।

সূচিপত্র

২.৫ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসনের গুরুত্ব
Importance of Good Governance in Social, Political and Economic Sphere

সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসনের গুরুত্ব ক্রমশ বেড়েই চলছে। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

১. সামাজিক ক্ষেত্রে সুশাসনের গুরুত্ব ঃ প্রথমেই ধরা যাক সামাজিক ক্ষেত্রের কথা। সুশাসন ছাড়া সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলা ও তা বজায় রাখা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠন, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, সন্তানসন্ততিকে শিক্ষিত, রুচিবান ও সংস্কৃতিবান করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কেননা এগুলো সবই সম্ভব সুশাসিত সমাজ ও রাষ্ট্রে।

২. রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্ব ঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সুশাসনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আইন না মানলে শাস্তি পেতে হবে, সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। সব থেকে বড় কথা আইন মানুষের অধিকার উপভোগ করার সুযোগ সৃষ্টি করে। আইনের উপস্থিতি ছাড়া উৎকৃষ্ট নাগরিক জীবন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে আইন সঠিকভাবে কার্যকর করা যায় না এবং নাগরিক অধিকার উপভোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে সততা ও সতর্কতার সাথে একজন নাগরিক তার ভোটাধিকার প্রয়োগ ও প্রার্থী বাছাই করতে পারে না, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

৩. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্ব ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর সহিংস আচরণ এবং হরতাল, জ্বালাও-পোড়াও নীতি অবলম্বনের ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। উন্নয়ন সহযোগী দাতা সংস্থাগুলো মুখ ফিরিয়ে নেয়, বিদেশি উদ্যোক্তারা এসব দেশে শিল্প-কলকারখানা স্থাপনে বা পুঁজি বিনিয়োগে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায় এবং বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পায়।

সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে মানুষের মনোবল ভেঙে যায়। মানুষ হতোদ্যম ও নিরাশ হয়ে পড়ে। সুশাসন না থাকলে সামনে একটি অন্যায় কাজ সংঘটিত হলেও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস ও মনোবল মানুষ হারিয়ে ফেলে। তরুণ ও যুবকশ্রেণি এর ফলে নিরাশ হয়ে পড়ে।

সুতরাং নাগরিক অধিকারগুলোকে উপভোগ করতে চাইলে, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করতে চাইলে, রাষ্ট্রের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে চাইলে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ সবাইকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। সবাইকে সৎ, দুর্নীতিমুক্ত মন নিয়ে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

(√ চিহ্নটি সঠিক উত্তর)

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১। দুর্নীতি দমনের জন্য প্রয়োজন—
ক. নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন
খ. দক্ষ কর্মকমিশন
গ. মানবাধিকার কমিশন
√ঘ. স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন

২। সুশাসন বাধাগ্রস্ত হয়—
√ক. আইনের শাসন না থাকলে
খ. অর্থ সম্পদ না থাকলে
গ. সুসজ্জিত সেনাবাহিনী না থাকলে
ঘ. জনসংখ্যা কম থাকলে

৩। সুশাসনের একটি সমস্যা হলো—
ক. বড় বড় অট্টালিকার অভাব
খ. সম্মোহনী নেতার অভাব
√গ. জবাবদিহিতার অভাব
ঘ. দাতা দেশগুলোর সমর্থনের অভাব

৪। সরকারের কার্যকারিতা নষ্ট হয়—
ক. টাকা পয়সার অভাবে
√খ. নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতার অভাবে
গ. বিরোধী দলের সহিংস আচরণের জন্য
ঘ. দাতা দেশগুলোর সাহায্য না দেওয়ার কারণে

৫। নিচের কোন্ দেশে অকারণে ক্ষতিকর হরতাল ডাকা হয়?
ক. আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র খ. জার্মানি গ. জাপান √ঘ. বাংলাদেশ

৬। নিচের কোন্ দেশটি প্রায় এক যুগের অধিক সময় ধরে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েই চলছে?
ক. জার্মানি খ. সুইডেন গ. দক্ষিণ কোরিয়া √ঘ. বাংলাদেশ

৭। কোন্ তিনটি মহাদেশে বারবার সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে?
ক. ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা
√খ. এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন (দক্ষিণ) আমেরিকা
গ. ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, ওসেনিয়া
ঘ. উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া

খ. কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন

১. ছকটি দেখ এবং নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

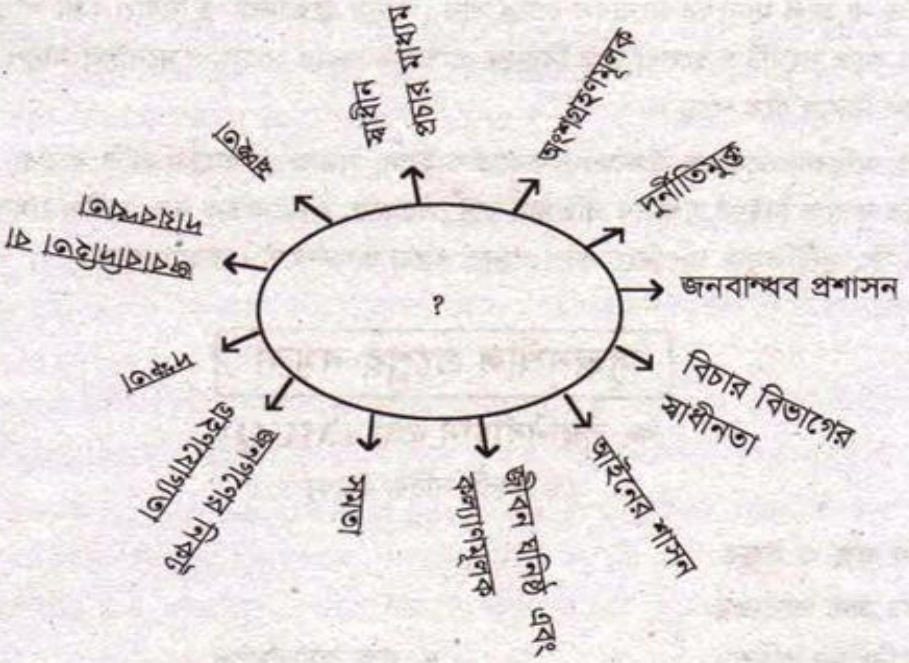

প্রশ্ন ঃ

ক. ছকের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির শূন্যস্থান পূরণ কর।
খ. সুশাসন কী?
গ. সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে কী কী সমস্যা দেখা দেয়?
ঘ. 'সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের পাশাপাশি নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে'—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

মূল্যবোধ, আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য
VALUES, LAW, LIBERTY AND EQUALITY

পৌরনীতি ও সুশাসন সমাজ ও রাষ্ট্রের বিমূর্ত কিছু মৌল বিষয় বা ধারণা (concept) বা প্রত্যয় নিয়ে আলোচনা করে। এ বিমূর্ত বিষয় বা প্রত্যয় বা ধারণা হলো মূল্যবোধ, আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য। এগুলো একটির সাথে অন্যটি খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এর একটির সাথে অন্যটির পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়।

সমাজজীবনে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ড যে সকল নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে। যে সমাজ ও রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারণা যত বেশি উন্নত, সে সমাজ ও রাষ্ট্র তত বেশি উন্নত ও প্রগতিশীল। সুশাসনের সাথে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সম্পর্ক খুবই নিবিড়।

মূল্যবোধ থেকে আসে আইন। আইন হচ্ছে নাগরিকদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কিছু বিধানের সমষ্টি যা রাষ্ট্র ও সমাজ কর্তৃক গৃহীত ও সমর্থিত এবং জনকল্যাণের জন্য অপরিহার্য। আইন স্বাধীনতার শর্ত ও প্রধান রক্ষাকবচ। আইন স্বাধীনতার রক্ষক। **জন লক** বলেছেন যে, 'যেখানে আইন থাকে না সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না।' স্বাধীনতার পাশাপাশি রয়েছে সাম্যের ধারণা। সাম্যের সাধারণ অর্থ হলো সমান। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নীতিগতভাবে স্বীকার করা হয় যে, সকল মানুষ সমান। পৌরনীতি ও সুশাসনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা এবং সকলকে সমানভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করাকে সাম্য বলে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন, স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর।

শিখন ফল ঃ এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

১। মূল্যবোধের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২। মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।
৩। মূল্যবোধের ভিত্তি বা উপাদান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৪। মূল্যবোধের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবে।
৫। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬। নিজ জীবনে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চায় আগ্রহী হবে।
৭। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মূল্যবোধের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৮। আইন ও নৈতিকতার সম্পর্ক বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৯। স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে সাম্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১০। স্বাধীনতা ও সাম্যের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১১। আইন, স্বাধীনতা ও সাম্যের পারস্পরিক সম্পর্ক মূল্যায়ন করতে পারবে।

এ অধ্যায়ের প্রধান শব্দ (Key Words) ঃ মূল্যবোধ (Values), সামাজিক মূল্যবোধ (Social Values), গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ (Democratic Values), সামাজিক ন্যায়বিচার, শৃঙ্খলাবোধ, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শ্রমের মর্যাদা, আইনের শাসন (Rule of Law), নাগরিক সচেতনতা, সুশাসন (Good Governance), প্রথা, ন্যায়বোধ, ফৌজদারি আইন (Criminal Law), নৈতিকতা, স্বাধীনতা (Liberty), সাম্য, সাংবিধানিক সরকার ইত্যাদি।

৩.১ মূল্যবোধ
Values

ধারণা ও সংজ্ঞা (Conception and Definition) ঃ যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামগ্রিক আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে, তাকেই আমরা সাধারণত মূল্যবোধ বলে থাকি। সমাজজীবনে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ড যে সকল নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে।

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে মূল্যবোধের বিশেষ করে সামাজিক মূল্যবোধের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

স্টুয়ার্ট সি. ডড (Stuart C. Dodd) বলেন, "সামাজিক মূল্যবোধ হলো সে সব রীতিনীতির সমষ্টি, যা ব্যক্তি সমাজের নিকট হতে আশা করে এবং যা সমাজ ব্যক্তির নিকট হতে লাভ করে।"

এইচ. ডি. স্টেইন (H.D. Stain)-এর মতে, "জনসাধারণ যার সম্বন্ধে আগ্রহী, যা তারা কামনা করে, যাকে তারা অত্যাবশ্যক বলে মনে করে, যার প্রতি তাদের অগাধ শ্রদ্ধা বর্তমান এবং যা সম্পাদনের মাধ্যমে তারা আনন্দ উপভোগ করে তাকেই মূল্যবোধ বলে।"

এম. আর. উইলিয়াম (M.R. William)-এর মতে, "মূল্যবোধ মানুষের ইচ্ছার একটি প্রধান মানদণ্ড। এর আদর্শে মানুষের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এই মানদণ্ডে সমাজে মানুষের কাজের ভালো-মন্দ বিচার করা হয়।"

এম. ডব্লিউ. পামফ্রে-এর মতে, "মূল্যবোধ হচ্ছে ব্যক্তি বা সামাজিক দলের অভিপ্রেত ব্যবহারের সুবিন্যস্ত প্রকাশ।"

ক্লাইড ক্লুখোন (Clyde Kluokhon)-এর মতে, "সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে সেসব প্রকাশ্য ও অনুমেয় আচার-আচরণের ধারা যা ব্যক্তি ও সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকৃত।"

নিকোলাস রেসার (Nicholas Rescher)-এর মতে, "সামাজিক মূল্যবোধ সেসব গুণাবলি, যা ব্যক্তি নিজের সহকর্মীদের মধ্যে দেখে খুশি হয় এবং নিজের সমাজ, জাতি, সংস্কৃতি ও পরিবেশকে মূল্যবান মনে করে খুশি হয়।"

সমাজবিজ্ঞানী **জেন লেন্নন**-এর মতে, "সামাজিক মূল্যবোধ বলতে কোনো স্থান বা এলাকার ধর্মীয়, ঐতিহ্যপূর্ণ, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা জাতীয় গুণাবলিকে বোঝায়, যা ঐ স্থানের অধিকাংশ বা স্বল্পসংখ্যক লোক পালন করেন।" (Social value embraces arrange of qualities for a place such as spiritual, traditional, economic, political or national qualities which are valued by the majority or minority group of the place.)

সমাজবিজ্ঞানী **এফ. ই. মেরিল** (F. E. Meril) বলেন, "সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে বিশ্বাসের এক প্রকৃতি বা ধরন, যা গোষ্ঠীগত কল্যাণে সংরক্ষণ করাকে মানুষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে।" (A social value may be defined as a pattern of belief whose maintenance is considered important to group welfare.)

সুতরাং সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে সেসব আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডের সমষ্টি, যা সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে এবং সমাজজীবনে ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে। সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে শিষ্টাচার, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতাবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, সৌজন্যবোধ প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি বা মানবীয় গুণাবলির সমষ্টি। সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্তনশীল।

৩.২ মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Values

সামাজিক মূল্যবোধের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. সামাজিক মাপকাঠি ঃ মানুষের কর্মকাণ্ডের ভালো-মন্দ বিচার করার ভিত্তিই হচ্ছে মূল্যবোধ। মূল্যবোধ মানুষের আচার-ব্যবহার, ধ্যান-ধারণা, চাল-চলন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করার মাপকাঠি স্বরূপ।

২. যোগসূত্র ও সেতুবন্ধন ঃ মূল্যবোধ সমাজের মানুষকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে। একই রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও আদর্শের ভিত্তিতে সমাজের সকলে পরস্পর মিলিত ও সংঘবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করে।

৩. নৈতিক প্রাধান্য ঃ মূল্যবোধ আইন নয়। এর বিরোধিতা বেআইনি নয়। এটা মূলত একপ্রকার সামাজিক নৈতিকতা। মূল্যবোধের প্রতি সমাজে বসবাসকারী মানুষের শ্রদ্ধাবোধ আছে বলে মানুষ এটা মেনে চলে।

৪. বিভিন্নতা ঃ মূল্যবোধ বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। দেশ, জাতি, সমাজ ও প্রকৃতিভেদে মূল্যবোধের পরিবর্তন হয় এবং স্থান, কাল, পাত্রভেদে মূল্যবোধের পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যেমন-পাশ্চাত্য দেশে মেয়েরা যে পোশাক পরে আমাদের দেশে মেয়েদের জন্য সে পোশাক সমাজ কর্তৃক গ্রহণযোগ্য নয়।

সূচিপত্র

৫. বৈচিত্র্যময়তা ও আপেক্ষিকতা ঃ মূল্যবোধ বৈচিত্র্যময় ও আপেক্ষিক। আজ যা মূল্যবোধ বলে পরিগণিত, কাল তা সেভাবে বিবেচ্য নাও হতে পারে।

৬. পরিবর্তনশীলতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা ঃ মূল্যবোধের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর পরিবর্তনশীলতা। সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল। আর এ পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজ অনুসৃত মূল্যবোধগুলোরও পরিবর্তন সাধিত হয়। অতীতের অনেক মূল্যবোধ বর্তমানে আমাদের কাছে অর্থহীন। যেমন- বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ প্রথা। আবার বর্তমানের অনেক মূল্যবোধ ভবিষ্যতে নাও থাকতে পারে। মূল্যবোধ নৈর্ব্যক্তিক।

৩.৩ মূল্যবোধের ভিত্তি বা উপাদান
Bases or Elements of Values

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যে উপাদানগুলো মূল্যবোধের ভিত্তি বা উপাদান বলে স্বীকার করা হয়, নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো ঃ

১. নীতি ও ঔচিত্যবোধ ঃ সমাজ হচ্ছে স্বাভাবিক পরিবেশ, যাকে নৈতিকতা ও ঔচিত্যবোধের বিকাশ ভূমি বা শিক্ষাক্ষেত্র বলা যেতে পারে। নৈতিকতার সাথে তাই মূল্যবোধের সম্বন্ধ অত্যন্ত নিবিড়। সমাজে কারও ক্ষতি না করা, কারো মনে কষ্ট না দেয়া, কটূক্তি না করা প্রভৃতি হচ্ছে নীতি ও ঔচিত্যবোধ। নীতি ও ঔচিত্যবোধের অনুমোদন ব্যক্তি তার নিজের কাছ থেকেই পেয়ে থাকে। এর ফলে সে ন্যায়, অন্যায়, ভালো, মন্দ, উচিত, অনুচিতের পার্থক্য করে তার নিজের ভালো বা মঙ্গলের চেষ্টা করে।

২. সামাজিক ন্যায়বিচার ঃ সামাজিক ন্যায়বিচারের অর্থ, ধর্ম-বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন সকলের প্রতি বিচারের মানদণ্ড এক ও অভিন্ন। আইনের চোখে সবাই সমান। সমাজে বসবাসকারী সকলের সুবিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হলেই ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষিত হবে। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায়বিচার ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি।

৩. শৃঙ্খলাবোধ ঃ সমাজজীবনের অগ্রগতির প্রধান সোপান হলো শৃঙ্খলাবোধ। বিশ্বে যে জাতি যত বেশি সুশৃঙ্খল সে জাতি তত বেশি উন্নত। সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে ব্যক্তির নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয় এবং সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। তাই সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিবার থেকে শুরু করে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস, আদালত, কলকারখানা, সর্বত্র শৃঙ্খলার প্রয়োজন। শৃঙ্খলা মানুষের মানবিক মূল্যবোধগুলোকে সুদৃঢ় করে সমাজজীবনকে উন্নতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

৪. সহনশীলতা ঃ সহনশীলতা সুনাগরিকের অন্যতম গুণ। সহনশীলতা গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতম মূল্যবোধ। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের জন্য সহনশীলতা একান্ত অপরিহার্য। অন্যের মতামত ও মনোভাবকে শ্রদ্ধা করার মতো সহিষ্ণুতা থাকতে হবে। সহনশীলতা উত্তেজনা প্রশমিত করে সুখী ও সুন্দর সমাজ গঠনে সাহায্য করে।

৫. সহমর্মিতা ঃ সহমর্মিতা একটি অন্যতম মানবীয় গুণ। এ অনুভূতি মানুষকে পারস্পরিক সুখে-দুঃখে আপন করে এবং মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করে। "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"—এটাই সহমর্মিতার মূল কথা। সহমর্মিতার অনুভূতি সমাজের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে।

৬. শ্রমের মর্যাদা ঃ সব ধরনের শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা করাকে শ্রমের মর্যাদা বলে। এটা একটি অন্যতম মানবিক ও সামাজিক গুণ। উন্নত দেশগুলোতে যেভাবে শ্রমের মর্যাদা দেয়া হয় আমাদের দেশে এখনো তা প্রচলিত হয়নি। একজন দিনমজুরের শ্রম, কৃষকের শ্রম, শিক্ষকের শ্রম, অফিসারের শ্রম, ব্যবসায়ীর শ্রম সবই সমান মর্যাদার অধিকারী। শ্রমের মর্যাদা মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে সমাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করে।

৭. আইনের শাসন ঃ ব্যক্তির স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার রক্ষার জন্য আইনের শাসন অপরিহার্য। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যক্তি তার সামাজিক মর্যাদা খুঁজে পাবে এবং অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত হবে। আইনের শাসন গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত। এ. ভি. ডাইসি (A. V. Dicey)-এর মতে, আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের জন্য একই আইন, কাউকে বিনা অপরাধে গ্রেফতার না করা এবং বিনাবিচারে আটক না রাখা।

৮. নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ ঃ নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ নাগরিকের অন্যতম গুণ। অধিকার ও কর্তব্য সচেতন নাগরিককে সুনাগরিক বলা হয়। সচেতন নাগরিকই বুঝতে পারেন যে, কোন্ প্রার্থী ভালো, কোন্ দল নির্বাচিত হলে তাদের অধিক কল্যাণ সাধিত হবে। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নাগরিকদের যেমন অধিকার দান করেছে, তেমনি তাদের নিকট কিছু কিছু কর্তব্যও দাবি করে। বস্তুত নাগরিককে কর্তব্য সম্পাদনের শর্তে অধিকার ভোগ করতে হয়। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, আইন মেনে চলা, ভোটাধিকারের সদ্ব্যবহার করা, নিয়মিত কর প্রদান করা, সরকারি কাজে অংশগ্রহণ এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা, নিজ সন্তানকে শিক্ষাদান করা, দুস্থ মানুষের সেবা করা প্রভৃতি হলো নাগরিকের কর্তব্য। সুতরাং আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককেই সচেতন এবং কর্তব্যপরায়ণ হতে হবে।

৯. সরকার ও রাষ্ট্রের জনকল্যাণমুখিতা ঃ আধুনিক যুগের রাষ্ট্রগুলো জনকল্যাণকর। নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ছাড়াও বর্তমানে সব রাষ্ট্রই মানব কল্যাণমূলক কাজ করে থাকে। বর্তমান জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রগুলোর দায়িত্ব হলো উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন গড়ে তোলা, সুষম বণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করা, বেকার সমস্যার সমাধান করা, শিক্ষা খাতকে গুরুত্ব প্রদান করা, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা জোরদার করা, প্রান্তিক ও গরিব চাষিদের সাহায্য ও সহজশর্তে ঋণ প্রদান করা এবং জনগণের আত্মবিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা।

১০. সরকার ও রাষ্ট্রের দায়দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা ঃ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সরকারকে হতে হবে দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক। সরকার কী করতে চাচ্ছেন, কেন করতে চাচ্ছেন তা জনগণকে বোঝাতে হবে, জনপ্রতিনিধিসভা বা আইনসভায় আলোচনা করতে হবে এবং দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। তবে জনগণ তথা নাগরিকদেরও দায়িত্ব সচেতন হতে হবে।

৩.৪ মূল্যবোধের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Values

যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামগ্রিক আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে, তাকেই আমরা সাধারণত মূল্যবোধ বলে থাকি। মূল্যবোধ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. সামাজিক মূল্যবোধ (Social values) ঃ যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামাজিক আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তার সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে। **স্টুয়ার্ট সি. ডড.**-এর মতে, 'সামাজিক মূল্যবোধ হলো সে সব রীতিনীতির সমষ্টি, যা ব্যক্তি সমাজের নিকট হতে আশা করে এবং যা সমাজ ব্যক্তির নিকট হতে লাভ করে।' **ক্লাইড ক্লুখোন**-এর মতে, 'সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে সেসব প্রকাশ্য ও অনুমেয় আচার-আচরণের ধারা যা ব্যক্তি ও সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকৃত।' **নিকোলাস রেসার**-এর মতে, 'সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে সেসব গুণাবলি যা ব্যক্তি নিজের সহকর্মীদের মধ্যে দেখে খুশি হয় এবং নিজের সমাজ, জাতি, সংস্কৃতি ও পরিবেশকে মূল্যবান মনে করে খুশি হয়।' সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে শিষ্টাচার, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতাবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, সৌজন্যবোধ প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি বা গুণাবলির সমষ্টি।

২. রাজনৈতিক মূল্যবোধ (Political Values) ঃ যে চিন্তাভাবনা লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের রাজনৈতিক আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করে তার সমষ্টিকে রাজনৈতিক মূল্যবোধ বলে। রাজনৈতিক সততা, শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ, রাজনৈতিক সহনশীলতা, রাজনৈতিক জবাবদিহিতার মানসিকতা, দায়িত্বশীলতার নীতি কার্যকর করা, পরমতসহিষ্ণুতা, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের প্রতি সংখ্যালঘিষ্ঠের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এবং তা বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান, সংখ্যালঘিষ্ঠের মতের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠের সহিষ্ণু আচরণ, বিরোধী মতকে প্রচার ও প্রসারের সুযোগ প্রদান, বিরোধী দলকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান না করা, নির্বাচনে জয়-পরাজয়কে মেনে নেয়া, আইনসভাকে কার্যকর হতে সাহায্য করা ইত্যাদি হলো রাজনৈতিক মূল্যবোধ।

সূচিপত্র

৩. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ (Democratic Values) ঃ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেসব চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের গণতান্ত্রিক আচার-ব্যবহার ও দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তাকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বলে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এসব মূল্যবোধ মানুষের ইচ্ছার একটি প্রধান মানদণ্ড। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে অন্যের মতামত ও মনোভাবকে শ্রদ্ধা জানাতে হয়। কেননা সহনশীলতা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের অন্যতম গুণ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিককে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ, গোষ্ঠীস্বার্থ ও দলীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হয়। গঠনমূলক সমালোচনা করার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং সমালোচনা সহ্য করার মানসিকতা ও সংযম গড়ে তুলতে হবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মানুষকে পারস্পরিক সুখে-দুঃখে একে অপরের পাশে দাঁড়াতে হবে। সবসময় ভাবতে হবে 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' শৃঙ্খলাবোধে বিশ্বাসী হতে হবে। অধিকার ও কর্তব্য সচেতন হতে হবে। সরকারকে তাদের নীতি ও সিদ্ধান্তের জন্য দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক আচরণ বা মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। নির্বাচনে জয়-পরাজয়কে মেনে নিতে হবে। আইনসভাকে কার্যকর করতে হবে। হরতাল, জ্বালাও-পোড়াও নয়, বরং আইনসভায় বসে আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় সব সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে।

৪. ধর্মীয় মূল্যবোধ (Religious Values) ঃ যে সব ধর্মীয় অনুশাসন, আচার-আচরণ ধর্মীয় কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে ধর্মীয় মূল্যবোধ বলে। সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, অপরের ধর্মমতকে সহ্য করা, অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মকর্ম ও ধর্ম প্রচারে বাধা না দেয়া, রাষ্ট্রীয়ভাবে বিশেষ কোনো ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ভাবা এবং সেভাবে বিশেষ কোনো সুযোগ-সুবিধা প্রদান না করাই হলো ধর্মীয় মূল্যবোধ।

৫. সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ (Cultural Values) ঃ যে সব চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সাংস্কৃতিক আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তাকে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বলে। সমাজে বসবাসকারী মানুষের ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, আচার-ব্যবহার, কর্মকাণ্ড ও সংগঠন থাকতে পারে। সেগুলোর প্রতি সকলের শ্রদ্ধাবোধ থাকতে হবে। সব ধরনের সংস্কৃতি চর্চায় উৎসাহ প্রদান করতে হবে। সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে সংস্কৃতি চর্চায় বাধানিষেধ আরোপ করা উচিত নয়। তবে সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতি চর্চা, পশ্চিমা সংস্কৃতির রুচিহীন চর্চা, আকাশ-সংস্কৃতির মন্দ দিকগুলোর ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে পারে।

৬. নৈতিক মূল্যবোধ (Moral Values) ঃ নীতি ও উচিত-অনুচিত বোধ হলো নৈতিক মূল্যবোধের উৎস। নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে সেসব মনোভাব এবং আচরণ যা মানুষ সবসময় ভালো, কল্যাণকর ও অপরিহার্য বিবেচনা করে মানসিকভাবে তৃপ্তিবোধ করে। সত্যকে সত্য বলা, মিথ্যাকে মিথ্যা বলা, অন্যায়কে অন্যায় বলা, অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা এবং অন্যকে বিরত রাখতে পরামর্শ প্রদান করা, দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো, বিপদগ্রস্ত মানুষের পাঁশে দাঁড়ানো ও বিপদ থেকে উদ্ধারে তাকে সাহায্য করা, অসহায় ও ঋণগ্রস্ত মানুষকে ঋণমুক্ত হতে সাহায্য করাকে নৈতিক মূল্যবোধ বলা যেতে পারে। শিশু তার পরিবারেই সর্বপ্রথম নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা পায়।

৭. অর্থনৈতিক মূল্যবোধ (Economic Values) ঃ মানুষের যেমন সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন রয়েছে তেমনি রয়েছে অর্থনৈতিক জীবন। অর্থনৈতিক জীবনে তাকে কিছু কাজ-কর্ম করতে হয়, বিধি-নিষেধ, রীতি-নীতি ও আদর্শ মেনে চলতে হয়। এগুলোর সমষ্টিকেই বলা হয় অর্থনৈতিক মূল্যবোধ। আর্থিক লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প কলকারখানায় উৎপাদন ও বিপণনের সাথে এসব মূল্যবোধ জড়িত।

৮. আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ (Spiritual Values) ঃ মানুষের কিছু আধ্যাত্মিক বা আত্মিক মূল্যবোধ রয়েছে। এজন্যই মানুষ ভালোভাবে, সৎভাবে বাঁচতে চায়, সৎ থাকতে চায় এবং সৎ মানুষকে পছন্দ করে, মিথ্যেবাদীকে ও অসৎ মানুষকে ঘৃণা করে, ভালো কাজ করতে পারলে মনে মনে স্বস্তি ও তৃপ্তিবোধ করে। অন্তর্নিহিত আত্মিক শক্তিই (Spiritual Power) মানুষকে এসবে উদ্বুদ্ধ করে। আত্মিক মূল্যবোধ সহজাত।

৯. আধুনিক মূল্যবোধ (Modern Values) ঃ সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল। আর এ পরিবর্তনের সাথে সাথে মূল্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটে। এজন্যই অতীতের অনেক মূল্যবোধই এখন অর্থহীন হয়ে পড়েছে। অতীতে বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল, এখন মানুষ বাল্যবিবাহকে অপছন্দ করে। রাষ্ট্র আইন করে বাল্যবিবাহ বন্ধ করে দিয়েছে। অতীতে হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা, সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল, বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। এগুলো আজ আর নেই। মূল্যবোধ এজন্যই নৈর্ব্যক্তিক। বর্তমানের অনেক মূল্যবোধ একদিন ভবিষ্যতে হয়তো থাকবে না। গড়ে ওঠবে নতুন মূল্যবোধ।

৩.৫ মূল্যবোধ ও সুশাসন
Values and good Government

সমাজজীবনে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচার ব্যবহার ও কর্মকাণ্ড যে সব নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের সমষ্টিকে মূল্যবোধ বলে। মূল্যবোধ হচ্ছে শিষ্টাচার, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতাবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, সৌজন্যবোধ প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি বা মানবীয় গুণাবলির সমষ্টি।

মূল্যবোধের সাথে সুশাসনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. সামাজিক ন্যায়বিচার ও শৃঙ্খলাবোধের উন্মেষ ঃ মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায়বিচার ও শৃঙ্খলাবোধ-এর উন্মেষ ঘটায়। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও মূল্যবোধ রক্ষা পায়। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায়বিচার ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। সমাজজীবনে অগ্রগতির প্রধান সোপান হলো শৃঙ্খলাবোধ। শৃঙ্খলাবোধ মানবিক মূল্যবোধগুলোকে সুদৃঢ় করে সমাজ জীবনকে উন্নতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। সামাজিক ন্যায়বিচার ও শৃঙ্খলাবোধ সুশাসনেরও বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োজনীয় উপাদান। যে সমাজ বা রাষ্ট্রে মূল্যবোধের এ দুটো উপাদান অনুপস্থিত সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

২. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ঃ আইনের শাসন মূল্যবোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যক্তি তার সামাজিক মর্যাদা খুঁজে পাবে এবং অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত হবে। আইনের শাসন সুশাসনেরও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও আবশ্যকীয় উপাদান। আইনের শাসন না থাকলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় না।

৩. সামাজিক ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ঃ মূল্যবোধ সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে এবং সমাজজীবনে ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে।

৪. নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে ঃ মূল্যবোধ মানুষের নৈতিক গুণাবলি জাগ্রত ও বিকশিত করে।

৫. কর্তব্যবোধ জাগ্রত করে ঃ কর্তব্যবোধ মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান। কর্তব্যবোধ না থাকলে সুশাসনও প্রতিষ্ঠিত হয় না। এজন্যই নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্যবোধকে নাগরিকের অন্যতম গুণ বলা হয়।

৬. সরকার ও রাষ্ট্রের জনকল্যাণমুখিতা ঃ সরকার ও রাষ্ট্রের জনকল্যাণমুখিতাকে মূল্যবোধের যেমন উপাদন মনে করা হয় তেমনি তা সুশাসনেরও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান বা বৈশিষ্ট্য মনে করা হয়।

৭. জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করে ঃ জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতাকে যেমন সুশাসনের বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করা হয় তেমনি তা মূল্যবোধেরও আবশ্যকীয় উপাদান মনে করা হয়।

সুতরাং সুশাসন পেতে হলে মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এজন্যই বলা হয় যে, ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মূল্যবোধ ও সুশাসনের সম্পর্ক খুবই নিবিড়।

৩.৬ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ
Democratic Values

ধারণা (Concept) ঃ যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তাকেই আমরা সাধারণত মূল্যবোধ বলে থাকি। মূল্যবোধের বিভিন্ন দিক রয়েছে, যথা- সামাজিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রভৃতি। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেসব লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামগ্রিক আচার-ব্যবহার ও দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তাকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বলা হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এসব মূল্যবোধ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এসব মূল্যবোধ মানুষের ইচ্ছার একটি প্রধান মানদণ্ড। এসব মূল্যবোধের আদর্শে মানুষের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। শুধু তাই নয়, এ মানদণ্ডে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাজের ভালোমন্দ বিচার করা হয়। একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রে এসব মূল্যবোধকে সংরক্ষণ করাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রে বসবাসকারী মানুষের এসব মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আছে বলেই তারা এগুলোকে মেনে চলে।

নিচে কয়েকটি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

ক. সহনশীলতা ঃ সহনশীলতা গণতন্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সফল করার জন্য সহনশীলতা একান্ত অপরিহার্য। গণতন্ত্রের অন্যের মতামত ও মনোভাবকে শ্রদ্ধা করার মতো সহিষ্ণুতা থাকতে হবে। সহনশীলতা সুনাগরিকের অন্যতম গুণ। উত্তেজনা প্রশমন ও সুখী সুন্দর সমাজ গঠনে সহনশীলতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

খ. আত্মসংযম ঃ আত্মসংযম সুনাগরিকের একটি বড় গুণ। এই মহৎ গুণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিককে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্র ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও দলীয় স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়ার অনুপ্রেরণা জোগায়। গ্রহণ ও শ্রদ্ধার শিক্ষাই আত্মসংযম। একটি রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের অন্য দলের মতামত শোনা, তা প্রকাশ করতে দেওয়ার এবং তার গঠনমূলক সমালোচনা করতে দেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে। গঠনমূলক সমালোচনা সহ্য করার মানসিকতা বা সংযম থাকতে হবে। সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

গ. সহমর্মিতা ঃ সহমর্মিতা একটি মানবীয় গুণ। সহমর্মিতার অনুভূতি একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রে বসবাসকারী মানুষকে পারস্পরিক সুখে-দুঃখে আপন করে এবং মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করে। 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' সহমর্মিতার এই অনুভূতিই গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে।

ঘ. শৃঙ্খলাবোধ ঃ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অগ্রগতির প্রধান ধাপ বা সোপান হলো শৃঙ্খলাবোধ। যে জাতি যত বেশি সুশৃঙ্খল সে জাতি তত বেশি উন্নত। সমাজ বা রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে ব্যক্তির নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়। এর ফলে রাষ্ট্রের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

ঙ. আইনের শাসন ঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অবশ্যই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। ব্যক্তির স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার রক্ষার জন্য আইনের শাসন অপরিহার্য। আইনের শাসন গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যক্তি তার সামাজিক মর্যাদা খুঁজে পাবে এবং অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত হবে।

চ. নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ ঃ অধিকার ও কর্তব্য সচেতন নাগরিককে সুনাগরিক বলা হয়। সচেতন নাগরিক বুঝতে পারেন কোন্ দল তাদের জন্য ভালো এবং কোন্ প্রার্থী ভালো। দেশের জন্য কেমন শিক্ষাব্যবস্থা, রাজনীতি, শ্রমনীতি, বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করা উচিত এবং তা কোন্ দলের মাধ্যমে তারা যেতে পারেন তা একজন সচেতন নাগরিক বুঝতে পারেন। এজন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিককে সচেতন ও কর্তব্যপরায়ণ হতে হয়।

ছ. রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলগুলোর একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকতে হবে। অপরের মতামত প্রকাশের অধিকারকে শ্রদ্ধা দেখাতে হবে। নিজ দলের নেতা-কর্মীকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

জ. জনগণের রায় বা নির্বাচনি ফলাফলকে মেনে নেওয়া ঃ প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে নির্বাচনের বিকল্প নেই। নির্বাচনে জনগণের দেওয়া রায়কে মেনে নিতে হবে। জয়-পরাজয়কে মেনে নিতে হবে। পরাজিত হলে নির্বাচনের ফলাফলকে মেনে নিয়ে খুঁজে দেখতে হবে—কেন জনগণ তাদের দলকে বর্জন করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতামতকে প্রকাশ করার সুযোগ দিতে হবে।

ঝ. দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা ঃ সরকারকে তাদের নীতি ও সিদ্ধান্তের জন্য দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক আচরণ বা মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। তাদের কর্মকাণ্ড হতে হবে স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত।

৩.৭ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের গুরুত্ব
Importance of Democratic Values

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। যে সমাজ ও রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চেতনা যত বেশি উন্নত, সে সমাজ ও রাষ্ট্র তত বেশি উন্নত ও প্রগতিশীল। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের গুরুত্ব নিম্নরূপ ঃ

১. জাতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ভিত্তি ঃ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ হলো একটি জাতির রাজনৈতিক সম্পদ। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর একটি জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য গড়ে ওঠে।

২. জাতীয় উন্নতির চাবিকাঠি ঃ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাতীয় উন্নতির চাবিকাঠি। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন জাতি কর্মঠ ও পরিশ্রমী হয়। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ জাতি দ্রুত উন্নতি লাভ করে।

৩. দেশাত্মবোধ জাগ্রত করে ঃ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ দেশাত্মবোধ জাগ্রত করে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নিজের প্রতি দেশের প্রতি প্রেম-ভালোবাসার সৃষ্টি করে। দেশকে ভালোবাসা ও দেশের মঙ্গলের জন্য কর্তব্য পালন করার তাগিদ সৃষ্টি হয় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কারণে।

৪. সামাজিক বন্ধন ও জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করে ঃ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের সৌভ্রাতৃত্ববোধ, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি করে। এর ফলে সামাজিক বন্ধন এবং জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় হয়।

৫. নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে ঃ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে এবং পরিপূর্ণতা প্রদান করে।

৬. উদারতা ও সহনশীলতার শিক্ষা দেয় ঃ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ফলে রাজনৈতিক সততা, শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ, রাজনৈতিক সহনশীলতা, পরমতসহিষ্ণুতা, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের প্রতি সংখ্যালঘিষ্ঠের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, সংখ্যালঘিষ্ঠের মতের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠের সহিষ্ণু আচরণ, বিরোধী মতকে প্রচার ও প্রসারের সুযোগ প্রদান, নির্বাচনে জয়পরাজয়কে মেনে নেয়ার মানসিকতা তৈরি হয়। এর ফলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে উত্তেজনা প্রশমিত হয়।

৭. জবাবদিহিতার মানসিকতা ও দায়িত্বশীল আচরণ ঃ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ফলে নাগরিকদের মধ্যে জবাবদিহিমূলক মানসিকতা দায়িত্বশীল আচরণের সৃষ্টি হয়। যারা সরকার পরিচালনা করেন তারা তাদের কাজের জন্য জনপ্রতিনিধিদের নিকট তথা জনগণের নিকট তাদের কাজের জন্য জবাবদিহি করেন, আইনসভায় জনপ্রতিনিধিদের প্রশ্নের উত্তর দেন বা কৈফিয়ত প্রদান করেন। সরকার এবং বিরোধী দল দায়িত্বশীল আচরণ করে।

৮. শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করে ঃ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অগ্রগতির অন্যতম প্রধান ধাপ বা সোপান হলো শৃঙ্খলাবোধ। যে জাতি যত বেশি সুশৃঙ্খল সে জাতি তত বেশি উন্নত। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ একটি জাতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করে। এর ফলে রাষ্ট্রের উন্নতি ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়।

৯. নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার পরিবর্তন ঃ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নির্বাচনি রায় বা জনগণের ম্যান্ডেটকে মেনে নেওয়ার মানসিকতা, সরকারকে নির্দিষ্ট মেয়াদে কাজ করতে দেওয়া এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সরকার গঠন ও পরিবর্তনে বিশ্বাসী করে তোলে।

সুতরাং একটি সুখী, সুন্দর গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হলে সে সমাজ ও রাষ্ট্রে মানবিক, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলোর বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে।

৩.৮ সুশাসন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ
Good Governance and Democratic value

সুশাসন যেমন গণতন্ত্রের প্রাণ, তেমনি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধও সুশাসনের প্রাণ। উভয়ের সম্পর্কের গভীরতা নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

১. জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার ওপর গুরুত্ব আরোপ ঃ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। যে সরকার ব্যবস্থায় বা প্রশাসনে জবাবদিহিতার নীতি কার্যকর হয় এবং যে সরকার ও প্রশাসন যত বেশি স্বচ্ছ সেখানে তত বেশি সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. দায়িত্বশীলতার নীতি কার্যকর হয় ঃ দায়িত্বশীলতা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রাণ। গণতান্ত্রিক সরকার দায়িত্বশীল বলেই সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

৩. পরমতসহিষ্ণুতার পরিবেশ তৈরি হয় ঃ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান হলো পরমতসহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ পরমতসহিষ্ণু হতে সাহায্য করে বলেই সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়।

সূচিপত্র

৪. **পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করে** ঃ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জনগণের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহযোগিতার সম্পর্ক তৈরি করে। সরকারি দল ও বিরোধী দলের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহযোগিতার মনোভাব তৈরি হলে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়।

৫. **আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়** ঃ আইনের শাসন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান। আইনের শাসন না থাকলে একটি রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়।

৬. **মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার নিশ্চিত করে** ঃ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পরিবেশ তৈরি হয়।

৭. **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা** ঃ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সফলতার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। অপরদিকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ব্যতীত সুশাসন প্রতিষ্ঠার কথাও চিন্তা করা যায় না।

সুশাসনের সাথে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সম্পর্ক এজন্য খুবই নিবিড়। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত না হলে গণতন্ত্র সফল বা অর্থবহ হয়ে ওঠে না। তেমনি সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হলেও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলো বিকশিত হয় না।

৩.৯ আইনের ধারণা ও সংজ্ঞা
Conception and Definition of Law

আইনের সাধারণ অর্থ হলো নিয়ম-কানুন বা বিধি-বিধান। ফার্সি **'আইন'** শব্দটির অর্থ সুনির্দিষ্ট নীতি বা নিয়ম। আইনের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Law'. ইংরেজি Law শব্দটির আভিধানিক উৎপত্তি টিউটনিক মূল শব্দ **'Lag'** থেকে। Law শব্দের অর্থ **'স্থির'** বা **'অপরিবর্তনীয়'** এবং 'সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য'। সমাজের আইন কানুনও স্থির। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, দিবা-রাত্রি, জোয়ার-ভাঁটা সবই স্থির নিয়মের অধীন। সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থায় এক নিয়মের রাজত্ব বিরাজমান। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটানোর ক্ষমতা কারো নেই। সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো রাষ্ট্রও একটি প্রতিষ্ঠান। সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সমাজজীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সুস্থ রাষ্ট্রীয় জীবনযাপনের জন্য মানুষকে কিছু কিছু বিধি-নিষেধ ও নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। এসব বিধি-নিষেধ বা নিয়ম-কানুনকে আইন বলে। সুতরাং আইন হচ্ছে ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নিয়মের সমষ্টি যা সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও আইনবিদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আইনের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। **এরিস্টটল** বলেছেন, "যুক্তিসিদ্ধ ইচ্ছার অভিব্যক্তিই হচ্ছে আইন।" (Law is the passionless reason.)। টমাস হবস, জ্যাঁ বোঁদা, অধ্যাপক হল্যান্ড, জন অস্টিন প্রমুখ 'বিশ্লেষণপন্থি লেখক' আইনকে 'সার্বভৌম শক্তির আদেশ' বলে বর্ণনা করেছেন।

টমাস হবস (Thomas Hobbes)-এর মতে, "জনগণের ভবিষ্যৎ কার্যাবলি নির্দিষ্ট করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ যে আদেশ প্রদান করে তাই আইন।"

অধ্যাপক হল্যান্ড (Prof. Holland)-এর মতে, "আইন হচ্ছে, সেই সাধারণ নিয়ম যা মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সার্বভৌম রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ যা প্রয়োগ করেন।" (A Law is a general rule of external action enforced by the sovereign political authority.)

জন অস্টিন (John Austin) বলেন, "আইন হচ্ছে নিম্নতমের প্রতি উর্ধ্বতন রাজনৈতিক কর্তৃত্বের আদেশ।" (Law is the command of the political superior i. e. sovereign to the political inferior.)

স্যার হেনরি মেইন, স্যাভিনি (Savigny), মেইটল্যান্ড, স্যার ফ্রেডারিক পোলক প্রমুখ 'ঐতিহাসিকপন্থি লেখকের' (Historical school) মতে, রাষ্ট্রের মধ্যে সাংবিধানিক আইন, সাধারণ আইন, প্রথা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের আইন রয়েছে। এসব আইনকে সার্বভৌম শক্তির আদেশ বলে গণ্য করা যায় না।

অধ্যাপক স্যালমন্ড (Prof. Salmond)-এর মতে, "ন্যায় সংরক্ষণের তাগিদে রাষ্ট্র যেসব নীতি স্বীকার করে এবং প্রয়োগ করে তাই আইন।"

অধ্যাপক গেটেল (Prof. Gettel) বলেন, "রাষ্ট্র যেসব নিয়ম-কানুন সৃষ্টি বা স্বীকার করে এবং বলবৎ করে তাই শুধু আইন বলে পরিগণিত হয়।" (Only those rules which the state creates or which as recognises, enforces become law.)

আইনের একটি সর্বজনগ্রাহ্য ও চমৎকার সংজ্ঞা প্রদান করেছেন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি **উডরো উইলসন** (Woodrow Wilson)। তাঁর মতে, "আইন হলো মানুষের স্থায়ী আচার-ব্যবহার ও চিন্তাধারার সেই অংশ যা রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত বিধিতে পরিণত হয়েছে এবং যার পশ্চাতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট সমর্থন আছে।" (Law is that portion of the established thought and habit which has gained distinct and formal recognition in the shape of uniform rules backed by the authority and power of the government.)

সুতরাং আইন হচ্ছে নাগরিকদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কিছু বিধানের সমষ্টি, যা রাষ্ট্র ও সমাজ কর্তৃক গৃহীত ও সমর্থিত এবং জনকল্যাণের জন্য অপরিহার্য। আইন হচ্ছে ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নিয়মের সমষ্টি যা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োগ করে থাকে।

৩.১০ আইনের উৎস
Sources of Law

জন অস্টিনের মতে, আইনের উৎস একটি এবং তা হচ্ছে সার্বভৌমের আদেশ। **অধ্যাপক হল্যান্ডের** মতে আইনের উৎস হলো ছ'টি; যথা ঃ (১) প্রথা, (২) ধর্ম, (৩) বিচারকের রায়, (৪) ন্যায়বিচার, (৫) বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, (৬) আইনসভা। **ওপেনহাইম** জনমতকেও আইনের উৎস বলে মনে করেছেন। কেননা জনমতের প্রভাবে অনেক সময় সরকার আইন প্রণয়ন বা প্রচলিত আইন পরিবর্তন ও সংশোধন করে থাকে।

আইনের উৎসসমূহ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

১. প্রথা (Custom) ঃ প্রথা আইনের একটি সুপ্রাচীন উৎস। প্রাচীনকাল থেকে যেসব আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও অভ্যাস সমাজে অধিকাংশ জনগণ কর্তৃক সমর্থিত, স্বীকৃত ও পালিত হয়ে আসছে, তাকে প্রথা বলে। প্রাচীনকালে কোনো আইনের অস্তিত্ব ছিল না। তখন প্রচলিত প্রথা, অভ্যাস ও রীতি-নীতির সাহায্যে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হতো। কালক্রমে অনেক প্রথাই রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয়ে আইনের মর্যাদা অর্জন করে। গ্রেট ব্রিটেনের সাধারণ আইন এরূপ প্রথাভিত্তিক।

২. ধর্ম (Religion) ঃ ধর্মীয় অনুশাসন ও ধর্মগ্রন্থ আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষের জীবনবোধের খুব গভীরে নিহিত থাকায় অনেক বিধি-নিষেধ ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এ সমস্ত ধর্মীয় বিধি-বিধানসমূহ রাষ্ট্রীয় সমর্থন লাভ করে পরে আইনে পরিণত হয়। প্রাচীন রোমক আইন ধর্মীয় বিধানের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু ছিল না। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবাহ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি আইন ধর্মের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। মুসলিম আইন প্রধানত কুরআন ও সুন্নাহর ওপর নির্ভরশীল। পারিবারিক ও সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনগুলো মূলত ধর্ম থেকে এসেছে।

৩. বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত (Judicial Dicision or Adjudication) ঃ বিচারকরা দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে বিচার কাজ পরিচালনা করে থাকেন। অস্পষ্ট শব্দগত ব্যাখ্যার কারণে অথবা পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে বিচারকরা যখন দেশে বিরাজমান আইন দ্বারা মামলা মকদ্দমার নিষ্পত্তি করতে সমর্থ হন না, তখন তাঁরা নিজেদের বিবেক, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা থেকে নতুন নতুন আইন সৃষ্টি করেন এবং প্রয়োজনবোধে আইনের যথার্থতা বিশ্লেষণ করেন। পরবর্তীতে এসব 'বিচারক প্রণীত আইন' (Judge-Made law) অন্যান্য বিচারকগণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে অনুসৃত হতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারপতি মার্শাল, হিউজেস প্রমুখ বিচারক এভাবে বহু নতুন আইন সৃষ্টি করেছেন।

৪. বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা (Scientific Discussion) ঃ প্রখ্যাত আইন বিশেষজ্ঞদের মূল্যবান ও সারগর্ভ আলোচনা, বিশ্লেষণ এবং লিখিত গ্রন্থসমূহ আইনের উৎস হিসেবে কাজ করে। বিচারকরা যখন কোনো বিতর্কিত জটিল বিষয়ে আইনজ্ঞদের এসব মতামত গ্রহণ করেন তখন তা প্রচলিত আইনের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ ইংল্যান্ডের কোক ও ব্লাকস্টোন এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্টোরি ও কেন্ট প্রমুখ আইনবিদের ব্যাখ্যা উভয় দেশের আইনের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম আবু হানিফার ব্যাখ্যা, হেদায়া-ই-আলমগিরি প্রভৃতি গ্রন্থ ইসলামি আইনের ব্যাখ্যায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৫. ন্যায়বোধ (Equity) ঃ আইন নির্দিষ্ট ও স্থিতিশীল বিধান। কিন্তু সমাজজীবন পরিবর্তনশীল ও গতিময়। দেশে প্রচলিত আইন যখন যুগোপযোগী বিবেচিত হয় না বা পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে কঠোর বা অনুপযুক্ত হয়ে ওঠে বিচারকরা তখন তাঁদের শুভবুদ্ধি, সচেতন বিচারবুদ্ধিমাফিক সেই আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন কিংবা নতুন আইন তৈরি করেন। বিচারকের ন্যায়বোধ থেকে এভাবে অনেক নতুন আইন প্রণীত হয়েছে।

৬. আইন পরিষদ (Legislature) ঃ আধুনিককালে আইনের প্রধানতম উৎস হচ্ছে আইন পরিষদ। আইনসভা জনমতের সাথে সঙ্গতি রেখে আইন প্রণয়ন করে। আধুনিক রাষ্ট্রীয় আইনের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইন। আইন পরিষদ শুধু নতুন আইন তৈরি করে না, পুরনো আইন সংশোধন করে তা যুগোপযোগী করে তোলে।

৭. জনমত (Public opinion) ঃ ওপেনহাইম, হল প্রমুখ মনীষী জনমতকে আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস বলে উল্লেখ করেছেন। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন প্রকৃতপক্ষে জনমতের অভিব্যক্তি। জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত আইনসভার সদস্যদের প্রধান দায়িত্ব হলো জনমতের যথার্থ প্রতিফলন। আইন প্রণয়নের সময় তাই জনমতের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়।

৮. প্রশাসনিক ঘোষণা (Administrative declaration) ঃ বর্তমানে আইন বিভাগের দায়িত্ব ও পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়ে গেছে। এই জটিলতার কারণে আইন বিভাগ তার কর্তব্য সুচারুরূপে সমাধা করতে সমর্থ হয় না। তাই আইনসভা তার নির্বাহী কর্তৃত্বের বহুলাংশ শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তাদের হাতে অর্পণ করে। এভাবে অর্জিত ক্ষমতাবলে জারিকৃত ঘোষণা ও আইনসমূহকে 'প্রশাসনিক আইন' বলে।

৯. সংবিধান (Constitution) ঃ সংবিধান আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সংবিধানে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা ও কাজের পরিধি সংক্রান্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। সংবিধানের নির্দেশিত পথ ধরে আইনসভা আইন তৈরি করে।

৩.১১ আইনের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Law

আইনজ্ঞ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানিগণ বিভিন্নভাবে আইনের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। কাজের পরিধি এবং ধরনের ভিত্তিতে **অধ্যাপক হল্যান্ড** আইনকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করেছেন; যথা ঃ (ক) জাতীয় আইন (Municipal Law) এবং (খ) আন্তর্জাতিক আইন (International Law)। জাতীয় আইনকে আবার তিনি দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা ঃ

(ক) সরকারি আইন (Public Law) এবং (খ) বেসরকারি বা ব্যক্তিগত আইন (Private Law)। সরকারি আইনকে তিনি আবার তিনভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা ঃ (ক) শাসনতান্ত্রিক আইন (Constitutional Law), (খ) শাসনসংক্রান্ত আইন (Administrative Law) এবং (গ) ফৌজদারি আইন (Criminal Law)।

অধ্যাপক ম্যাকাইভার শাসনসংক্রান্ত আইনকে সরকারি আইনের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। তবে তিনি শাসনতান্ত্রিক আইনকে সরকারি আইন বলে স্বীকার করেননি।

আইনের আধুনিক শ্রেণিবিভাগ নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো ঃ

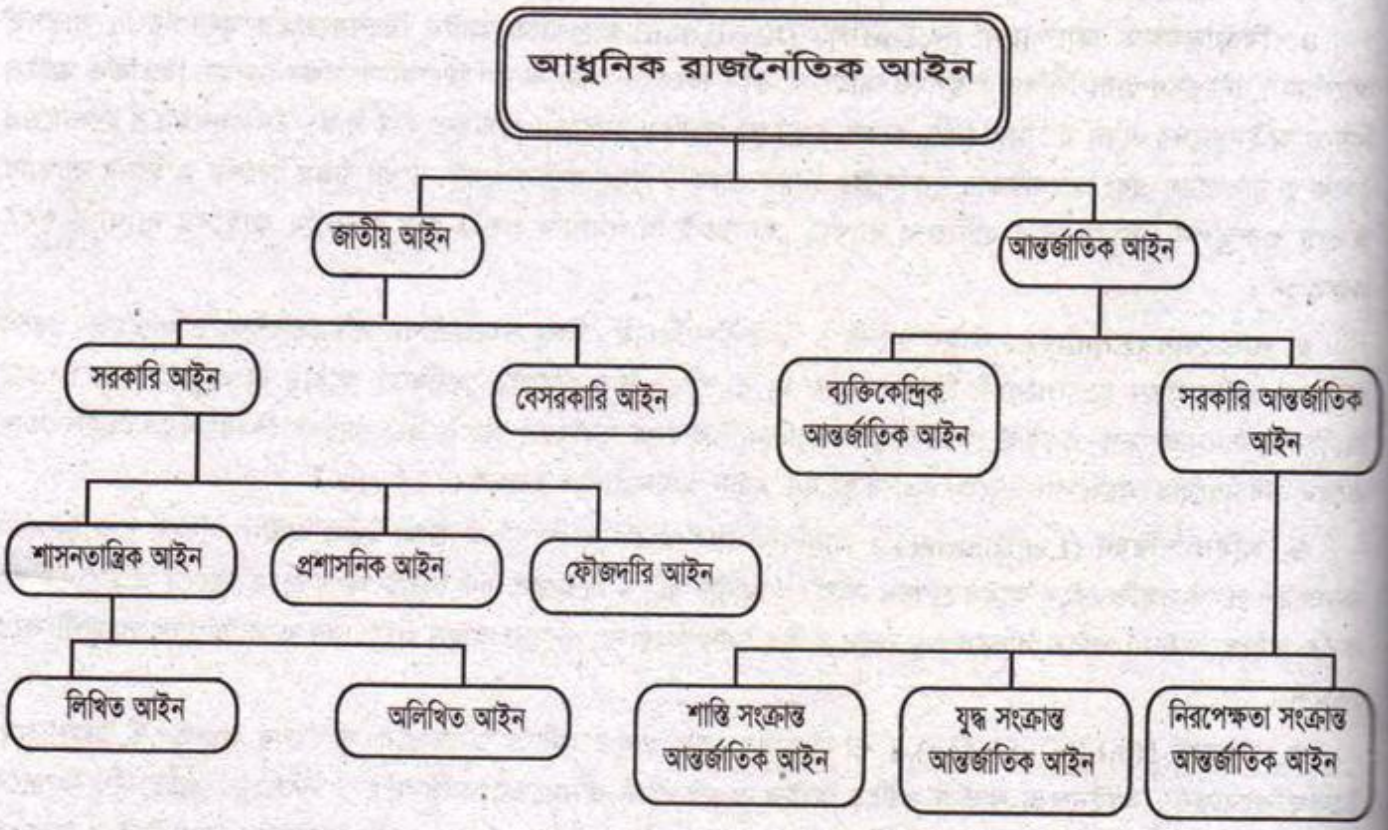

জাতীয় আইন (Municipal Law) ঃ জাতীয় আইন হচ্ছে সেসব আইন যা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রয়োগ ও কার্যকর হয়। জাতীয় আইন সরকারি কিংবা বেসরকারি দু'রকমের হতে পারে।

আন্তর্জাতিক আইন (International Law) ঃ যে আইনের দ্বারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারিত হয় তা হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইন।

শাসনতান্ত্রিক আইন (Constitutional Law) ঃ যে নীতিগুলোর ওপর ভিত্তি করে সরকার গঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে সাংবিধানিক আইন বলে। এই আইন দ্বারা সরকার গঠন, ক্ষমতা বণ্টন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও সীমারেখা নির্ধারিত হয়। শাসনতান্ত্রিক আইন লিখিত এবং অলিখিত-দু প্রকারের হতে পারে।

প্রশাসনিক আইন (Administrative Law) ঃ ব্যক্তি এবং শাসন কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক নির্ধারণকারী আইনই হচ্ছে শাসন সংক্রান্ত আইন। এই আইন রাষ্ট্রের ভিত্তিস্বরূপ। শাসন সংক্রান্ত আইন শাসন বিভাগের গঠন ক্ষমতার পরিধি নির্ধারণ করে এবং ব্যক্তিগত অধিকার ভঙ্গের বেলায় প্রতিকার নির্দেশ করে।

ফৌজদারি আইন (Criminal Law) ঃ সমাজে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, নাগরিক জীবনে নিরাপত্তা বিধান এবং অপরাধীকে দণ্ড দেয়ার জন্য প্রণীত আইনকে ফৌজদারি আইন বলে।

সূচিপত্র

৩.১২ আইন মান্য করার কারণ
Reasons for Obeying Law

আইন কেন মেনে চলা হয়- এ প্রশ্নের উত্তর নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিন থেকেই চলে আসছে। **হব্‌স, বেন্থাম, অস্টিন** প্রমুখ লেখক মনে করেন যে, "মানুষ আইন মেনে চলে শাস্তির ভয়ে।" হব্‌সের মতে, "আইন না মেনে চললে সমাজে পুনরায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। এ জন্যই মানুষ আইন মেনে চলে।" অস্টিনের মতে, লোকে আইন মেনে চলে, কেননা তা রাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থিত এবং প্রযুক্ত। আইন ভঙ্গ করলে অভিযুক্ত এবং শাস্তি পেতে হয়।

মার্কসবাদীদের মতে, উৎপাদনের উপাদানগুলো যাদের হাতে থাকে তারাই সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। তারাই নিজেদের শ্রেণি স্বার্থে বা প্রয়োজনবোধে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে জনগণকে আইন মেনে চলতে বাধ্য করে।

অপরদিকে **জ্যাঁ জ্যাঁক রুশো, টি. এইচ. গ্রিন** প্রমুখ লেখক মনে করেন যে, কতগুলো সুস্পষ্ট যুক্তির কারণেই মানুষ আইন মেনে চলে। আইন ব্যক্তিস্বাধীনতাকে রক্ষা করে এবং এর পিছনে জনমতের সমর্থন রয়েছে বলে মানুষ আইন মেনে চলতে আগ্রহী হয়।

উপরোক্ত মতবাদগুলো চরম ও একপেশে মতবাদ। এসব মতবাদের সমন্বয় সাধন করে **স্যার হেনরি মেইন** বলেছেন যে, শাস্তির ভয় এবং যৌক্তিকতার উপলব্ধি উভয় কারণেই মানুষ আইন মেনে চলে। **লর্ড ব্রাইস** (Lord Bryce) মনে করেন যে, 'নির্লিপ্ততা, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, শাস্তির ভয় এবং যৌক্তিকতার উপলব্ধি'—এই পাঁচটি কারণে মানুষ আইন মেনে চলে।

মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার উপভোগ করতে সাহায্য করা, স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা এবং সুন্দর সুশৃঙ্খল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন গঠনে সাহায্য করে বলেই মানুষ আইন মেনে চলে। আইনের উপস্থিতি ছাড়া মানুষের পক্ষে উৎকৃষ্ট জীবন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এজন্য **এরিস্টটল** বলেছেন যে, "মানুষ যখন আইন ও নৈতিকতা থেকে দূরে থাকে, তখন সে নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত হয়।" জন লক বলেছেন, "যেখানে আইন থাকে না সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না।" আইন স্বাধীনতার রক্ষক ও অভিভাবক। মানুষ তাই আইন মেনে চলে।

৩.১৩ নৈতিকতা
Morality

নৈতিকতার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Morality'। ইংরেজি Morality শব্দটি এসেছে ল্যাটিন 'Moralitas' থেকে যার অর্থ 'সঠিক আচরণ বা চরিত্র'। গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো এবং এরিস্টটল সর্বপ্রথম নৈতিকতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। সক্রেটিস বলেছেন, 'সৎ গুণই জ্ঞান' (Virtue is knowledge)। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা অন্যায় করতে পারেন না এবং ন্যায় বোধের উৎস হচ্ছে 'জ্ঞান' (knowledge) এবং অন্যায়বোধের উৎস হচ্ছে 'অজ্ঞতা' (ignorance)। পরবর্তীতে রোমান দার্শনিকরা প্রথাগত আচরণের অর্থে 'mas' কথাটি ব্যবহার করেন। ল্যাটিন এই 'mas' শব্দ থেকেই Morals ও Morality (নৈতিকতা) শব্দের উদ্ভব ঘটেছে।

জোনাথান হেইট (Jonathan Haidt) মনে করেন, 'ধর্ম, ঐতিহ্য এবং মানব আচরণ—তিনটি থেকেই নৈতিকতার উদ্ভব হয়েছে।'

নীতিবিদ **ম্যুর** বলেছেন, 'শুভর প্রতি অনুরাগ ও অশুভর প্রতি বিরাগই হচ্ছে নৈতিকতা।'

Cambridge International Dictionary of English-তে বলা হয়েছে যে, নৈতিকতা হলো 'ভালো-মন্দ আচরণ, স্বচ্ছতা, সততা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি গুণ, যা প্রত্যেক ব্যক্তিই আইন কিংবা অন্য কোনো বিষয়ের থেকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।'

নৈতিকতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে **Collins English Dictionary**-তে বলা হয়েছে যে, 'Morality is concerned with on negating to human behaviour, esp. the distinction between good and bad and right and wrong behaviour.'

ধারণা ঃ নৈতিকতা হলো মানুষের অন্তর্নিহিত ধ্যান-ধারণার সমষ্টি যা মানুষকে সুকুমার বৃত্তি অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করে। নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ মানসিক বিষয়। এটি হলো মানবমনের উচ্চ গুণাবলি। নৈতিকতা বা নীতিবোধ একান্তভাবেই মানুষের হৃদয়-মন থেকে উৎসারিত। নৈতিকতা বা নীতিবোধের বিকাশ ঘটে মানুষের ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত বোধ বা অনুভূতি থেকে।

শুধুমাত্র আইন বা রাষ্ট্রীয় বিধিবিধানই নাগরিক জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট নয়। **আর. এম. ম্যাকাইভার** এ জন্যই বলেছেন যে 'Law does not and can not cover all grounds of morality'।

নৈতিকতা বা ন্যায়নীতিবোধের ধারণা বা এর প্রতি যে দেশের জনগণের শ্রদ্ধাবোধ বেশি, যাঁরা জীবনের চলারপথে নীতিবোধ দ্বারা পরিচালিত হন, তাঁরা দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিতে লিপ্ত হন না। আইন অপেক্ষা বিবেক দ্বারা তাঁরা পরিচালিত হন। নীতিবান মানুষ ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদির মানদণ্ডে নিজেরাই চলার চেষ্টা করে।

নৈতিকতার পিছনে সার্বভৌম রাষ্ট্র কর্তৃত্বের সমর্থন বা কর্তৃত্ব থাকে না। কেননা নৈতিকতা বিবেক ও মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। রাষ্ট্র নৈতিকবিধি প্রয়োগ করে না। নৈতিকতা বিরোধী ব্যক্তিকে রাষ্ট্র কোনো প্রকার দৈহিক শাস্তি প্রদান করে না। বিবেকের দংশনই নৈতিকতার বড় রক্ষাকবচ।

নৈতিকতা মূলত ব্যক্তিগত এবং সামাজিক ব্যাপার। নৈতিকতা মানুষের মানসিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের কল্যাণ সাধনই নৈতিকতার লক্ষ্য। যে রাষ্ট্রের মানুষের নৈতিক মান সুউচ্চ, সেদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সহজ। কেননা সেদেশের নাগরিকগণ নিজেরাই অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকেন, ঘুষ দুর্নীতিকে ঘৃণা করেন।

৩.১৪ আইন ও নৈতিকতা
Law and Morality

অতীতে নীতিবিজ্ঞান ছিল পৌরনীতিরই অংশবিশেষ। নৈতিকতার কষ্টিপাথরে রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও আচার-আচরণকে তখন বিচার করা হতো। প্লেটো এবং এরিস্টটল তাঁদের আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনায় নৈতিক আদর্শের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ইতালির প্রখ্যাত রাষ্ট্র দার্শনিক **নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি** সর্বপ্রথম আইন ও নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন।

পার্থক্য ঃ আইন ও নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক. পরিধি ও বিষয়বস্তুগত পার্থক্য ঃ আইন মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের মন বা মানসিক অনুভূতির সাথে আইনের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। আইন মানুষের গোপন চিন্তা বা উদ্দেশ্যকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে না। অপরদিকে নৈতিকতা মানুষের বাহ্যিক ও মানসিক আচরণসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং নৈতিকতার পরিধি আইনের পরিধি অপেক্ষা অনেক বেশি ব্যাপক।

খ. নির্দিষ্টতা ও স্পষ্টতা সম্পর্কিত পার্থক্য ঃ আইন নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট, কিন্তু নৈতিকতা অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট। আইন সর্বজনীন। দেশের সর্বত্র একই রকম আইন কার্যকর হয়। নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আইন কার্যকর ও ব্যাখ্যা করে থাকেন। অপরদিকে নৈতিকতা আইনের মতো সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয়। দেশ-কাল-পাত্রভেদে নৈতিকতা বিভিন্ন রকমের হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এক সময়ে ভারতবর্ষে বিধবা বিবাহ অনৈতিক মনে করা হতো কিন্তু এখন তা মনে করা হয় না। অস্পৃশ্যতাকে ও বর্ণ প্রথাকে এক সময় অনৈতিক মনে করা হতো না। কিন্তু বর্তমানে অস্পৃশ্যতা, বর্ণপ্রথাকে

নৈতিক বিবেচনা করা হয়। তাছাড়া নৈতিকতা মূলত ব্যক্তিগত এবং সামাজিক ব্যাপার, অপরদিকে আইন রাষ্ট্রীয় ব্যাপার।

গ. উচিত-অনুচিতের মানদণ্ডগত পার্থক্য ঃ নৈতিকতা কোনো কাজকে ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদির মানদণ্ডে বিচার করে। আইন সেভাবে বা সে মানদণ্ডে বিচার করে না। আইনের মানদণ্ড ভিন্ন। আলো ছাড়া গাড়ি চালানো কিংবা রাস্তার বামদিক দিয়ে না চলে ডানদিক দিয়ে চলা নৈতিকতা বিরোধী নয়, কিন্তু বেআইনি। অন্যদিকে মিথ্যা কথা বলা, অকারণে কারো মনে কষ্ট দেয়া, গালমন্দ করা বেআইনি নয়, কিন্তু নৈতিকতা বিরোধী। সুতরাং আইনবোধ সব ক্ষেত্রে এবং সব সময় এক হতে পারে না।

ঘ. বলবৎকরণের ক্ষেত্রে পার্থক্য ঃ আইনের পিছনে রয়েছে সার্বভৌম রাষ্ট্র কর্তৃত্বের সমর্থন; কিন্তু নৈতিকতা সামাজিক বিবেক ও মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আইন প্রয়োগ করে থাকে রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগকারী শক্তি। আইন ভঙ্গকারীকে আইনের আলোকে শাস্তি পেতে হয়। অপরদিকে, নৈতিকতার পিছনে রাষ্ট্রের মতো কোনো বলপ্রয়োগকারী শক্তি নেই। রাষ্ট্র নৈতিক বিধি প্রয়োগ করে না। নৈতিকতা বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকলে কাউকে কোনো নির্দিষ্ট দৈহিক শাস্তিও ভোগ করতে হয় না। নৈতিকতা বিরোধী ব্যক্তিকে বড় জোর বিবেকের দংশন সহ্য করতে হয় এবং জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়।

সাদৃশ্য ঃ আইন ও নৈতিকতার মধ্যে মিল বা সাদৃশ্য নিম্নরূপ ঃ

১. লক্ষ্যের অভিন্নতা ঃ আইন ও নৈতিকতার লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। উভয়ের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষের আচরণ। আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং নৈতিকতা মানুষের মনোজগতকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের কল্যাণ সাধন করাই উভয়ের লক্ষ্য।

২. ঘনিষ্ঠতা ঃ আইন ও নৈতিকতার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। আইন হচ্ছে সামাজিক ন্যায়বোধের প্রতিফলন। যে দেশের নৈতিক মূল্যবোধের মান খুব নিচু, সে দেশের আইন কখনো উচ্চমান সম্পন্ন হতে পারে না। মানুষের নৈতিকতাবোধ রাষ্ট্রীয় আইনকে প্রভাবিত ও সাহায্য করে। সমাজ জীবনে উৎকর্ষতা সাধনে আইন ও নৈতিকতা ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে।

৩. একে অপরকে প্রভাবিত করে ঃ ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা যেমন অনেক সময় আইনে পরিণত হয়, তেমনি আইনও অনেক সময় কুনীতিকে দূর করে সুনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করে। সতীদাহ বা সহমরণ প্রথাকে এক সময় ভারতে নীতি বা ধর্মের অঙ্গ মনে করা হতো। ব্রিটিশ সরকার আইন করে এই প্রথা বন্ধ করে। বর্তমানে প্রায় সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই অস্পৃশ্যতা ও বর্ণ প্রথার বিরুদ্ধে সাংবিধানিক আইন রচিত হয়েছে। অস্পৃশ্যতা ও বর্ণ প্রথা এখন তাই শুধু নৈতিকতা বিরোধীই নয়, বরং প্রায় সব রাষ্ট্রে এখন তা বেআইনি। সুতরাং আইনের কার্যকারিতা যেমন মানুষের নৈতিক বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল, তেমনি সময় ও পারিপার্শ্বিকতার সাথে সামঞ্জস্যহীন নৈতিক বিশ্বাসও আইনের দ্বারা পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়। রাষ্ট্র সাধারণত নৈতিক আদর্শকে অনুসরণ করে।

৪. সমাজ ও রাষ্ট্র নির্ভরতা ঃ আইনের মতোই নৈতিকতাও সমাজ এবং রাষ্ট্র-নির্ভর। সমাজব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে নৈতিক ধারণা ও আদর্শেরও পরিবর্তন ঘটে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সম্পত্তি অর্জন এবং প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অবাধ ও নির্মম প্রতিযোগিতা চলে। স্বার্থপরতা ও লোভই সেখানে প্রতিষ্ঠালাভের ভিত্তি। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নৈতিক ভিত্তি হলো সামাজিক স্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেয়া।

উপরোক্ত আলোচনার সূত্র ধরে বলা যায় যে, আইন ও নৈতিকতার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও উভয়ের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ ও মধুর। উভয়ই একে অপরের পরিপূরক। যখন কোনো আইন-নৈতিকতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তখনই তা জনগণ কর্তৃক সমাদৃত হয়। নৈতিকতা বিরোধী আইন কোনো দিনই জনসমর্থন লাভ করেনি এবং টিকেও থাকেনি।

৩.১৫ স্বাধীনতার সংজ্ঞা
Definition of Liberty

'স্বাধীনতা' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Liberty'। 'Liberty' শব্দটি ল্যাটিন 'Liber' থেকে এসেছে। যার অর্থ 'free' বা স্বাধীন। সুতরাং শাব্দিক অর্থে মানুষের ইচ্ছানুযায়ী কিছু করা বা বলার ক্ষমতাকে স্বাধীনতা বলা হয়। সাধারণ ভাষায় 'স্বাধীনতা' বলতে মানুষের ইচ্ছামত কোনো কিছু করা বা না করার অধিকারকে বোঝায়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে অধীনতামুক্ত অবস্থাই স্বাধীনতা।

কিন্তু কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনতা অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর। পৌরনীতিতে স্বাধীনতাকে এ অর্থে ব্যবহার করা হয় না। কেননা স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য এতে ব্যাহত হয়। অবাধ স্বাধীনতার অস্তিত্ব কোনো সমাজেই থাকতে পারে না। সমাজে প্রতিটি মানুষ যদি অনিয়ন্ত্রিত ও সীমাহীন স্বাধীনতা উপভোগ করতে চায় তাহলে একের ইচ্ছা ও প্রয়োজনের সাথে অন্যের সংঘাত দেখা দেবে। সমাজে সকলের নিরাপত্তা ও সম্মান ব্যাহত হবে। তাই সমাজের সকল সদস্যের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও নিশ্চিত নিরাপত্তা বিধানের জন্য ব্যক্তির আচার-আচরণের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা আবশ্যক।

লেখক ও চিন্তাবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বাধীনতার সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) তাঁর 'Essay on Liberty' গ্রন্থে বলেছেন, "মানুষের মৌলিক শক্তির বলিষ্ঠ, অব্যাহত ও বিভিন্নমুখী প্রকাশই স্বাধীনতা। স্বাধীনতার অর্থ মানুষ কর্তৃক নিজস্ব উপায়ে কল্যাণ অনুধাবন করা।" তিনি আরো বলেন, "নিজের ওপর, নিজের দেহ ও মনের ওপর ব্যক্তিই সার্বভৌম।"

হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) বলেন, "স্বাধীনতা বলতে খুশিমত কাজ করাকে বোঝায়, যদি উক্ত কাজ দ্বারা অন্যের অনুরূপ স্বাধীনতা উপভোগে বাধার সৃষ্টি না হয়।" (Every man is free to do whatever he wills, provided he infringes not the equal freedom of any other man.)

টি. এইচ. গ্রিন (T. H. Green) বলেন, "যা উপভোগ করার এবং সম্পন্ন করার যোগ্য তা উপভোগ ও সম্পাদন করার ক্ষমতাকে স্বাধীনতা বলে।" (Freedom consists in a positive power or capacity of doing or enjoying something worth-doing or worth enjoying)

শেলী (Shelly) বলেছেন যে, 'অতি শাসনের বিপরীত ব্যবস্থাই হলো স্বাধীনতা।' (Liberty is the opposite of over government.)

অধ্যাপক হ্যারল্ড জে. লাস্কি (Prof. H. J. Laski)-এর মতে, নেতিবাচক অর্থে "স্বাধীনতা বলতে বোঝায় সে সকল সামাজিক অবস্থার ওপর থেকে বাধা-নিষেধের অপসারণ, যা আধুনিক সভ্যজগতে মানুষের সুখী জীবনযাপনের জন্য অত্যাবশ্যক।" (By liberty I mean the absence of restraints upon the existence of those social conditions which in modern civilization are the necessary guarantees of individual happiness.)

হ্যারল্ড জে. লাস্কি-এর মতে, ইতিবাচক অর্থে, "স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি সেই পরিবেশের আগ্রহ সংরক্ষণ যেখানে মানুষ তার সত্তাকে পূর্ণ উপলব্ধি করার সুযোগ লাভ করতে পারে।" (By liberty I mean the eager maintenance of that atmosphere in which men have opportunity to be their best selves.)

অতএব, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী অনুকূল সামাজিক ব্যবস্থা বা পরিবেশই স্বাধীনতা। স্বাধীনতার অর্থ যা কিছু করার ক্ষমতা নয়।

সূচিপত্র

৩-১৬ স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ
Forms of Liberty

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো ঃ

১. ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা পৌর স্বাধীনতা (Individual or Civil Liberty) ঃ যে সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটাতে পারে, তাকে ব্যক্তিগত বা পৌর স্বাধীনতা বলে। এ স্বাধীনতা ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যক্তির বাহ্যিক কিছু আচরণের ওপর এক ধরনের নিয়ন্ত্রণবিহীনতা। যেমন-ইচ্ছামত রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডে চলাফেরার অধিকার, নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার, সম্পত্তি ভোগের অধিকার প্রভৃতি।

২. প্রাকৃতিক স্বাধীনতা (Natural Liberty) ঃ রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে মানুষ 'প্রকৃতির রাজ্যে' যে স্বাধীনতা উপভোগ করতো, তাকে স্বাভাবিক স্বাধীনতা বলা হয়। সামাজিক চুক্তিবাদী দার্শনিক হব্‌স, লক, রুশো এরূপ স্বাধীনতার ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। রুশোর বক্তব্যে এ স্বাধীনতা সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। যেমন-"মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু সর্বত্র সে শৃঙ্খলাবদ্ধ।" (Man is born free, but everywhere he is in chain.) নৈরাজ্যবাদী দার্শনিকগণ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিলোপ সাধনের মাধ্যমে এরূপ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

৩. আইনগত স্বাধীনতা (Legal liberty) ঃ রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত, সংরক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতাকে আইনগত স্বাধীনতা বলা হয়। স্বাধীনতা নির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট এক আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত।

৪. সামাজিক স্বাধীনতা (Social Liberty) ঃ সমাজে সভ্য-সুন্দর জীবনযাপন করতে গেলে যে অনুকূল পরিবেশ ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রয়োজন তাকে সামাজিক স্বাধীনতা বলে। যেমন- চলাফেরার স্বাধীনতা, জীবনযাত্রার স্বাধীনতা ইত্যাদি। মানুষের অধিকার বোধের ধারণা থেকে সামাজিক স্বাধীনতার জন্ম।

৫. রাজনৈতিক স্বাধীনতা (Political Liberty) ঃ হ্যারল্ড জে. লাস্কির মতে, "রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে ভূমিকা পালনের ক্ষমতাকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলে।" (Political liberty means the power to be able in the affairs of state.) রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকার গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার বোঝায়। ভোটদানের অধিকার, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার, নিরপেক্ষভাবে রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের অধিকার, সরকারি চাকরি লাভের অধিকার ইত্যাদি হলো রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

৬. অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (Economic Liberty) ঃ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী জীবিকা নির্বাহের স্বাচ্ছন্দ্য ব্যবস্থা এবং দৈনন্দিন অভাব, অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি। **লাস্কির** মতে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হচ্ছে, "প্রতিনিয়ত বেকারত্বের আশঙ্কা ও আগামীকালের অভাব থেকে মুক্ত এবং দৈনিক জীবিকার্জনের সুযোগ প্রদান।" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন **প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের** মতে, "অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ অভাব থেকে মুক্তি।" অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী কর্মে নিযুক্ত হবার অধিকার, বেকার ও বৃদ্ধ বয়সে ভাতা পাবার অধিকার, রুগ্ন-অক্ষম অবস্থায় রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিপালন, উপযুক্ত মজুরি লাভ ইত্যাদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত।

৭. জাতীয় স্বাধীনতা (National liberty) ঃ বৈদেশিক শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি লাভ করে যখন একটি জাতি পূর্ণ সার্বভৌমত্ব অর্জন করে তখন তাকে 'জাতীয় স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্ব' বলে। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ একটি জনসমষ্টি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন ও রাষ্ট্র গড়ে তুলে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করে। জাতীয় স্বাধীনতা ব্যতীত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা মূল্যহীন। জাতীয় স্বাধীনতা সব ধরনের স্বাধীনতার মূলভিত্তি।

নিম্নে একটি চিত্র বা ছকের সাহায্যে স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ তুলে ধরা হলো ঃ

৩.১৭ স্বাধীনতার রক্ষাকবচ
Safeguards of Liberty

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জন যেমন দুরূহ প্রক্রিয়া, স্বাধীনতা সংরক্ষণ ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। কেননা নানা কারণে জনগণের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়ে। এ জন্যই **লাস্কি** বলেছেন, "সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা ব্যতীত অধিকাংশ লোক স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে না।"

স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন ও অটুট রাখার জন্য কতগুলো পদ্ধতি রয়েছে। এ পদ্ধতিগুলোকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলে। এগুলো সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

১. আইন (Law) ঃ আইন স্বাধীনতার শর্ত ও প্রধান রক্ষাকবচ। আইন স্বাধীনতা ভোগের পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং স্বাধীনতাকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে তোলে। রাষ্ট্র আইনের সাহায্যে মানুষের অবাধ স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আইন আছে বলেই স্বাধীনতা সকলের নিকট সমভাবে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। **লকের** মতে, "যেখানে আইন নেই, সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না।" আইনের লক্ষ্য ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা ও অধিকারগুলোকে নিশ্চিত করা; খর্ব করা নয়। আইন স্বাধীনতার শর্ত ও সহায়ক।

২. সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সমাবেশ (Fundamental rights in the Constitution) ঃ নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকলে সেগুলো সম্পর্কে সন্দেহ বা দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকে না। মৌলিক অধিকারগুলো সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকলে সেগুলো সাংবিধানিক আইনের মর্যাদা লাভ করে। সরকার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ এসব মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন বা ভঙ্গ করলে জনগণ সাংবিধানিক উপায়ে নিজেদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হতে পারে।

৩. দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা (Responsible Government) ঃ দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তার অনুসৃত নীতি ও কার্যাবলির জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকে। ফলে সরকার স্বৈরাচারী হয়ে অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা বিরোধী কাজে লিপ্ত হতে সাহসী হয় না। সুতরাং জবাবদিহিমূলক বা দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ।

৪. প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি (Direct Democratic method) ঃ গণভোট, গণউদ্যোগ, পদচ্যুতি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিসমূহ স্বাধীনতার গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণ নিজেদের অধিকার সংরক্ষণ করে এবং শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরাচারিতা প্রতিরোধ করে। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি জনগণের স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলে।

সূচিপত্র

৫. **আইনের অনুশাসন (Rule of Law) ঃ** আইনের অনুশাসন বলতে বোঝায় (ক) আইনের দৃষ্টিতে সমতা অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষই আইনের দৃষ্টিতে সমান (খ) আইনের আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ এবং (গ) শুনানী ব্যতীত কারও বিরুদ্ধে শাস্তি বা ক্ষতিকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করা। যে সমাজে আইনের অনুশাসন কার্যকর থাকে স্বাধীনতা সেখানে পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করে। অধ্যাপক **এ. ভি. ডাইসি** মনে করেন যে, স্বাধীনতা সংরক্ষণে আইনের শাসনের গুরুত্ব অপরিসীম।

৬. **ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি (Separation of Power) ঃ** কোনো একক কর্তৃপক্ষের ওপর আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালনা ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা অর্পিত হলে ব্যক্তিস্বাধীনতার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। এ কারণে ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের এবং শাসনব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের তিনটি বিভাগের দায়িত্ব পৃথক ও স্বতন্ত্রভাবে অর্পিত হওয়া উচিত। এভাবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর হলে সরকারের কোনো বিভাগের পক্ষে স্বৈরাচারী হয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। প্রখ্যাত ফরাসি দার্শনিক **মন্টেস্কু** ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, "আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনার ক্ষমতা যখন কেন্দ্রীভূত হয় তখন স্বাধীনতা নষ্ট হয়। এর সাথে বিচার বিভাগের ক্ষমতা সংযুক্ত হলে বিচারের বাণী নিভৃতে কেঁদে মরে।"

৭. **বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা (Independence of Judiciary) ঃ** বিচার বিভাগকে যদি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন করে গড়ে তোলা যায় তাহলে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারিতার লোলুপ আগ্রাসন থেকে মুক্ত করা সম্ভব। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগ আইনের বৈধতা নির্ণয় করে এবং শাসন বিভাগ ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কাজ কতখানি সংবিধান সম্মত তা যাচাই করে। সুতরাং বিচার বিভাগকে শাসন ও আইন বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে হবে।

৮. **ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation of Power) ঃ** রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রের ওপর এককভাবে বা চূড়ান্তভাবে ন্যস্ত না করে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা বিভিন্ন পেশাগত ও কার্যভিত্তিক গোষ্ঠীর ওপর অর্পণ করতে হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হলে কেন্দ্রীয় সরকার এককভাবে স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। ফলে স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়। **অধ্যাপক ল্যাস্কি** বলেন যে, "যে রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে ক্ষমতা অতিমাত্রায় পুঞ্জীভূত, সেখানে কোনো প্রকার স্বাধীনতা থাকতে পারে না।"

৯. **সামাজিক ন্যায়বিচার (Social Justice) ঃ** সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে স্বাধীনতা ও সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষা পায়। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায়বিচার স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ বলে স্বীকৃত। সামাজিক ন্যায়বিচার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি।

১০. **সাম্য (Equality) ঃ** সাম্য ও স্বাধীনতা একে অপরের সহায়ক ও পরিপূরক। স্বাধীনতা ভোগ করতে চাইলে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সাম্য ও স্বাধীনতার সহাবস্থান গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি।

১১. **সুসংগঠিত দল ব্যবস্থা (Organised party System) ঃ** সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত দল ব্যবস্থা স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। আধুনিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম। বিরোধী দলসমূহ সরকারের কার্যাবলির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে এবং সরকারের জনস্বার্থবিরোধী কাজের তীব্র বিরোধিতা করে। এভাবে সদাজাগ্রত অতন্দ্র প্রহরীর মতো বিরোধী দলসমূহ স্বাধীনতা সংরক্ষণে নিয়োজিত থাকে।

১২. **সাংবিধানিক সরকার (Constitutional Government) ঃ** সাংবিধানিক সরকার স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে হলে সাংবিধানিক প্রাধান্য ও সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৩. সরকার ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক (Proper understanding between the Govt. and the People) ঃ স্বাধীনতাকে উপভোগ করতে হলে সরকার ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকা আবশ্যক। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য জনকল্যাণ সাধন—এই সত্য সরকার ও জনগণ উভয়কেই উপলব্ধি করতে হবে। যদি উভয় পক্ষের মধ্যে সুসম্পর্ক, সহযোগিতা ও সম্প্রীতি বিরাজ না করে, তবে স্বাধীনতা ব্যাহত হতে বাধ্য।

১৪. শোষণমুক্ত সামাজিক কাঠামো (Exploitation free Social structure) ঃ শোষণমুক্ত সামাজিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। শোষণমুক্ত সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংরক্ষণ সম্ভব। যে সমাজে সুযোগ-সুবিধা একটি নির্দিষ্ট, সীমাবদ্ধ ও ক্ষুদ্র শ্রেণি একচেটিয়াভাবে ভোগ করে সেখানে স্বাধীনতা অর্থহীন। এ জন্য অনেকেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের ভাষায় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন।

১৫. সদা জাগ্রত জনমত (Vigilant Public Opinion) ঃ স্বাধীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হলো সদাজাগ্রত জনমত অর্থাৎ নাগরিকদের সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি। স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণকে সর্বদা সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে, যেন স্বাধীনতার ওপর হুমকি না আসে। যে কোনো মূল্যে, প্রয়োজনবোধে চরমতম ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংরক্ষণের মানসিক প্রস্তুতি তাদের থাকতে হবে। নিজের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষায় সচেতন, আগ্রহী ও সাহসী না হলে বাহ্যিক কোনো পদ্ধতির দ্বারা স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। এই অর্থে, স্বাধীনতা-সংগ্রাম হলো অন্তহীন। গ্রিক দার্শনিক **পেরিক্লিসের** মতে, "চিরন্তন সতর্কতা স্বাধীনতার মূল্য এবং সাহসিকতা স্বাধীনতার মূলমন্ত্র।" (Eternal vigilance is the price of liberty and the secret of liberty is courage.) **লাস্কির** মতে, "চিরন্তন সতর্কতার মধ্যেই স্বাধীনতার মূল্য নিহিত।" জনগণ যদি নির্লিপ্ত না হয় এবং নিজেদের অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন থাকে তাহলে স্বাধীনতা সংরক্ষণ অনেক সহজ হয়। সুতরাং স্বাধীনতা ভোগ করতে চাইলে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। **হেনরি নেভিনসনের** মতে, "স্বাধীনতার সংগ্রাম কোনোদিন শেষ হয় না, এর সংগ্রামের ক্ষেত্র কোনো দিন নীরব থাকে না।"

৩·১৮ আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক
Relation between Law and Liberty

আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক সংক্রান্ত পরস্পর বিরোধী দুটি মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। প্রথম দলটি মনে করেন, আইন ও স্বাধীনতা গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং স্বাধীনতা আইনের ওপর নির্ভরশীল। এরিস্টটল, মন্টেস্কু, রিচি, উইলোবি, বার্কার, লক প্রমুখ মনীষী এই মতের সমর্থক। **বার্কারের** ভাষায়, "স্বাধীনতা ও আইনের বিরোধ নেই।" (Liberty and law do not quarrel.)

আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, আইন ও স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী। জন স্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেনসার, এ. ভি. ডাইসি, গডউইন প্রমুখ মনীষী এই দলের সমর্থক। **ডাইসির** মতে, "একটি বেশি হলে, অপরটি কমে যায়।" (The more there is of the one, the less there is of the other.) **স্পেনসার** বলেন, "আইন ও স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী।"

আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে উভয় মতবাদেই অযৌক্তিক অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি রয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত অবাধ স্বাধীনতা একদিকে যেমন স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর; তেমনি সব আইন স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করে না।

গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, আইন ও স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী নয়, বরং পরস্পর সহায়ক। উভয়ের সম্পর্ক নিম্নরূপ ঃ

সূচিপত্র

১. **আইন স্বাধীনতার শর্ত ও ভিত্তি ঃ** আইন স্বাধীনতাকে সহজলভ্য করে তোলে। আইনের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া যথার্থভাবে স্বাধীনতা ভোগ করা যায় না। আইনের অবর্তমানে সবলের অত্যাচারে দুর্বলের অধিকার বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আইন না থাকলে সমাজজীবনে ভয়াবহ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতার রাজত্ব শুরু হয়। **উইলোবি** বলেছেন, "নিয়ন্ত্রণ আছে বলেই স্বাধীনতা রক্ষা পায়।" বস্তুত স্বাধীনতার প্রধান ভিত্তি ও শর্তই হলো আইন।

২. **আইন স্বাধীনতার রক্ষাকবচ ঃ** আইন আছে বলে স্বাধীনতা ভোগ করা যায়। আইনের কর্তৃত্ব আছে বলেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠে। আইনের অবর্তমানে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয়। সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহ লিপিবদ্ধ থাকার কারণে সরকার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ জনগণের স্বাধীনতা হরণ করতে পারে না। স্বাধীনতা লঙ্ঘন ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আদালতে সাংবিধানিক ও সাধারণ আইনের মাধ্যমে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা চলে। এ জন্যই **লক** বলেছেন যে, "যেখানে আইন থাকে না সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না।"

৩. **আইন স্বাধীনতার অভিভাবক ঃ** আইন শাসকগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারিতার হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করে। আইন সংযত ও নির্দিষ্ট সীমারেখার গণ্ডিতে সকলকে আবদ্ধ রেখে স্বাধীনতা বজায় রাখে। আইন আছে বলেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের ফলে স্বাধীনতা বিঘ্নিত হয় না।

৪. **আইন স্বাধীনতার রক্ষক ঃ** আইন আছে বলে স্বাধীনতা উপভোগ করা যায়। আইন না থাকলে প্রকৃত স্বাধীনতা থাকতে পারে না। স্বাধীনতাকে রক্ষা করা এবং সকলের নিকট উপভোগ্য করে তোলাই আইনের লক্ষ্য।

৫. **আইন স্বাধীনতার ক্ষেত্র প্রসারিত করে ঃ** আইনের মাধ্যমে স্বাধীনতার পরিধি সম্প্রসারিত হয়। রাষ্ট্র আইনের দ্বারা এমন এক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে যেখানে সুন্দর, সভ্য জীবনযাপনের অনুকূল অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। আইন ও স্বাধীনতার এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ করেই **রিচি** বলেছেন, "স্বাধীনতা বলতে যদি আত্মবিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বোঝায় তা হলে তা নিশ্চিতভাবেই আইনের দ্বারা সৃষ্টি হয়।"

তবে আইন যে সব ক্ষেত্রেই স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করে একথা বলা যায় না। কিছু সংখ্যক আইন রয়েছে যেগুলো অকারণে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করে। কেবল জনমতের ওপর ভিত্তি করে যেসব আইন গড়ে ওঠেছে সেগুলোই স্বাধীনতা সংরক্ষণ করে।

সুতরাং উপসংহারে বলা যায় যে, আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে কোনো বৈরী সম্পর্ক নেই। আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আইন যখন জনসম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই কেবল স্বাধীনতা সুরক্ষিত হয়। আইন স্বাধীনতার শর্ত ও ভিত্তি।

৩.১৯ সাম্যের সংজ্ঞা ও অর্থ
Definition and Meaning of Equality

সাম্যের অর্থ সমান। সাধারণ অর্থে সাম্য বলতে বোঝায় সব মানুষ সমান। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নীতিগতভাবে স্বীকার করা হয় যে, সকল মানুষই সমান। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, সব মানুষ এক সমান নয়। শারীরিক ও মানসিক গঠন এবং ক্ষমতা ও যোগ্যতার দিক থেকে একজনের সাথে অন্যজনের পার্থক্য রয়েছে। এজন্যই রাষ্ট্রের কাছ থেকে সকলেই সমান ব্যবহার দাবি করতে পারে না। একজন ডাক্তার ও একজন ঠিকাদার সমাজের কাছ থেকে সমপরিমাণ মর্যাদা ও স্বীকৃতি দাবি করতে পারে না।

পৌরনীতিতে 'সাম্য' কথাটির বিশেষ অর্থ রয়েছে। পৌরনীতিতে সাম্যের অর্থ হচ্ছে 'সুযোগ-সুবিধাদির সমতা' (equality of opportunities)। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাকে সাম্য বলে।

অধ্যাপক লাস্কি (Prof. Laski) বলেন, "সাম্যের অর্থ হলো প্রথমত সব ধরনের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অনুপস্থিতি এবং দ্বিতীয়ত সকলের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা উন্মুক্ত রাখা।" (Equality ..... means first of all the absence of special privilege ..... Equality means, an the second place, that adequate opportunities are laid open to all.)* । তাঁর মতে, সাম্যের তিনটি বিশেষ দিক রয়েছে। যথা ঃ (১) বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অনুপস্থিতি, (২) পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি এবং (৩) বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়, সম্পদ ও দ্রব্যাদি জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমভাবে বণ্টন।

বার্কার (Barker)-এর মতে, "সাম্য কথাটির অর্থ সুযোগ-সুবিধা বা অধিকার বণ্টনের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার পার্থক্য সৃষ্টি না করা।"

সুতরাং সাম্য বলতে মানবজীবনের সেই পরিবেশ বা প্রক্রিয়াকেই বোঝায়, যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়, সুষম পরিবেশ গড়ে তোলা হয় এবং সকলকে সমানভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ প্রদান করা হয়।

৩.২০ সাম্যের বিভিন্ন রূপ বা শ্রেণিবিভাগ
Different Forms or Classification of Equality

সাম্য একটি অখণ্ড ধারণা। সাম্যের কোনো প্রকারভেদ হয় না। যেমন অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে অন্যান্য সাম্য আপনা থেকেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তবুও বিভিন্ন ধরনের সুযোগের জন্য সাম্যকে নিম্নলিখিত উপায়ে শ্রেণিবিভাগ করা হয়ে থাকে।

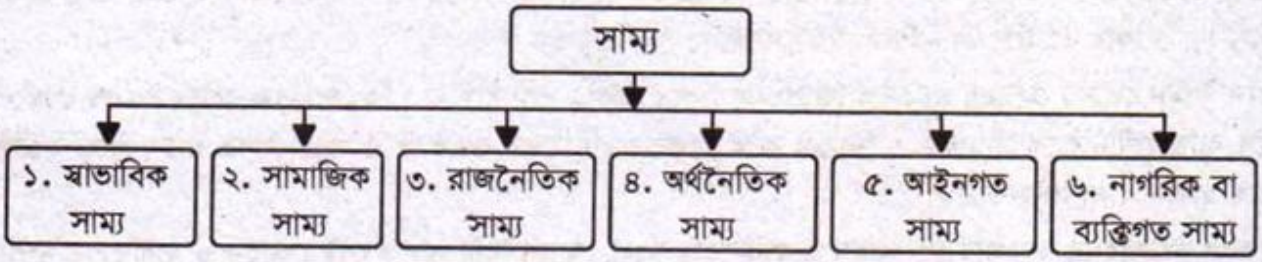

১. স্বাভাবিক সাম্য (Natural Equality) ঃ স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক সাম্যের অর্থ হলো জন্মগতভাবে প্রত্যেক মানুষ স্বাধীন এবং সমান। জন্মগতভাবে মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য নেই। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণায় স্বাভাবিক সাম্যের তত্ত্ব প্রচারিত হয়। কিন্তু জন্মগতভাবে সব মানুষ দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে সমান হতে পারে না। এজন্য স্বাভাবিক সাম্যের ধারণা বর্তমানে প্রায় অচল হয়ে পড়েছে।

২. সামাজিক সাম্য (Social Equality) ঃ জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও পেশাগত কারণে যখন মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য করা হয় না তখন তাকে সামাজিক সাম্য বলে। সামাজিক সাম্যের মূল কথা হলো সমাজে বসবাসরত সকল মানুষ যোগ্যতা অনুযায়ী একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে।

৩. রাজনৈতিক সাম্য (Political Equality) ঃ রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক অধিকার ভোগের বেলায় সমান সুযোগ থাকাকেই রাজনৈতিক সাম্য বলে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক এবং সুস্থ মস্তিষ্ক নাগরিক যখন নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে বা সাধারণ ভোটদাতা হিসেবে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে তখনই কোনো দেশে রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

* H. J. Laski—A Grammar of Politics, Page 153-54

সূচিপত্র

৪. **অর্থনৈতিক সাম্য (Economic Equality) ঃ** অর্থনৈতিক সাম্যের অর্থ সকল সম্পদ সবার মাঝে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া নয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র সকল মানুষ যখন কাজ করার, ন্যায্য মজুরি পাবার সুবিধা লাভ করে, তখন তাকে অর্থনৈতিক সাম্য বলে। অর্থনৈতিক সাম্যের মূল কথা হচ্ছে, যোগ্যতা অনুযায়ী সম্পদ ও সুযোগের বণ্টন। লাস্কির মতে, "ধন বৈষম্যের সাথে অর্থনৈতিক সাম্য অসঙ্গতিপূর্ণ হবে না, যদি এই বৈষম্য দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। অর্থনৈতিক সাম্য ব্যতীত সামাজিক বা রাজনৈতিক সাম্য অর্থহীন।"

৫. **আইনগত সাম্য (Legal Equality) ঃ** 'আইনের চোখে সকলেই সমান' এটিই হচ্ছে আইনগত সাম্যের মূল কথা। সমাজে যখন বৈষম্যমূলক আইন থাকে না, সকল মানুষের আইনের আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ থাকে—তখনই আইনগত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আইনের অনুশাসন অর্থাৎ বিনা অপরাধে গ্রেফতার এবং বিনাবিচারে আটক না রাখার বিধান কার্যকর হলে আইনগত সাম্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

৬. **নাগরিক সাম্য বা ব্যক্তিগত সাম্য (Individual Equality) ঃ** নাগরিক সাম্য বা ব্যক্তিগত সাম্যের অর্থ হলো সকল নাগরিকের সমান অধিকার থাকা। সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রাপ্তবয়স্ক ও মানসিক দিক থেকে সুস্থ নাগরিকের নাগরিক সাম্য বা ব্যক্তিগত সাম্য থাকতে হবে।

৩-২১ স্বাধীনতায় সাম্যের গুরুত্ব
Importance of Equality in Liberty

স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

আইন সাম্যকে অর্থবহ করে তোলে। রাষ্ট্র আইন প্রয়োগ করে অসাম্যকে দূর করতে পারে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে যুগে যুগে অনেক আইন সহায়তা করছে। ভারতে আইন করে অস্পৃশ্যতা দূর করা হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় আইন করে বর্ণভেদ প্রথা দূর করা হয়েছে এবং পৃথিবীর অনেক দেশেই আইন করে সকল প্রকার অসাম্য দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে।

সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। সাম্য নিশ্চিত করার জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন। স্বাধীনতার শর্ত পূরণ না হলে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। আবার স্বাধীনতাকে ভোগ করতে চাইলে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তা না হলে দুর্বলের সাম্য সবলের সুবিধায় পরিণত হবে। সাম্য ও স্বাধীনতা একই সাথে বিরাজ না করলে গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করার প্রশ্নই ওঠে না। সাম্য উঁচু নীচুর ভেদাভেদ দূর করে, আর স্বাধীনতা সমাজের সুযোগ সুবিধাগুলো ভোগ করার অধিকার দান করে। **কোল** (Cole) এ জন্যই বলেছেন যে, "অর্থনৈতিক সাম্য ব্যতীত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন।" (Political liberty in the absence of economic equality is held to be a mere myth.)

আর. এইচ. টনি (R. H. Tawney)-এর মতে "স্বাধীনতা বলতে যদি মানবতার নিরবচ্ছিন্ন সম্প্রসারণ বোঝায়, তাহলে সেই স্বাধীনতা সাম্যভিত্তিক সমাজেই শুধু সম্ভব।" এজন্যই **অধ্যাপক পোলার্ড** (Prof. Pollard) বলেছেন যে, "স্বাধীনতার সমস্যার একটিমাত্র সমাধান রয়েছে। সাম্যের মাঝেই তা নিহিত।" (There is only one solution of problem of liberty. It lies in equality.)

আদর্শ হিসেবে সাম্য ও স্বাধীনতার সুসমন্বিত রূপ প্রকাশ পায় ১৭৭৬ সালে, 'আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রে' এবং ১৭৮৯ সালে 'ফরাসি বিপ্লবের' ঘোষণায়।

সুতরাং বলা যায় যে, স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। স্বাধীনতা ও সাম্য একে অপরের পরিপূরক ও সহায়ক। স্বাধীনতা ও সাম্য একই সাথে বৃহত্তর পরিসরে ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করে। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হলে সাম্য থাকতে হবে। সাম্য না থাকলে ব্যক্তি তথা সমাজজীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং স্বাধীনতা ও সাম্য বৃহত্তর পরিসরে ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ জন্যই বলা হয় যে, স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে রয়েছে একটি দ্বি-মাত্রিক সমগ্রতা।

সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

(√ চিহ্নটি সঠিক উত্তর)

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১। আইনের ইংরেজি প্রতিশব্দ Law. এটি এসেছে—

ক. গ্রিক শব্দ থেকে খ. ল্যাটিন শব্দ থেকে গ. জার্মান শব্দ থেকে √ঘ. টিউটনিক শব্দ থেকে

২। ইংরেজি Law শব্দটি কোন্ টিউটনিক শব্দ থেকে এসেছে?

ক. Low খ. Leg √গ. Lag ঘ. Log

৩। 'যুক্তিসিদ্ধ ইচ্ছার অভিব্যক্তিই আইন'—উক্তিটি কার?

ক. সক্রেটিস √খ. এরিস্টটল গ. টমাস হবস ঘ. জন অস্টিন

৪। 'আইন হচ্ছে নিম্নতমের প্রতি উর্ধ্বতন রাজনৈতিক কর্তৃত্বের আদেশ'—উক্তিটি কার?

ক. টমাস হবস খ. অধ্যাপক হল্যান্ড √গ. জন অস্টিন ঘ. স্যাভিনি

৫। আইনের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন কে?

ক. অধ্যাপক হল্যান্ড খ. জন অস্টিন গ. টমাস হবস √ঘ. উড্রো উইলসন

৬। 'আইন হলো মানুষের স্থায়ী আচার-ব্যবহার ও চিন্তাধারার সেই অংশ যা রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত বিধিতে পরিণত হয়েছে এবং যার পশ্চাতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট সমর্থন রয়েছে'—উক্তিটি কার?

ক. জন অস্টিন √খ. উড্রো উইলসন গ. অধ্যাপক হল্যান্ড ঘ. অধ্যাপক গেটেল

৭। অধ্যাপক হল্যান্ডের মতে আইনের উৎস কয়টি?

√ক. ৬টি খ. ৫টি গ. ৪টি ঘ. ৩টি

৮। 'আইনের উৎস একটি এবং তা হচ্ছে সার্বভৌমের আদেশ'—উক্তিটি কার?

ক. টমাস হবস খ. অধ্যাপক হল্যান্ড √গ. জন অস্টিন ঘ. মেইটল্যান্ড

৯। 'নিজের ওপর, নিজের দেহ ও মনের ওপর ব্যক্তিই সার্বভৌম'—উক্তিটি কার?

ক. লাস্কি খ. ম্যাকাইভার গ. জেমস মিল √ঘ. জন স্টুয়ার্ট মিল

১০। 'স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি সেই পরিবেশের সাগ্রহ সংরক্ষণ যেখানে মানুষ তার সত্তাকে পূর্ণ উপলব্ধি করার সুযোগ লাভ করতে পারে'—উক্তিটি কার?

ক. হার্বার্ট স্পেন্সার খ. টি.এইচ. গ্রিন √গ. হ্যারল্ড জে. লাস্কি ঘ. জন স্টুয়ার্ট মিল

১১। 'স্বাধীনতা বলতে বোঝায় সে সকল সামাজিক অবস্থার ওপর থেকে বাধা নিষেধের অপসারণ, যা আধুনিক সভ্যজগতে মানুষের সুখী-জীবন যাপনের জন্য অত্যাবশ্যক'—উক্তিটি কার?

ক. টি.এইচ. গ্রিন খ. হার্বার্ট স্পেন্সার গ. জন স্টুয়ার্ট মিল √ঘ. হ্যারল্ড জে. লাস্কি

১২। 'স্বাধীনতা ও আইনের বিরোধ নেই'—উক্তিটি কার?
ক. মন্টেস্কু √খ. বার্কার গ. লক ঘ. উইলোবি

১৩। 'যেখানে আইন থাকে না সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না'—উক্তিটি কার?
√ক. জন লক খ. বার্কার গ. উইলোবি ঘ. এ.ভি. ডাইসি

১৪। 'আইন হলো আবেগ বিবর্জিত যুক্তি'—উক্তিটি কার?
√ক. এরিস্টটল খ. জন অস্টিন গ. জন লক ঘ. অধ্যাপক হল্যান্ড

১৫। 'আইন সার্বভৌম শাসকের আদেশ'—এটি কার মত?
ক. এরিস্টটল খ. অধ্যাপক হল্যান্ড √গ. জন অস্টিন ঘ. জন লক

১৬। 'চিরন্তন সতর্কতার মধ্যেই স্বাধীনতার মূল্য নিহিত'—কে বলেছেন?
ক. জন লক √খ. লাস্কি গ. মন্টেস্কু ঘ. জন অস্টিন

১৭। 'জনমত আইনের অন্যতম উৎস'—এটি কার উক্তি?
√ক. ওপেন হাউস খ. লক গ. অধ্যাপক লাস্কি ঘ. অধ্যাপক হল্যান্ড

১৮। 'Liberty' শব্দের বাংলা অর্থ কী?
√ক. স্বাধীনতা খ. পরাধীনতা গ. ন্যায়বিচার ঘ. সাম্য

১৯। হেদায়া ও আলমগিরী কী?
ক. রোমান আইনগ্রন্থ খ. হিন্দু আইনগ্রন্থ √গ. মুসলিম আইনগ্রন্থ ঘ. বৌদ্ধদের আইনগ্রন্থ

২০। 'আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান'—কে বলেছেন?
√ক. অধ্যাপক ডাইসি খ. অধ্যাপক গার্নার গ. অধ্যাপক লাস্কি ঘ. অধ্যাপক স্পেন্সার

২১। আইন মানুষের কোন্ ধরনের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে?
ক. অভ্যন্তরীণ √খ. বাহ্যিক গ. পারিবারিক ঘ. সামাজিক

২২। অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব পালন করে কোন্ বিভাগ?
ক. আইন বিভাগ খ. শাসন বিভাগ √গ. বিচার বিভাগ ঘ. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল

২৩। 'ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়া'—এটা নিচের কোন্ আইনের সাথে সম্পৃক্ত?
ক. ধর্মীয় আইন √খ. নৈতিক আইন গ. প্রথাভিত্তিক আইন ঘ. সামাজিক আইন

২৪। 'স্বাধীনতা বলতে খুশিমত কাজ করাকে বোঝায় যদি উক্ত কাজের দ্বারা অন্যের অনুরূপ কাজে বাধার সৃষ্টি না হয়'—এ উক্তি কার?
√ক. হার্বার্ট স্পেন্সারের খ. অধ্যাপক ডাইসির গ. অধ্যাপক লাস্কির ঘ. অধ্যাপক ম্যাকাইভার

২৫। 'সাম্য হলো সেসব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা যাতে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে অন্যের সুবিধার সাথে বিসর্জন দিতে না হয়'—এ উক্তিটি কার?
ক. এরিস্টটল খ. অধ্যাপক উইলোবি গ. অধ্যাপক গার্নার √ঘ. অধ্যাপক লাস্কি

২৬। কোন্ ধরনের সরকার ব্যবস্থায় জনগণ বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে?
ক. সমাজতন্ত্র খ. ধর্মতন্ত্র √গ. গণতন্ত্র ঘ. একনায়কতন্ত্র

২৭। কোন্‌টি আইনের উৎস নয়?
ক. ধর্ম খ. আইন পরিষদ গ. চিরাচরিত প্রথা √ঘ. আমলাতন্ত্র

২৮। কোন্ দেশের সাধারণ আইন প্রথানির্ভর?
ক. আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের খ. বাংলাদেশের √গ. গ্রেট ব্রিটেনের ঘ. ফ্রান্সের

২৯। নিচের কোন্‌টিকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলা হয়?
√ক. গণতন্ত্র খ. ধর্মতন্ত্র গ. সমাজতন্ত্র ঘ. রাজতন্ত্র

৩০। অপরাধীদের শাস্তি দেয়ার জন্য নিচের কোন্ আইনটি ব্যবহৃত হয়?
ক. দেওয়ানি আইন √খ. ফৌজদারি আইন গ. আন্তর্জাতিক আইন ঘ. সাংবিধানিক আইন

৩১। সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য কোন্‌টি?
ক. সত্তা খ. সমিতি √গ. আইন ঘ. প্রশাসন

৩২। নিচের কোন্‌টি রাজনৈতিক স্বাধীনতা?
ক. চলাফেরার স্বাধীনতা √খ. নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার
গ. নিজ ধর্ম পালনের অধিকার ঘ. অন্য দলকে কথা বলতে না দেয়া

৩৩। কোন্ ধরনের স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন?
ক. সামাজিক খ. আইনগত গ. সাংস্কৃতিক √ঘ. অর্থনৈতিক

৩৪। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়?
ক. খেয়াল খুশিমত খরচ করার সামর্থ্য খ. বিপুল সম্পদের মালিকানা
গ. উচ্চশিক্ষা ও বিপুল অর্থের মালিকানা √ঘ. অভাব হতে মুক্তি

৩৫। সভ্য সমাজের মানদণ্ড কোন্‌টি?
ক. গণতন্ত্র খ. বিচার ব্যবস্থা গ. সংবিধান √ঘ. আইনের শাসন

৩৬। পারিবারিক ও সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনের উৎস কোন্‌টি?
ক. প্রথা √খ. ধর্মগ্রন্থ গ. বিচারকের রায় ঘ. রাষ্ট্রপতির নির্দেশ

৩৭। ধর্মচর্চা কোন্ ধরনের স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত?
ক. সামাজিক স্বাধীনতা খ. রাজনৈতিক স্বাধীনতা √গ. ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ঘ. অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

৩৮। সভ্য সমাজের মানদণ্ড কোন্‌টি?
ক. নারী স্বাধীনতা খ. বিজ্ঞানের উন্নতি গ. উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা √ঘ. আইনের শাসন

৩৯। 'যেখানে আইন থাকে না, সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না'—উক্তিটিতে কী প্রকাশ পাচ্ছে?
ক. আইন স্বাধীনতার প্রচারক খ. আইন স্বাধীনতার সম্পূরক
√গ. আইন স্বাধীনতার রক্ষক ঘ. আইন স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক

সূচিপত্র